মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন

''টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্প

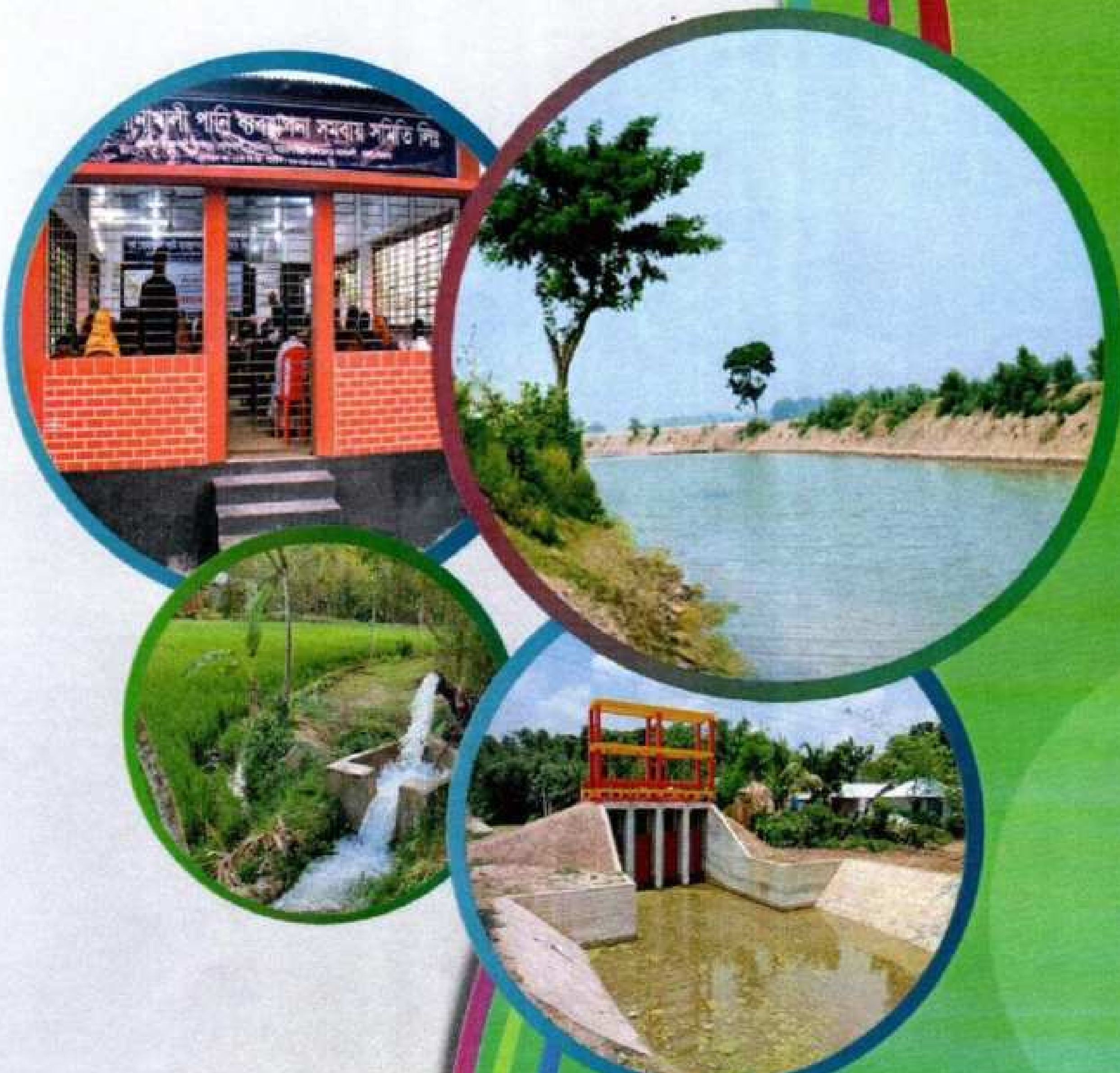

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

মার্চ, ২০২৩

সূচিপত্র:

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	
২.	অধ্যায়-১ ঃ মধ্যবর্তী মূল্যায়নের পটভূমি	১-২
৩.	অধ্যায়-২ ঃ প্রকল্পের বিবরণ ও অগ্রগতি	৩-১৬
৪.	অধ্যায়-৩ ঃ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন	১৭-৬৩
৫.	অধ্যায়-৪ ঃ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম মূল্যায়ন	৬৪-৬৯
৬.	অধ্যায়-৫ ঃ SWOT Analysis	৭০
৭.	অধ্যায়-৬ ঃ পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ	৭১-৭৩
	সংযোজনী	
১.	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির গঠন পত্র।	
২.	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী।	

স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ''টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)'' প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদনের নির্বাহী সারসংক্ষেপঃ

জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকার আলোকে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও উপকারভোগীদের অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির ধারাবাহিকতায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ''টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)'' প্রকল্পটি জানুয়ারি'২০১৭ হতে ডিসেম্বর'২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ৮৩৩২০ মেট্রিক টন কৃষি, ১৫০ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় ৪ বিভাগের (যথা; বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের পার্বত্য অঞ্চল) ২৭ জেলাধীন ১৯৪ উপজেলায় ৩০০টি (নতুন-৫০টি+পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ-২৫০টি) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি' ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় ২৪৬৬১.৩৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৪৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০.৮৯%)। স্থানীয় জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক উপ-প্রকল্প নির্বাচন করা হয়। অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা (পিআরএ) এবং সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে নতুন উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন করা হয়। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কার্যকারিতা যাচাই ও সরেজমিন উপ-প্রকল্প পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ কাজের বিস্তারিত নক্সা চূড়ান্ত করা হয়।

২। প্রকল্পের আরডিপিপি'তে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় গৃহিত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়নের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০৯৩.০১৪.০১.০০. ২৫৫.২০১৬-৮৪০; তারিখ: ১৮ অক্টোবর'২০২২ মূলে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ দুই টিমে বিভক্ত হয়ে (প্রতি টিমে ৬ জন) প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করে। প্রকল্প এলাকার বিস্তৃতি ও সময় স্বল্পতার কারণে প্রকল্পভুক্ত সকল কার্যক্রম পরিদর্শন করা সম্ভব না হওয়ায় দৈবচয়ন ভিত্তিতে ৪ বিভাগের ২৭ জেলার ১৫টি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপ-প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম যথা; সেচ খাল পুনঃখনন, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, মেরামত/পুনর্বাসন, বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি সংরক্ষণ ও সেচ এলাকা উন্নয়ন, অফিস ঘর নির্মাণ ইত্যাদি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও উপকারভোগী ও পাবসস সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কিত মতামত গ্রহণ করা হয়। পরিদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতা, প্রাপ্ত তথ্য, উপকারভোগীদের মতামত, কাজ বাস্তবায়নে বাঁধা/প্রতিবন্ধকতা, ফলপ্রসূতা, সুপারিশ, ভবিষ্যতে করণীয় বিষয় ও প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক প্রকল্পভুক্ত ১৫টি উপ-প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে মত বিনিময় সভার মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) বর্তমান অবস্থার তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়। পরিদর্শনকালে পাবসস'র মূলধন গঠন, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম, নিরীক্ষা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ/sআয়বর্ধক কার্যক্রম ও অন্যান্য সংস্থার (কৃষি, মৎস্য ইত্যাদি) সহযোগিতা প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়। এতে দেখা যায়, সকল পাবসস সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধিত হয়েছে এবং সমবায় আইন অনুসরণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাবসস'র নির্বাহী কমিটিকে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি (যেমন; পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটি, কৃষি উপ-কমিটি, মৎস্য উপ-কমিটি, ক্ষুদ্রঋণ উপ-কমিটি ইত্যাদি) গঠন করা হয়েছে।

৪। প্রতিস্তরে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে উপ-প্রকল্প নির্বাচন, প্রকল্প প্রণয়ন ও বিভিন্ন অংশ বাস্তবায়নের ফলে তাঁদের মালিকানা (ownership) নিশ্চিত হয়েছে। খাল পুনঃখননের মাধ্যমে সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও বন্যা ব্যবস্থাপনার উন্নতি হয়েছে। সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সেচের পানি সংরক্ষণ/সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকল্প এলাকার জনগণকে কৃষি, মৎস্য, সমবায় ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে ফসল ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠির জীবনমানের উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমেছে। সেচ সুবিধা বৃদ্ধির কারণে অনাবাদী জমি আবাদি জমিতে এবং এক ফসলী জমি ২/৩ ফসলী জমিতে পরিণত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে অবকাঠামো পরিচালনা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে পাবসস'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও আয়বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ও দারিদ্র্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পের আওতায় ৩০০টি (৫০টি নতুন+২৫০টি পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৯৮টি উপ-প্রকল্প (১৫টি নতুন+১৮৩টি পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ) সমাপ্ত হওয়ায় প্রকল্পের অবশিষ্ট মেয়াদে ১০২টি উপ-প্রকল্প (৩৫টি নতুন+৬৭টি পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ) বাস্তবায়নে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। এডিপি'তে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের সংস্থান রাখা ও অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। পার্বত্য অঞ্চলে জনগোষ্ঠিকে সম্পৃক্ত করে এলজিইডি কর্তৃক প্রথমবারের মত এ ধরণের উপ-প্রকল্প পার্বত্য এলাকায় বাস্তবায়ন করছে-যা ইতিবাচক ভূমিকা পালন

করবে। এক্ষেত্রে সুবিধাভোগী জনগণকে প্রদত্ত কৃষি, মৎস্য, সমবায় ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান উপকারে আসছে। রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন Command Area Development (CAD) উপ-প্রকল্পে নদীর পানি ব্যবহার করে সারফেস ড্রেন অথবা ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন (RCC/Upvc) সম্প্রসারণ করে ২/৩ লিফটের মাধ্যমে উঁচু ও দূরবর্তী জমিতে পানি সরবরাহ পূর্বক সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে-যা অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে প্রতিয়মান হয় এবং এক্ষেত্রে কৃষকের সেচ খরচ কম হচ্ছে।

৫। উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো হস্তান্তর এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকাল শেষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (আইডব্লিউআরএম) অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে। অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রতিটি উপ-প্রকল্প নিয়মিত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। উপ-প্রকল্প সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে উপ-প্রকল্পভূক্ত লীজ উপযোগী খাল-বিল ও অন্যান্য জলাশয় সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে লীজ দেয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো) এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সহ অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রমের সাথে এ প্রকল্পের দ্বৈততা পরিহার ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। বিদ্যমান Command Area Development (CAD) উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ কাজ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হওয়ায় পাবসস সদস্য/সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকের চাহিদা অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য সর্বাধিক এলাকায় এ ধরণের সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ফেব্রুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির অগ্রগতি আর্থিক ৫০.৪৫% ও ভৌত ৬০.৮৯%। অতিবাহিত মেয়াদকাল বিবেচনায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নের গতি মন্থর বলে প্রতীয়মান হয়। সর্বস্তরের উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্লান, ডিজাইন প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন, প্রতিটি নতুন উপ-প্রকল্পে ১টি করে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন, ভবিষ্যত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুফলভোগীদের নিকট থেকে অনুদান জমাকরণ, পুরাতন উপ-প্রকল্পের পাবসস'র দ্বন্দ্ব নিরসনসহ এর কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নিয়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন, পূর্বের অর্থ বছরগুলিতে এডিপি/আরএডিপি বরাদ্দ কম থাকা ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের কাজে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারকল্পে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নতুন উপ-প্রকল্পের কাজের ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারন পূর্বক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা দরকার। প্রকল্পটির কার্যক্রম অত্যন্ত ফলপ্রসূ, উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক ও এর কার্যক্রমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদনে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বিধায় এ ধরণের আরও প্রকল্প গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত।

৬। সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, প্রকল্পটি গ্রহণের ফলে প্রকল্প এলাকায় কৃষিপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক জোরদারকরণ, সর্বোপরি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

অধ্যায়-১

মধ্যবর্তী মূল্যায়নের পটভূমিঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ''টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৮৮৮৪.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১ জানুয়ারি' ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর' ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত। প্রকল্পের ডিপিপিতে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়নের সংস্থান রয়েছে। সে প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০৯৩.০১৪.০১.০০.২৫৫.২০১৬-৮৪০; তারিখ ১৮ অক্টোবর'২০২২ মূলে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদনের নিমিত্ত মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয় (সংযোজনী-১)। গঠিত মূল্যায়ন কমিটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছে।

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন ও কার্যপরিধিঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগ (পরিকল্পনা-১ শাখা) এর স্মারক নং-৪৬.০৯৩.০১৪.০১.০০.২৫৫.২০১৬-৮৪০;
তারিখঃ ১৮ অক্টোবর'২০২২ মোতাবেক গঠিত মূল্যায়ন কমিটি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	সদস্যদের বিবরণ	পদবি
১।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সভাপতি
২।	যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৩।	যুগ্মপ্রধান, সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৪।	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা, ডিজাইন/রক্ষণাবেক্ষণ) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য
৫।	উপপ্রধান, সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৬।	উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৭।	কার্যক্রম বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৮।	আইএমইডি'র প্রতিনিধি	সদস্য
৯।	সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান, সেচ উইং	সদস্য
১০।	নির্বাহী প্রকৌশলী, মনিটরিং, মূল্যায়ন ও আইডব্লিউআরএম, এলজিইডি	সদস্য
১১।	প্রকল্প পরিচালক, টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	সদস্য-সচিব

উক্ত কমিটিতে কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগীয় প্রধান, উপদেষ্টা হিসাবে থাকবেন।

কমিটির কার্যপরিধি ঃ

১। প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন করবেন;

২। প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ, সমস্যা সমাধানের সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান, প্রতিবেদন;

৩। প্রকল্পের মাধ্যমে কি ফলাফল অর্জন হবে তা চিহ্নিতকরণ;

৪। কমিটি প্রয়োজনানুযায়ী সভা করবে; এবং

৫। সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

মূল্যায়ন কমিটির সভাঃ

১০ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর সভাপতিত্বে কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় (সংযোজনী-২)। প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৪টি বিভাগের ২৭ টি জেলায় কার্যক্রম চলমান। কমিটির সদস্যগণ ২ টিমে বিভক্ত হয়ে ৪ বিভাগের কাজ পরিদর্শন করার সুবিধার্থে একজন সদস্য জনাব জেসমিন পারভীন, উপসচিব (উন্নয়ন শাখা-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ'কে কো-অপ্ট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লি প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রধান, কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আছেন। বর্তমানে উক্ত পদটি খালি আছে। কো-অপ্ট সদস্যসহ ১২ সদস্যের কমিটি দিয়ে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতি টিমে ৬জন সদস্য নিয়ে গঠিত টিম 'এ' বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং টিম-'বি' খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ছাড়া মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রম ডিসেম্বর,২০২২ এর মধ্যে সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯-১২-২০২২ ইং তারিখ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় টিম 'বি' এর সদস্যবৃন্দ তাঁদের ১১-১২ নভেম্বর, ২০২২ ইং তারিখ খুলনা বিভাগের খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ৪টি উপ-প্রকল্প এবং ৯-১১ ডিসেম্বর, ২০২২ ইং তারিখ রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৬টি উপ-প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন এবং প্রতিটি উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য এবং স্থানীয় জনসাধারণের সাথে মতবিনিময়ের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। উপ-প্রকল্প পরিদর্শন ও স্থানীয় জনগণের সাথে মতবিনিময়ে উপ-প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে জনগণ সুফল পাচ্ছে মর্মে টিম 'বি' এর সদস্যবৃন্দ সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন এবং বিস্তারিত রিপোর্টে প্রতিফলিত হবে মর্মে উল্লেখ করেন। এছাড়া সভায় মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত করে চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুতির জন্য পূর্বের ডিসেম্বর,২০২২ এর পরিবর্তে মার্চ,২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২৭-০২-২০২৩ ইং তারিখ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় টিম 'এ' এর সদস্যবৃন্দ তাঁদের ০৬-০৮ফেব্রুয়ারি'২০২৩ ইং তারিখ বরিশাল বিভাগের বরগুনা, পটুয়াখালী, বরিশাল ও ঝালকাঠি জেলার ৫টি উপ-প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। সভায় মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুতির বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং সকল সদস্যকে সক্রিয়ভাবে প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার কাজে অংশ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। ২৮-০৩-২০২৩ইং তারিখ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির চূড়ান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়।

মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

কমিটির সদস্যগণ দুই গ্রুপে (টিম 'এ' ও টিম 'বি') বিভক্ত হয়ে দৈবচয়ন ভিত্তিতে ১১-১২ নভেম্বর,২০২২ তারিখে খুলনা বিভাগের খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ৪ টি উপ-প্রকল্প, ৯-১১ ডিসেম্বর,২০২২ তারিখে রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৬ টি উপ-প্রকল্প, ৬-৮ ফেব্রুয়ারি,২০২৩ তারিখে বরিশাল বিভাগের বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা ও ঝালকাঠি জেলার ৫টি উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন, তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পর্যবেক্ষণ ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় জনসাধারণের সাথে মতবিনিময় করেন। পরিদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতা, প্রাপ্ত তথ্যাদি, উপকারভোগীদের মতামত, কাজ বাস্তবায়নে বাঁধা/প্রতিবন্ধকতা, ফলপ্রসূতা, সুপারিশ, ভবিষ্যৎ করণীয় ইত্যাদি বিষয়ের আলোকে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতাঃ

৪ বিভাগের ২৭টি জেলায়-যথা; ক) রাজশাহী বিভাগের (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলা) খ) বরিশাল বিভাগের (বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলা) গ) চট্টগ্রাম বিভাগের (বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা) এবং ঘ) খুলনা বিভাগের (খুলনা, যশোর, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প এলাকার বিস্তৃতি বিবেচনায় ও সময় স্বল্পতার কারণে প্রকল্পভুক্ত সকল কার্যক্রম পরিদর্শন করা সম্ভব না হওয়ায় দৈবচয়নের ভিত্তিতে খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার ৪টি উপ-প্রকল্প; রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৬টি; বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি ও বরগুনা জেলার ৫টি উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়।

অধ্যায়-২

প্রকল্পের বিবরণ ও অগ্রগতিঃ

আর্থিক, সামাজিক ও পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নে পানির গুরুত্ব অপরিসীম। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে মর্যাদাপূর্ণ জীবন ধারণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসহ অভাব নিরসনে পানি সম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের জনসাধারণের বিশাল অংশ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে এবং তাদের জীবন-জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল বিধায় কৃষি উন্নয়ন ও টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দূরহ। সে প্রেক্ষিতে পানির সদ্ব্যবহারে কৃষকের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং কৃষিকাজে পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা জরুরি। উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনমত পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, বন্যা ও বর্ষার পর দীর্ঘসময় কৃষি জমি পানিতে নিমজ্জিত থাকায় কৃষি উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হয়। অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব ও খরার কারণে ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়। এ অবস্থায় বাংলাদেশ পানি আইন, জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা অনুসরণে জলাবদ্ধতা নিরসন, বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন এবং পানি সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো নির্মাণ করে কৃষি কাজের জন্য টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা একান্ত দরকার।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কৃষি সম্প্রসারণে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানি সংরক্ষণ, পানি নিষ্কাশন, বন্যা ব্যবস্থাপনা, কমান্ড এরিয়া উন্নয়ন ও পাবসস অফিস ঘর নির্মাণ ইত্যাদি কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এতে উপকারভোগীদের টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিকী করণের মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। ১৯৯৫ সাল থেকে এলজিইডি বিভিন্ন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১১২০টি উপ-প্রকল্প (অনধিক ১০০০ হেক্টর এলাকা) বাস্তবায়ন করেছে এবং আরও উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। কিন্তু এখনও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগের আওতাধীন ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প (জাইকা ফান্ডের সহায়তায়) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সে প্রেক্ষিতে বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগের পার্বত্য ৩ জেলায় ব্যাপক চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা থাকায় আলোচ্য এ প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়। বরিশাল ও খুলনা বিভাগের লবনাক্ত পানির প্রভাব, রাজশাহী বিভাগে খরার প্রভাব এবং ৩ পার্বত্য জেলায় সেচ ও খাবার পানির সংকট থাকায় এ সকল এলাকা এ প্রকল্পভুক্ত করা হয়। ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন হ্রাস ও ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহারই এলজিইডি'র পানি সেক্টর প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। উল্লেখ্য এ সকল এলাকায় এলজিইডি কর্তৃক ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহ হতে পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী ও কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধির জন্য পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন থাকায় তা এই প্রকল্পভুক্ত করা হয়। প্রকল্পের প্রত্যাশিত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি-৮৩,৩২০ মেট্রিক টন, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ১৫০ মেট্রিক টন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ৫৮,০৫৩ জনদিবস যা 8th FYP (Eight Five Year Plan) ও SDG অর্জনে সহায়ক হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করে ৩০০টি উপ-প্রকল্প (নতুন ৫০টি+পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ ২৫০টি) বাস্তবায়নের প্রস্তাব সম্বলিত টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়।

১	প্রকল্পের নামঃ	ঃ	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প।
২	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	ঃ	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়/ স্থানীয় সরকার বিভাগ।
৩	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	ঃ	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।
৪	প্রকল্প এলাকা	ঃ	৪ বিভাগের ২৭টি জেলার আওতাধীন ১৯৪টি উপজেলা-যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
চট্টগ্রাম বিভাগ	রাঙ্গামাটি,	রাঙ্গামাটি সদর, লংগদু, রাজস্থলী, বিলাইছড়ি, জুরাছড়ি, নানিয়ারচর, বরকল, বাঘাইছড়ি, কাউখালী, কাপ্তাই (১০টি)।
	খাগড়াছড়ি ও	খাগড়াছড়ি সদর, দিঘীনালা, পানছড়ি, লক্ষীছড়ি, মহালছড়ি, মানিকছড়ি, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, গুইমারা (৯টি)।
	বান্দরবান (৩টি)	বান্দরবান সদর, আলীকদম, নাইক্ষ্যংছড়ি, রোয়াংছড়ি, লামা, রুমা, থানচি (৭টি)।।
রাজশাহী বিভাগ	রাজশাহী,	পবা, দুর্গাপুর, মোহনপুর, চারঘাট, পুঠিয়া, বাঘা, গোদাগাড়ী, তানোর, বাগমারা (৯টি)।
	চাঁপাইনবাবগঞ্জ,	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, গোমস্তাপুর, নাচোল, ভোলাহাট, শিবগঞ্জ (৫টি)।
	নাটোর,	নাটোর সদর, সিংড়া, বড়াইগ্রাম, বাগাতিপাড়া, লালপুর, গুরুদাসপুর, নলডাঙ্গা (৭টি)।
	নওগাঁ,	নওগাঁ সদর, মহাদেবপুর, বদলগাছী, পত্নিতলা, ধামইরহাট, নিয়ামতপুর, মান্দা, আত্রাই, রাণীনগর, পোরশা ও সাপাহার (১১টি)।
	পাবনা,	পাবনা সদর, সুজানগর, ঈশ্বরদী, ভাঙ্গুড়া, বেড়া, আটঘরিয়া, চাটমোহর, সাঁথিয়া, ফরিদপুর (৯টি)।
	সিরাজগঞ্জ,	বেলকুচি, চৌহালি, কামারখন্দ, কাজীপুর, রায়গঞ্জ, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, তাড়াশ, উল্লাপাড়া (৯টি)।
	বগুড়া	বগুড়া সদর, কাহালু, সারিয়াকান্দি, শাজাহানপুর, দুপচাচিয়া, আদমদিঘি, নন্দিগ্রাম, সোনাতলা, ধুনট, গাবতলী, শেরপুর, শিবগঞ্জ (১২টি)।
	জয়পুরহাট	জয়পুরহাট সদর, আক্কেলপুর, কালাই, ক্ষেতলাল ও পাঁচবিবি (৫টি)।
খুলনা বিভাগ	খুলনা,	পাইকগাছা, ফুলতলা, দিঘলিয়া, রুপসা, তেরখাদা, ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা, দাকোপ ও কয়রা (৯টি)।
	বাগেরহাট,	বাগেরহাট সদর, ফকিরহাট, মোল্লাহাট, শরণখোলা, রামপাল, মোড়েলগঞ্জ, কচুয়া, মোংলা, চিতলমারী (৯টি)
	সাতক্ষীরা,	সাতক্ষীরা সদর, আশাশুনি, দেবহাটা, কলারোয়া, শ্যামনগর, তালা, কালিগঞ্জ (৭টি)।
	যশোর,	যশোর সদর, মণিরামপুর, অভয়নগর, বাঘারপাড়া, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, কেশবপুর ও শার্শা (৮টি)।
	ঝিনাইদহ,	ঝিনাইদহ সদর, শৈলকুপা, হরিণাকুন্ডু, কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর (৬টি)।
	মাগুরা,	মাগুরা সদর, শালিখা, শ্রীপুর ও, মহম্মদপুর (৪টি)
	নড়াইল,	নড়াইল সদর, লোহাগড়া ও কালিয়া (৩টি)
	কুষ্টিয়া,	কুষ্টিয়া সদর, কুমারখালী, খোকসা, মিরপুর, দৌলতপুর ও ভেড়ামারা (৬টি)।
	চুয়াডাঙ্গা ও	চুয়াডাঙ্গা সদর, আলমডাঙ্গা, দামুড়হুদা ও জীবননগর (৪টি)।
	মেহেরপুর (১০টি)।	মেহেরপুর সদর, মুজিবনগর ও গাংনী (৩টি)।
বরিশাল বিভাগ	বরিশাল,	বরিশাল সদর, বাকেরগঞ্জ, বাবুগঞ্জ, উজিরপুর, বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া, মেহেন্দিগঞ্জ, মুলাদী ও হিজলা (১০টি)।
	পটুয়াখালী,	পটুয়াখালী সদর, বাউফল, দুমকি, দশমিনা, কলাপাড়া, মির্জাগঞ্জ, গলাচিপা ও রাঙ্গাবালী (৮টি)।
	পিরোজপুর,	পিরোজপুর সদর, নাজিরপুর, কাউখালী, ভান্ডারিয়া, মঠবাড়ীয়া, নেছারাবাদ ও ইন্দুরকানী (৭টি)।
	ভোলা,	ভোলা সদর, বোরহানউদ্দিন, চরফ্যাশন, দৌলতখান, মনপুরা, তজুমদ্দিন ও লালমোহন (৭টি)।
	বরগুনা ও	বরগুনা সদর, আমতলী, বেতাগী, বামনা, পাথরঘাটা ও তালতলি (৬টি)।
	ঝালকাঠি (৬টি)।	ঝালকাঠি সদর, কাঠালিয়া, নলছিটি ও রাজাপুর (৪টি)।

Project Location Map

Sustainable Small Scale Water Resources Development Project

৫	**প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ**		
	মূল	ঃ	৪৯৮৯০.৬৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
	১ম সংশোধিত	ঃ	৪৮৮৮৪.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)
৬	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	ঃ	
	মূল	ঃ	১ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর'২০২১ পর্যন্ত।
	১ম সংশোধিত	ঃ	১ জানুয়ারি ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর'২০২৩ পর্যন্ত।
৭	অর্থায়নের উৎস	ঃ	বাংলাদেশ সরকার (সম্পূর্ণ জিওবি)।
৮	ফেব্রুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	ঃ	২৪৬৬১.৩৫ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৪৫%, ভৌত অগ্রগতি ৬০.৮৯%)।
৯	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	ঃ	৬৪৯৬.০০ লক্ষ টাকা এবং ফেব্রুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ২৯১১.০০ লক্ষ টাকা (আর্থিক অগ্রগতি ৪৪.১১%), ভৌত অগ্রগতি ৫৪.৯৪%।

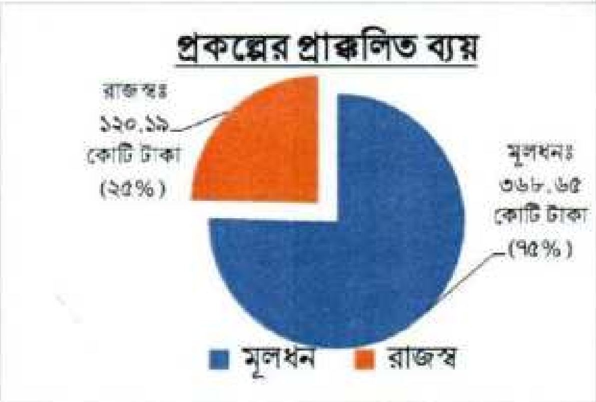

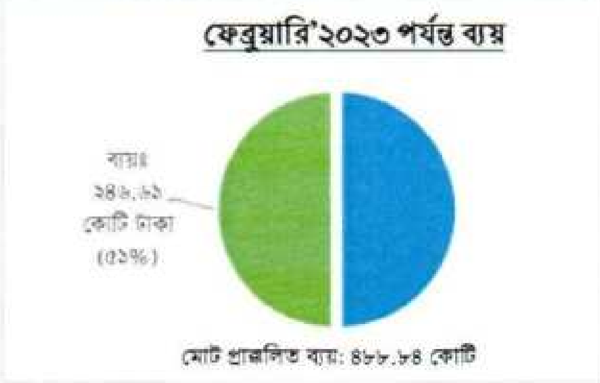

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রাঃ

১	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	টেকসই পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অবকাঠামোগত সুবিধা প্রদান, ক্ষুদ্র সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি ও বিডিপি-২১০০ বাস্তবায়নে সহায়তাকরণ। (ক) ৫০ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ২৫০ টি পুরাতন উপ-প্রকল্প সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন এর মাধ্যমে ৭২,৫০০ হেক্টর কৃষিযোগ্য ভূমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি, ৮৩,৩২০ মেট্রিক টন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, ১৫০ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ৫৮০৫৩ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠাকরণ; (খ) স্থানীয় সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহনের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরন এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; (গ) টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ; (ঘ) উপ-প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
২	পূর্তকাজের লক্ষ্যমাত্রা	ঃ	৩০০টি উপ-প্রকল্প (৫০টি নতুন+২৫০টি পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ) বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমঃ

ক্রমিক	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	পরিমাণ		মন্তব্য
(ক)	এনজিও ফ্যাসিলিটেটর নিয়োজিতকরণ	৪০৭৪	জনমাস	
(খ)	আউটসোর্সিং জনবল নিয়োজিতকরণ	১৪৯৬০	জনমাস	
(গ)	প্রশিক্ষণ প্রদান	৮০৭৩৭	প্রশিক্ষণ দিবস	
(ঘ)	পরামর্শক নিয়োজিতকরণ	৯৭৬	জনমাস	
(ঙ)	সার্ভে (PRA) সম্পাদনকরণ	৭৫	টি	
(চ)	সার্ভে (FS, DD) সম্পাদনকরণ	৬৫	টি	
(ছ)	মটরসাইকেল ও যানবাহন ক্রয়।	১২৪	টি	
(জ)	উপ-প্রকল্প (পূর্তকাজ) বাস্তবায়নকরণ	৩০০	টি	

প্রকল্প কার্যালয়, এলজিইডি থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ীঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের অংগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত)					(লক্ষ টাকায়)
	অংগের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
	রাজস্ব খাত					
১।	বেতন		২২০.৫৯	২৯১ জনমাস	১৪৮.৬১	
২।	ভাতাদি		১৮০.৬৮	থোক	১১৮.২১	
৩।	সরবরাহ ও সেবাঃ					
	ক) অফিস ব্যবস্থাপনা ব্যয়		৬৭২.৫৭	থোক	৪৭৪.৯৬	
	খ) এনজিও ফ্যাসিলিটেটর		১৫৫০.০০	২০৯৫ জনমাস	৬৬০.২০	
	গ) প্রশিক্ষণ		১২২৪.২৬	৫৮৭০৫ প্রঃদিবস	৮৮৬.৫৮	
	ঘ) পরামর্শক	-	১৯৫৫.০০	৬৭৬ জন মাস	১০২৯.০৮	
	ঙ) সার্ভে (PRA, FS, DD)	PRA-৭৫ টি, FS -৬৫ টি, DD-৬৫টি	৫৭৮.৫৬	PRA-৭৫ টি, FS -৬০ টি, DD-৫৫টি	৩৮৫.৪০	
	চ) আউটসোর্সিং		৫৪৫৪.৫৭	১২৮৩৩ জনমাস	৪৩৮১.৮০	
৪।	**মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসনঃ**					
	ক) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণঃ	থোক	১৮৩.০০	থোক	১৩২.৭৩	
	মোট রাজস্বঃ		**১২০১৯.২৩**	**৬৮.৫০%**	**৮২১৭.৫৭**	

অংগের নাম (ডিপিপি অনুযায়ী)		ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		মন্তব্য
মূলধন খাত		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	
৫।	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ঃ					
	ক) জীপ	২টি	১৮০.৮৩	২ টি	১৮০.৮৩	
	খ) পিক-আপ/মাইক্রোবাস	২টি	৮৪.৩০	২ টি	৮৪.৩০	
	গ) মটর সাইকেল	১২০টি	১৯৪.২৮	১২০ টি	১৯৪.২৮	
	ঘ) প্রকৌশল ও অফিস সরঞ্জাম	থোক	১৩০.৩৬	থোক	৮৯.৩২	
	ঙ) ভূমি অধিগ্রহণ	০.৫০	২৫.০০	০ একর	০.০০	
	চ) উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন (পূর্তকাজ)	৩০০টি	৩৬২৫০.০০	১৯৮টি	১৫৮৯৫.০৫	
	মোট মূলধন =		৩৬৮৬৪.৭৭		১৬৪৪৩.৭৮	
	মোট =		৪৮৮৮৪.০০	৬০.৮৯%	২৪৬৬১.৩৫ (৫০.৪৫%)	

প্রকল্পের পূর্তকাজের অগ্রগতিঃ

মোট উপ-প্রকল্প সংখ্যা	প্রাক্কলিত ব্যয়	সমাপ্ত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	ব্যয়	বাস্তবায়নাধীন উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি	অবশিষ্ট উপ-প্রকল্প সংখ্যা
৩০০ টি (নতুন নির্মাণ-৫০টি) পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ-২৫০টি।	১২৫.০০+২৩৭.৫০ =৩৬২.৫০ কোটি টাকা	নতুন নির্মাণ ১৫টি, পুনর্বাসন/ সম্প্রসারণ১৮৩টি।	১৫৮.৯৫ কোটি টাকা	নতুন নির্মাণ ৩৫টি)+পুনর্বাসন/ সম্প্রসারণ ২৫টি।	৫৮.৭৯%	৪২টি

বছরওয়ারী বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণীঃ				(কোটি টাকায়)
অর্থ বছর	আরডিপিপি অনুযায়ী সংস্থান	এডিপি বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়	অপ্রাপ্ত বরাদ্দ
২০১৭-২০১৮	২১.৭০	২১.৭০	২১.৭০	-
২০১৮-২০১৯	৫৬.৮৪	৫৬.৮৪	৫৬.৮৪	-
২০১৯-২০২০	৩৩.০০	৩৩.০০	৩৩.০০	-
২০২০-২০২১	৪৬.০০	৪৬.০০	৪৬.০০	-
২০২১-২০২২	৯২.২৪	৬০.০০	৫৯.৯৭	৩২.২৪
২০২২-২০২৩	১৬৭.৮০	৬৪.৯৬	-	১০২.৮৪
২০২৩-২০২৪	৭১.২৬	-	-	৭১.২৬
মোট =	৪৮৮.৮৪	২৮২.৫০		২০৬.৩৪

প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	দায়িত্বের প্রকৃতি	মেয়াদকাল
জনাব গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ	প্রকল্প পরিচালক	প্রেষণে	১১-০৫-২০১৭ হতে ০৫-০৫-২০১৯ পর্যন্ত।
জনাব শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম	প্রকল্প পরিচালক	প্রেষণে	০৫-০৫-২০১৯ হতে ২৮-১১-২০১৯ পর্যন্ত।
জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ	প্রকল্প পরিচালক	প্রেষণে	২৮-১১-২০১৯ হতে অদ্যাবধি।

প্রকল্পের জনবলের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	গ্রেড	সংরক্ষণ
(ক) প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর :				
১।	প্রকল্প পরিচালক	০১ (এক)	গ্রেড-৪	প্রেষণে
২।	উপ-প্রকল্প পরিচালক	০১ (এক)	গ্রেড-৫	প্রেষণে
৩।	সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী	০২ (দুই)	গ্রেড-৬	প্রেষণে
৪।	সিনিয়র সোসিওলজিস্ট	০১ (এক)	গ্রেড-৬	প্রেষণে/আউট সোর্সিং
৫।	সোসিওলজিস্ট	০৪ (চার)	গ্রেড-৯	প্রেষণে/আউট সোর্সিং
৬।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	০২ (দুই)	গ্রেড-১০	প্রেষণে/আউট সোর্সিং
৭।	হিসাব রক্ষক	০১ (এক)	গ্রেড-১১	প্রেষণে
৮।	হিসাব সহকারী	০১ (এক)	গ্রেড-১৬	আউট সোর্সিং
৯।	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৩ (তিন)	গ্রেড-১৬	আউট সোর্সিং
১০।	সার্ভেয়ার	০২ (দুই)	গ্রেড-১৬	আউট সোর্সিং
১১।	ড্রাইভার	০২ (দুই)	গ্রেড-১৬	আউট সোর্সিং (গাড়ী প্রাপ্তি সাপেক্ষে)
১২।	অফিস সহায়ক	০২ (দুই)	গ্রেড-২০	আউট সোর্সিং
	উপ-মোট =	**২২ টি (বাইশ)**		
(খ) জেলা পর্যায়ে :				
১৩।	সহকারী প্রকৌশলী (পানি সম্পদ)	২৭ (সাতাশ)	গ্রেড-৯	প্রেষণে/আউট সোর্সিং
১৪।	সোসিওলজিষ্ট	২৭ (সাতাশ)	গ্রেড-৯	অতিরিক্ত দায়িত্ব/আউট সোর্সিং
১৫।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৫৪ (চুয়ান্ন)	গ্রেড-১০	প্রেষণে/আউট সোর্সিং
	উপ-মোট =	**১০৮ টি (একশত আট)**		
(গ) উপজেলা পর্যায়ে :				
১৬।	কার্য-সহকারী	৮১ (একাশি)	গ্রেড-১৬	আউট সোর্সিং
	উপ-মোট =	**৮১ টি**		
	সর্বমোট (ক+খ+গ) =	**২১১ টি (দুইশত এগার)**		

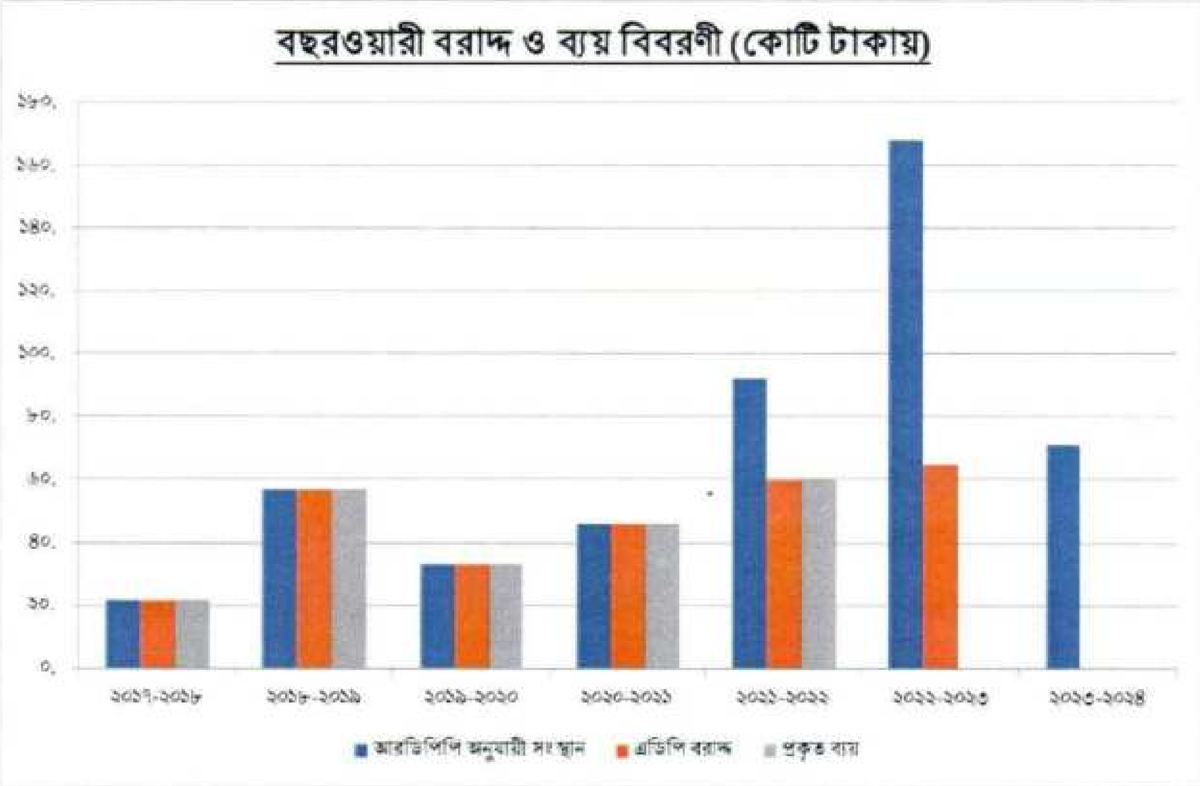

উপ-প্রকল্প নির্বাচন পদ্ধতিঃ

নতুন উপ-প্রকল্প নির্বাচন পদ্ধতিঃ প্রকল্পের আওতায় নতুন উপ-প্রকল্প নির্বাচনের জন্য সম্ভাব্য এলাকার জনসাধারণের চাহিদার ভিত্তিতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীর দপ্তরে উপ-প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী সম্ভাব্য উপ-প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও স্থানীয় জনসাধারণের সাথে মত বিনিময় করে পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনসহ প্রস্তাবটি পর্যালোচনা ও অনুমোদনের নিমিত্ত উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করেন। উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভার সম্মতি/সুপারিশ প্রাপ্তির পর উক্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাব এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়। নির্বাহী প্রকৌশলী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর প্রস্তাবটি এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রকল্প পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করেন।

প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক উপ-প্রকল্পের প্রাক্ বাছাই-এ পানি সম্পদ প্রকৌশলী, কৃষি বিশেষজ্ঞ, সমাজ বিজ্ঞানী ও মৎস্য/পরিবেশ বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে গঠিত উপ-প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ (Reconnaissance Survey) দল কর্তৃক প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও স্থানীয় জনগণের সাথে মত বিনিময় করে উপ-প্রকল্পের ধারণা পত্র তৈরি করা হয়। অতঃপর প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর কর্তৃক নিযুক্ত ফার্ম কর্তৃক অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষার (PRA) মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশ উপযোগিতা নিরূপণ করা হয়। PRA এর সময় উপ-প্রকল্পের চাহিদা ও জনসমর্থন, সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব, ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা, দ্বৈততার বিষয় এবং সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর মতামত, উপ-প্রকল্প পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার বহনে স্থানীয় জনগণ সম্মত আছে কি না, পাবসস গঠনে সম্মত আছে কি না, কোন জনগোষ্ঠি বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় সম্মুখীন হবে কি না ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়। গ্রাম সমীক্ষার ফলাফল ইতিবাচক হলে উপ-প্রকল্পের অর্থনৈতিক, কারিগরী ও পরিবেশগত সম্ভাব্যতা যাচাই করে গ্রহণযোগ্য হলে বিস্তারিত নক্সা প্রণয়ন করা হয়। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে বাস্তবায়ন উপযোগি বিবেচিত হলে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পটি জেলা পর্যায়ে আন্তঃসংস্থা প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (DLIAPEC) সভায় অনুমোদন নেয়া হয়। DLIAPEC এর সভায় অন্য কোন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প অথবা উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে উপ-প্রকল্পটির কোন দ্বৈততা বা অধিক্রমনের পরীক্ষা করে বাস্তবায়নের পক্ষে বা বিপক্ষে মত প্রদান করেন। একই সাথে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোসমূহের খসড়া Detail Design (DD) অর্থাৎ বিস্তারিত ডিজাইন Detail Design (DD) তৈরি হওয়ার পর অংশীজনসহ স্থানীয় জনগোষ্ঠির সাথে আলোচনার ভিত্তিতে অনুমোদনের জন্য সমিতি কর্তৃক বিশেষ সাধারণ সভা আয়োজন করে উপস্থাপন করা হয়। পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি কর্তৃক খসড়া (DD) অনুমোদনের পর অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিল অব কোয়ানটিটিজ এবং টেন্ডার দলিলাদি তৈরি করা হয় বা কারিগরী নক্সা প্রণয়ন করা হয়। পাবসস উপ-প্রকল্প সম্পর্কে ব্যাপক ভিত্তিক প্রচার প্রচারনা চালিয়ে যায় যাতে করে সম্ভাব্য উপকারভোগী ও স্থানীয় জনগণ ডিজাইন প্রণয়নের সময় পরিবেশগত প্রশমন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত ডিজাইন (DD) মূল্যায়ন কমিটির অনুমোদনের পর নিয়মানুযায়ী পাবসস, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ও এলজিইডি'র মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে উপ-প্রকল্প চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচন করা হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠনঃ

পাবসস একটি অরাজনৈতিক ও লাভজনক সংগঠন যা সদস্যদের আর্থ-সামাজিক তথা মানব সম্পদ উন্নয়নে কাজ করে। জেলা পর্যায়ে আন্ত:সংস্থা প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক ছাড়পত্র দেয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী প্রতিটি পরিবার থেকে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ও নারী সদস্যভুক্ত করে একটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন করা হয় যা পরবর্তীতে সমবায় বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধিত হয়। সমবায় আইন মোতাবেক সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমিতি পরিচালিত হয়। উপকারভোগীদের সরাসরি ভোটে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি পানি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয় এবং এই কমিটিতে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য থাকেন। সমবায় বিধি অনুসারে সদস্যদের কাছে শেয়ার ও সঞ্চয় বাবদ সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সমিতির নিজস্ব তহবিল গঠন করা হয়ে থাকে এবং এ তহবিল ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে উপযোগী বিভিন্ন উপার্জনশীল ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে সমিতির দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সমিতির কার্যক্রম পরিচালনায় সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পেয়ে থাকেন। প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বেই সমিতিকে আবশ্যিক ১০টি পূর্বশর্ত পূরণ করতে হয়। নির্ধারিত শর্তসমূহ (কারিগরী নক্সার বিষয়াদি যথাযথভাবে পাবসস-এর কাছে উপস্থাপিত হলে পাবসস-এর সম্মতি দেয়া; উপকারভোগী খানা থেকে প্রথম বৎসরের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ ধার্যকৃত অর্থ (মাটির কাজের প্রাক্কলিত অর্থের ৩% ভাগ ও কংক্রিট স্ট্রাকচারের প্রাক্কলিত অর্থের ১.৫% ভাগ মিলে মোট টাকা) পরিপূর্নভাবে আদায় করা; পাবসস যথারীতি সমবায় বিভাগে নিবন্ধিত হওয়া ইত্যাদি) পূরণের পর উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবসস'র সভাপতি এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি সম্পাদন করা হয়।

পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ উপ-প্রকল্প বাছাই পদ্ধতিঃ

প্রকল্পের ডিপিপি-তে তালিকাভুক্ত বিদ্যমান ৩৭৭টি উপ-প্রকল্প থেকে ২৫০টি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। পুরাতন উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ কাজের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যকারিতা (Performance) বিবেচনা করা হয়। অনেক উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে পাবসস'র অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সামাজিক দ্বন্দ্ব থাকায় পাবসস কার্যকর থাকে না। এ সকল দ্বন্দ্ব নিরসন করে সমিতির কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে উন্নতি করে উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য উপযোগী করে করা হয়। নির্ধারিত ছকে বর্ণিত নির্ণায়কের ভিত্তিতে ডিপিপি'তে তালিকাভুক্ত উপ-প্রকল্পের গ্রেডিং করা হয় এবং গ্রেডিং এ প্রাপ্ত মান ষাটার্ধো (৬০+) হলে উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ কাজের যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যোগ্যতা সম্পন্ন উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব (নির্ধারিত ফরমেটে) পাবার পর প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে নিয়োজিত স্বতন্ত্র পরামর্শক দ্বারা যাচাই করে পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ কাজের জন্য উপযুক্ত উপ-প্রকল্প চূড়ান্ত করা হয়। তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার পর পানি সম্পদ প্রকৌশলী, সমাজতত্ত্ববিদ ও অভিজ্ঞ কারিগরি কর্মকর্তা কর্তৃক সরেজমিন উপ-প্রকল্প পরিদর্শন, পাবসস ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সাথে মতবিনিময়, প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত যাচাই ইত্যাদি সম্পাদন করা হয় এবং স্বতন্ত্র পরামর্শক দ্বারা নক্সা প্রণয়ন ও প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়। প্রণয়নকৃত নক্সা ও প্রাক্কলন নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয় এবং পাবসস ও নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের মতামত ইতিবাচক হলে তা' চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দেয়া হয়।

উপ-প্রকল্প নির্বাচনের অগ্রগতিঃ

নতুন উপ-প্রকল্প নির্বাচনের অগ্রগতিঃ প্রকল্পের আওতায় ৫০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। উক্ত প্রকল্প চূড়ান্তকরণের জন্য ডিসেম্বর'২০২২ পর্যন্ত ৭৫টি উপ-প্রকল্পের Participatory Rural Appraisal (PRA), ৬০টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই Feasibility Study (FS) ও ৫০টি উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত ডিজাইন Detail Design (DD) প্রণয়ন সমাপ্ত হয়েছে। এ যাবৎ ৫০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩৯টি নির্বাচিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সাথে ত্রি পক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত ৩৯টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ১৫টির নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে ও ২৪টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ১১টি উপ-প্রকল্পের ত্রিপক্ষীয় বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় গ্রাম সমীক্ষা, সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত ডিজাইন সম্পন্নকৃত উপ-প্রকল্পের জেলা/উপজেলা ভিত্তিক সংখ্যাঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	PRA সম্পন্নকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্নকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	বিস্তারিত নক্সা সম্পন্নকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
		বরিশাল বিভাগঃ			
১।	বরিশাল	সদর, বাবুগঞ্জ, বাকেরগঞ্জ, গৌরনদী, মেহেন্দিগঞ্জ, উজিরপুর ও মুলাদি।	১১টি	১০টি	৮টি
২।	পটুয়াখালী	সদর, মির্জাগঞ্জ, গলাচিপা	৫টি	৫টি	৫টি
ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা	PRA সম্পন্নকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্নকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	বিস্তারিত নক্সা সম্পন্নকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
৩।	বরগুনা	আমতলী, সদর ও তালতলী	৯টি	৭টি	৭টি
৪।	ভোলা	সদর, চরফ্যাশন	৪টি	৪টি	৪টি
৫।	ঝালকাঠি	সদর ও নলছিটি	২টি	২টি	২টি
৬।	পিরোজপুর	মঠবাড়িয়া ও নাজিরপুর	৪টি	৩টি	৩টি
		উপ-মোট =	৩৫টি	৩১টি	২৯টি
		খুলনা বিভাগঃ			
৭।	বাগেরহাট	ফকিরহাট ও মোড়েলগঞ্জ	২টি	১টি	১টি
৮।	চুয়াডাঙ্গা	আলমডাঙ্গা	১টি	-	-
৯।	ঝিনাইদহ	মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর	২টি	২টি	২টি
১০।	যশোর	ঝিকরগাছা ও চৌগাছা	২টি	১টি	১টি
১১।	খুলনা	বটিয়াঘাটা ও দাকোপ	২টি	২টি	২টি
১২।	কুষ্টিয়া	খোকশা, মিরপুর ও কুমারখালী	৩টি	১টি	১টি
১৩।	নড়াইল	সদর ও কালিয়া	২টি	১টি	১টি
১৪।	মাগুরা	সদর	১টি	১টি	-
১৫।	সাতক্ষীরা	সদর, তালা	১টি	১টি	১টি
১৬।	মেহেরপুর	মুজিবনগর	১টি	১টি	১টি
		উপ-মোট =	১৭টি	১১টি	১০টি
		রাজশাহী বিভাগঃ			
১৭।	বগুড়া	আদমদীঘি ও শেরপুর	২টি	২টি	২টি
১৮।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিবগঞ্জ	১টি	১টি	১টি
১৯।	জয়পুরহাট	পাঁচবিবি	১টি	১টি	১টি
২০।	নওগাঁ	সদর ও মহাদেবপুর	৩টি	১টি	১টি
২১।	নাটোর	গুরুদাসপুর ও সিংড়া	২টি	২টি	২টি
২২।	পাবনা	ফরিদপুর ও বেড়া	২টি	১টি	১টি
২৩।	রাজশাহী	পবা ও তানোর	২টি	১টি	১টি
২৪।	সিরাজগঞ্জ	উল্লাপাড়া	৩টি	২টি	-
		উপ-মোট =	১৬টি	১১টি	৯টি
		চট্টগ্রাম বিভাগঃ			
২৫।	রাঙ্গামাটি	সদর, কাপ্তাই ও লংগদু	৩টি	৩টি	৩টি
২৬।	খাগড়াছড়ি	সদর ও মহালছড়ি	২টি	২টি	২টি
২৭।	বান্দরবান	সদর	২টি	২টি	২টি
		উপ-মোট =	৭টি	৭টি	৭টি
		মোট =	৭৫টি	৬০টি	৫৫টি

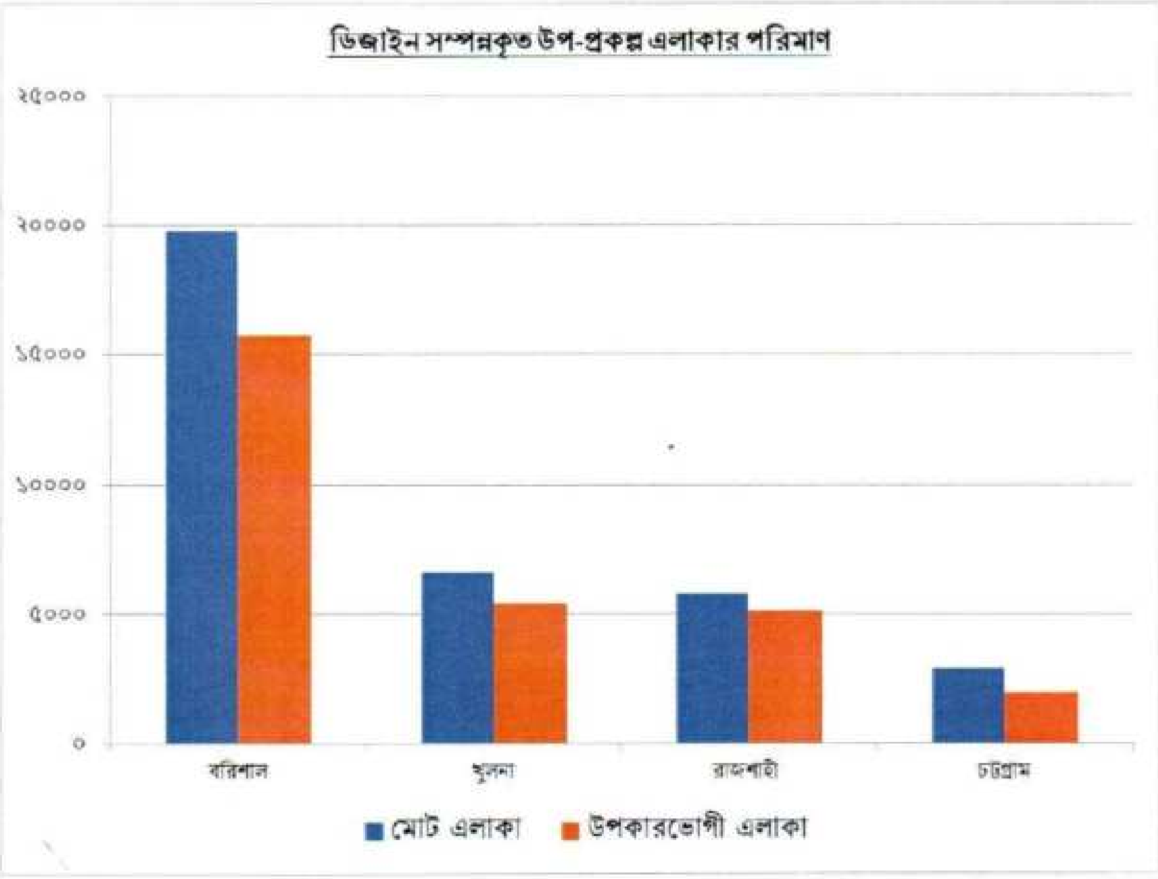
ডিজাইন সম্পন্নকৃত উপ-প্রকল্প এলাকার পরিমাণ
২৫০০০
২০০০০
১৫০০০
১০০০০
৫০০০
০
বরিশাল
খুলনা
রাজশাহী
চট্টগ্রাম
মোট এলাকা
উপকারভোগী এলাকা

প্রকল্পের আওতায় ২৫০টি উপ-প্রকল্পের পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ফেব্রুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত ১৮৩টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৯টি উপ-প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৪৯টি উপ-প্রকল্পের অনুমোদনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ কাজের জেলা/উপজেলা ভিত্তিক অনুমোদিত উপ-প্রকল্প সংখ্যাঃ

ক্রমিক	জেলা	উপজেলা	পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ কাজের অনুমোদিত উপ-প্রকল্প সংখ্যা
		খুলনা বিভাগ	
১.	খুলনা	ডুমুরিয়া, বটিয়াঘাটা ও রুপসা।	৬টি
২.	বাগেরহাট	সদর, চিতলমারী, মোড়েলগঞ্জ ও ফকিরহাট।	১০টি
৩.	সাতক্ষীরা	তালা ও কলারোয়া।	২টি
৪.	যশোর	সদর, কেশবপুর, চৌগাছা ও বাঘারপাড়া।	৪টি
৫.	মাগুরা	সদর।	১টি
৬.	নড়াইল	সদর, লোহাগড়া ও কালিয়া।	৮টি।
৭.	ঝিনাইদহ	সদর, কালিগঞ্জ, মহেষপুর ও হরিণাকুন্ড।	৬টি
৮.	কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা ও খোকশা।	৪টি
৯.	মেহেরপুর	সদর, গাংনী ও মুজিবনগর।	৫টি
১০.	চুয়াডাঙ্গা	সদর, জীবননগর, দামুড়হুদা ও আলমডাঙ্গা।	৮টি
		উপ-মোট =	**৫৪টি**
		রাজশাহী বিভাগ	
১১.	রাজশাহী	তানোর, চারঘাট, গোদাগাড়ী ও মোহনপুর।	৭টি
১২.	চাঁপাইনবাববগঞ্জ	সদর, গোমস্তাপুর ও নাচোল।	১৭টি
১৩.	নাটোর	সদর, গুরুদাসপুর ও বড়াইগ্রাম।	৭টি
১৪.	নওগাঁ	মহাদেবপুর, সাপাহার, ধামুইরহাট, পত্নীতলা ও আত্রাই।	১৪টি
১৫.	বগুড়া	শিবগঞ্জ, শেরপুর, সোনাতলা, আদমদীঘি ও শাজাহানপুর।	৫টি
১৬.	জয়পুরহাট	সদর, পাঁচবিবি ও ক্ষেতলাল।	৫টি
১৭.	পাবনা	চাটমোহর, সুজানগর ও সাঁথিয়া।	৩টি
১৮.	সিরাজগঞ্জ	তাড়াশ, উল্লাপাড়া ও বেলকুচি।	৮টি
		উপ-মোট =	**৬৬টি**
		চট্টগ্রাম বিভাগ	
১৯.	রাঙ্গামাটি	সদর ও কাপ্তাই।	০ টি
২০.	বান্দরবান	সদর।	১টি
২১.	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি	১টি
		উপ-মোট =	**২টি**
		সর্বমোট =	**২০১টি**

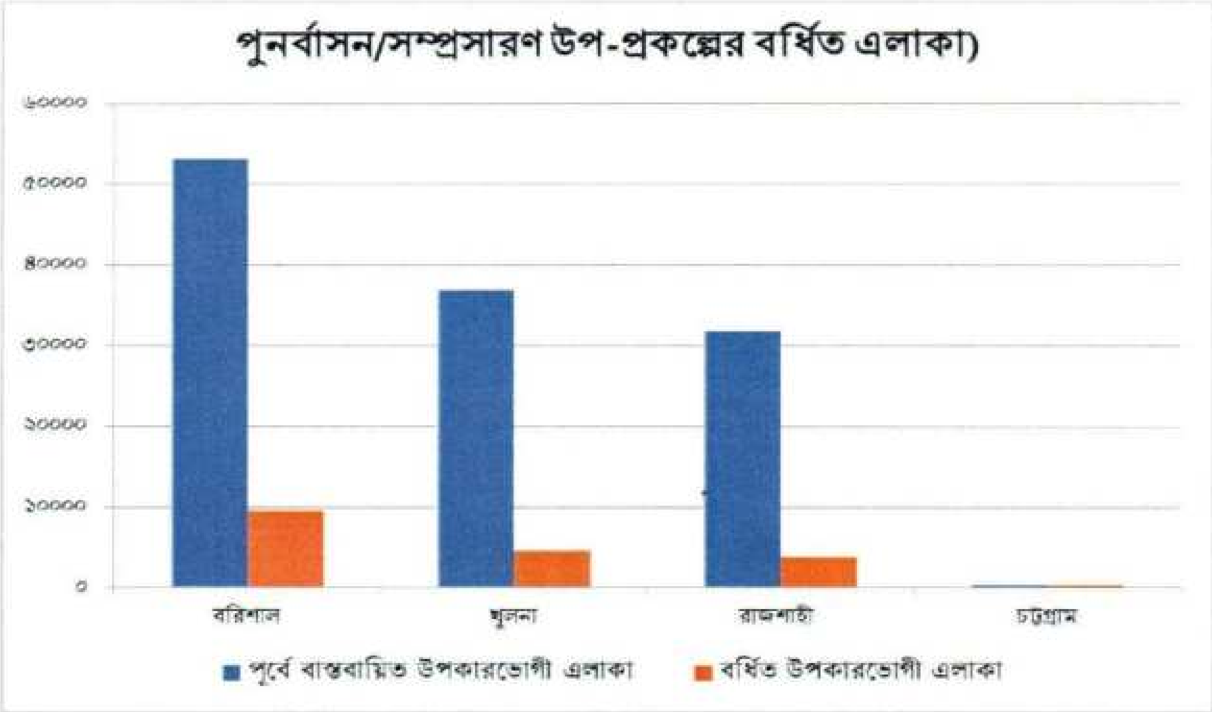
পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ উপ-প্রকল্পের বর্ধিত এলাকা)
৬০০০০
৫০০০০
৪০০০০
৩০০০০
২০০০০
১০০০০
০
বরিশাল
খুলনা
রাজশাহী
চট্টগ্রাম
পূর্বে বাস্তবায়িত উপকারভোগী এলাকা
বর্ধিত উপকারভোগী এলাকা

- উপ-প্রকল্পে (পূর্ত কাজ) জেলাওয়ারী অগ্রগতিঃ
- প্রকল্পের আওতায় ২৭ জেলার গৃহীত উপ- প্রকল্পের (পূর্তকাজ) অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

জেলার নাম	উপ-প্রকল্প সংখ্যা		পরিমাণ					অগ্রগতি (%)	
	নতুন	পুনর্বাসন/ সম্প্রসারণ	খাল (কি:মি:)	বাঁধ (কি:মি:)	বারিড পাইপ (মি:)	স্লুইচ গেট (অবকাঠামো সংখ্যা)	অফিস ঘর (সংখ্যা)	ভৌত (%)	আর্থিক (লক্ষ টাকা)
বরিশাল	৪	১৮	১৩৯.৭২	১৮.৫১		৩	১৩	৮৭	১৭৫৪.১৫
ভোলা	১	৯	৬৫.১৮	-	-	-	-	৮২	৬৬০.৭৯
ঝালকাঠি	২	১৬	১৩৬.৯৩	১.৩৯		-	৯	৯১	১২৮৩.৩৩
পিরোজপুর	৩	৭	৫৯.৬০	১.৫৫			৬	৭২	৫৩২.০০
বগুড়া	২	৫	২৮.৫১	১.৩৭		৬	৩	৬৫	৪১৫.০০
জয়পুরহাট	১	৫	৩৮.১৬			২	৪	৯৬	৫৩৯.৪৯
যশোর	-	৩	১.৮৭				১	১০০	৭৫.২৭
ঝিনাইদহ	১	৬	২৬.৮৫	২.৬৫		১	১	৮৮	৫১০.৩১
মাগুরা	-	১	২.২১০					১০০	২২.০০
বাগেরহাট	১	১০	৪৭.৮৬	১২.০৪			২	৪৭	৪৮৩.১৩
খুলনা	১	৬	১৬.৩০	১৭.০০			১	৫৭	৪৫৮.২০
নড়াইল	১	৮	২২.০৮	১.৯৫		১	৩	৭৩	২৫৯.০৮
সাতক্ষীরা	২	২	১১.৬০	১১.৯৭		১১	৩	৮৯	৭৩৪.৭০
কুষ্টিয়া	১	৪	২০.৯৮	২.২৯			২	৬৪	১১৯.৪০
চুয়াডাঙ্গা		৮	১৬.৬১					৯৯	১৬২.৭৭
মেহেরপুর	১	৩	৭.৮৬		৪.৯৫			৬৫	১৮৫.১৮
পাবনা	১	৩	৫.৮৩			১		৭৫	৮৭.৮১
সিরাজগঞ্জ		৭	৪৫.১৩	১১.৪১				৯৭	৪২৯.৬০
পটুয়াখালী	২	৯	৬৫.৪৫	২৩.৭২			৪	৯৯.৪৫	৯৭৮.০০
বরগুনা	৩	১৮	১৮০.৩২				৪	৯৯.৪৫	১৯৯৭.৪২
রাজশাহী	১	৭	১৫.৩২		৫.৬৫	৩	১	৬৪	৪০৭.৬৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১	১৭		৮.২২	৫৩.১			৪০	২০৮৬.৪৯
নওগাঁ	১	১৪	৫০.৪৮	৪.২০		১	২	৯১	৭৬৩.১৩
নাটোর	২	৭	৩৮.৭৩	২.৭২		৪	২	৬৪	৩৬৪.৭৯
রাঙ্গামাটি	২		১১.৩৫			৫	২	৫৮	১১৪.১২
খাগড়াছড়ি	২	১	৩.৬০		১০.৬৯	৩	২	৬৭	৩৯৭.৫৭
বান্দরবান	১	১	৩.২০			১	১	৫০	৭০.৫৬

সূত্র:- প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, এলজিইডি

অধ্যায়-৩

প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন কাজ সরেজমিন পর্যবেক্ষণের জন্য ২টি টিমে বিভক্ত হয়ে (প্রতি টিমে ৬ জন সদস্য সম্বলিত) ৪ বিভাগের ২৭ জেলার ১৫টি উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে টিমের সাথে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী/সহকারী প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যবৃন্দ ও উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শন টিম-বি কর্তৃক পরিদর্শনকৃত এলাকার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের বিবরণ নিম্নরূপঃ

পরিদর্শনকৃত এলাকাঃ খুলনা বিভাগের খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলা, রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থলঃ

১। জনাব মহাঃ এনামুল হক, যুগ্মপ্রধান (যুগ্মসচিব), সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশন।

২। জনাব রত্না শারমীন ঝরা, উপপ্রধান, সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশন।

৩। জনাব মোছাঃ জেসমুন নাহার, উপপ্রধান (উপসচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

৪। জনাব মোঃ নুরে আলম, উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৫। জনাব শেখ মোহা: নূরুল ইসলাম,তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

৬। জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ, প্রকল্প পরিচালক, "টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

পরিদর্শনের সময়কালঃ ১১-১২ নভেম্বর'২০২২ (খুলনা বিভাগ) ও ০৯-১১ ডিসেম্বর'২০২২ (রাজশাহী বিভাগ)।

পরিদর্শিত উপ-প্রকল্পঃ

(ক) জলমা উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৬১০১৯) (নতুন), উপজেলা-বটিয়াঘাটা, জেলা-খুলনা।

(খ) বাগ-আচরা-বাদুরগাছা উপ-প্রকল্প (এসপি নং-১৩১০৬) (সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন), উপজেলা-ডুমুরিয়া, জেলা-খুলনা।

(গ) দাঁত ভাঙ্গা উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৬১০০৫) (নতুন), উপজেলা-সদর, জেলা-সাতক্ষীরা।

(ঘ) বালিয়া-ভাঙ্গনকুল উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৬১০০১) (নতুন), উপজেলা-তালা, জেলা-সাতক্ষীরা ।

(ঙ) বানিয়াল-ইলামদাহী উপ-প্রকল্প (এসপি নং-২৩০৭০), উপজেলা-তানোর, জেলা-রাজশাহী।

(চ) বালিয়ঘাট্টা উপ-প্রকল্প (এসপি নং-২৫২২৩৬) (সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন), উপজেলা-গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

(ছ) কাশিমপুর উপ-প্রকল্প (এসপি নং-২৫২৩৫) (সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন), উপজেলা- গোদাগাড়ী, জেলা-রাজশাহী।

(জ) শ্রীরামপুর উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৪৬২৬১) (সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন), উপজেলা-সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

(ঝ) মহম্মদখানী উপ-প্রকল্প (এসপি নং-২২০২১) (সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন), উপজেলা-সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

(ঞ) ম্বারিয়াপুর উপ-প্রকল্প (এসপি নং-২৫২৮৮) (সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন), উপজেলা-সদর, জেলা-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উপ-প্রকল্পওয়ারী পরিদর্শন বিবরণ নিম্নরুপঃ

(ক) জলমা উপ-প্রকল্প (নূতন), বটিয়াঘাটা, খুলনাঃ

ক-১. উপ-প্রকল্প ম্যাপঃ

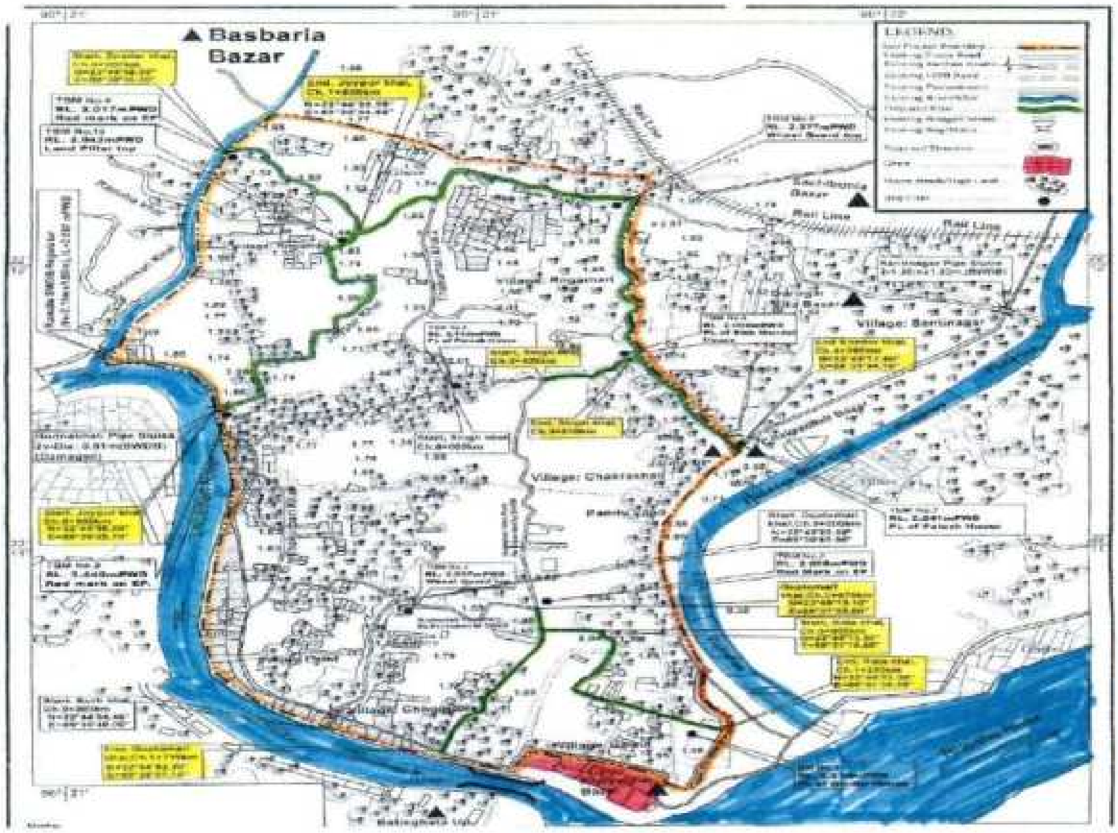

ক-২ : উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৭৩০ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৪৭১ হেক্টর)

(খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) গুপ্তমারী খাল পুনঃখনন (চে: ৬৭৫ মি:- ১৭০০ মি:)	১.০৩ কি:মি:	৬.৪৬	৩.৫০	১০০
ii) কাটা খাল পুনঃখনন (চে: ০০মি:- ১২৮০ মি:)	১.২৮ কি:মি:	১১.৭২	৫.৪৯	৬০
iii) সিং খাল পুনঃখনন (চে: ৪৩০ মি: -৮১০ মি:)	০.৩৮ কি:মি:	২.৭০	০,০০	৫০
iv) এনাদের খাল পুনঃখনন (চে: ০+০০০ মি:- ৪০০০ মি:)	৪.০০ কি:মি:	৫৫.৪৬	২৩.৩৫	৭৮
v) জয়পুর খাল পুনঃখনন (চে: ০০ মি:-১৯০০ মি:)	১.৯০ কি:মি:	৩৫.০০	৩১.৩০	১০০
vi) রেফারেন্স লাইন সেকশন (০৯টি) ও উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করণ সাইনবোর্ড ২টি	১১টি	৩.২১	০.৩২	৬০
	মোট=	১১৪.৫৫	৬৩.৯৬	

(গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরষ	নারী
জলমা ০৫-০৫-২০২১	০৭-১১-২০২১	৩৭১	৩১৯	২৬৮	১৪৬	১২২

(ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিলঃ

তহবিল ঃ

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
৩,৭৫,০০০.০০	৪৯,৯০০.০০	২,৯৬,৯০০.০০	-

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ পরিদর্শন 'টিম-বি' এর সদস্যবৃন্দ ১১.১১.২০২২ তারিখ খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় জলমা উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, এলজিইডি ২০২১ সালে উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। উপ-প্রকল্প এলাকায় বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা ও দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতো আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতার কারণে ফসল উৎপাদন সম্ভব হতো না বা হলেও এক ফসল হতো। উপ-প্রকল্পটির আওতায় ০৫টি খাল পুনঃখনন সম্পন্ন হলে জলাবদ্ধতা দূর হবে, ফসল উৎপাদনে ভিন্নতা আসবে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, প্রাকৃতিক মৎস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও মৎস্য চাষ সম্ভব হবে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে, প্রকল্পের আওতায় দেয়া প্রশিক্ষণ লব্দ জ্ঞান ও সমিতির মূলধন বৃদ্ধি সাপেক্ষে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে বলে উপস্থিত উপকারভোগীগণ জানান। তারা ভবিষ্যতে খাল থেকে জমিতে পানি দেয়ার জন্য পাকা ড্রেন নির্মাণের আশা ব্যক্ত করে বলেন, পাকা ড্রেন নির্মাণ হলে পানির অপচয় কম হবে এবং আরও বেশি জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসবে। উপস্থিত উপকারভোগীগণ উপ-প্রকল্পটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে উপস্থিত উপকারভোগীগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ের পরে পাবসস এর অস্থায়ী কার্যালয়ে ১৫ জন উপকারভোগী নারী সদস্যদের জন্য প্রকল্পের আওতায় চলমান ২৫দিন ব্যাপি সেলাই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি নারী সদস্য ১টি করে সেলাই মেশিন পেয়েছে যা তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করতে সহযোগীতা করবে। খুলনা শহরের পার্শ্ববর্তী অত্র এলাকায় জমির দাম অত্যধিক হওয়ায় এখন পর্যন্ত সমিতির অফিস ঘর নির্মাণের জায়গা প্রদান সম্ভব হয়নি তবে প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলে সমিতির সদস্যগণ জানান।

সাইট পরিদর্শনঃ মতবিনিময়ের পর কমিটির সদস্যবৃন্দ জলমা উপ-প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত গুপ্তমারী খালের অংশবিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে খুলনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী বটিয়াঘাটা, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/ উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। টিম প্রধান উপস্থিত উপকারভোগীদের নিয়মিত খালের আগাছা ও কচুরিপানা পরিস্কার এবং পলি অপসারন পূর্বক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়ে পরামর্শ দেন।

ক-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Jalma Subproject, Batiaghata, Khulna.

Visit of IGA (Tailoring) Training of Jalma Subproject, Batiaghata, Khulna.	Guptomi khal of Jalma Subproject, Batiaghata, Khulna.

খ- বাগআচড়া-বাদুরগাছা উপ-প্রকল্প (পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ): ডুমুরিয়া, খুলনা।

খ-১: উপ-প্রকল্পের ম্যাপঃ

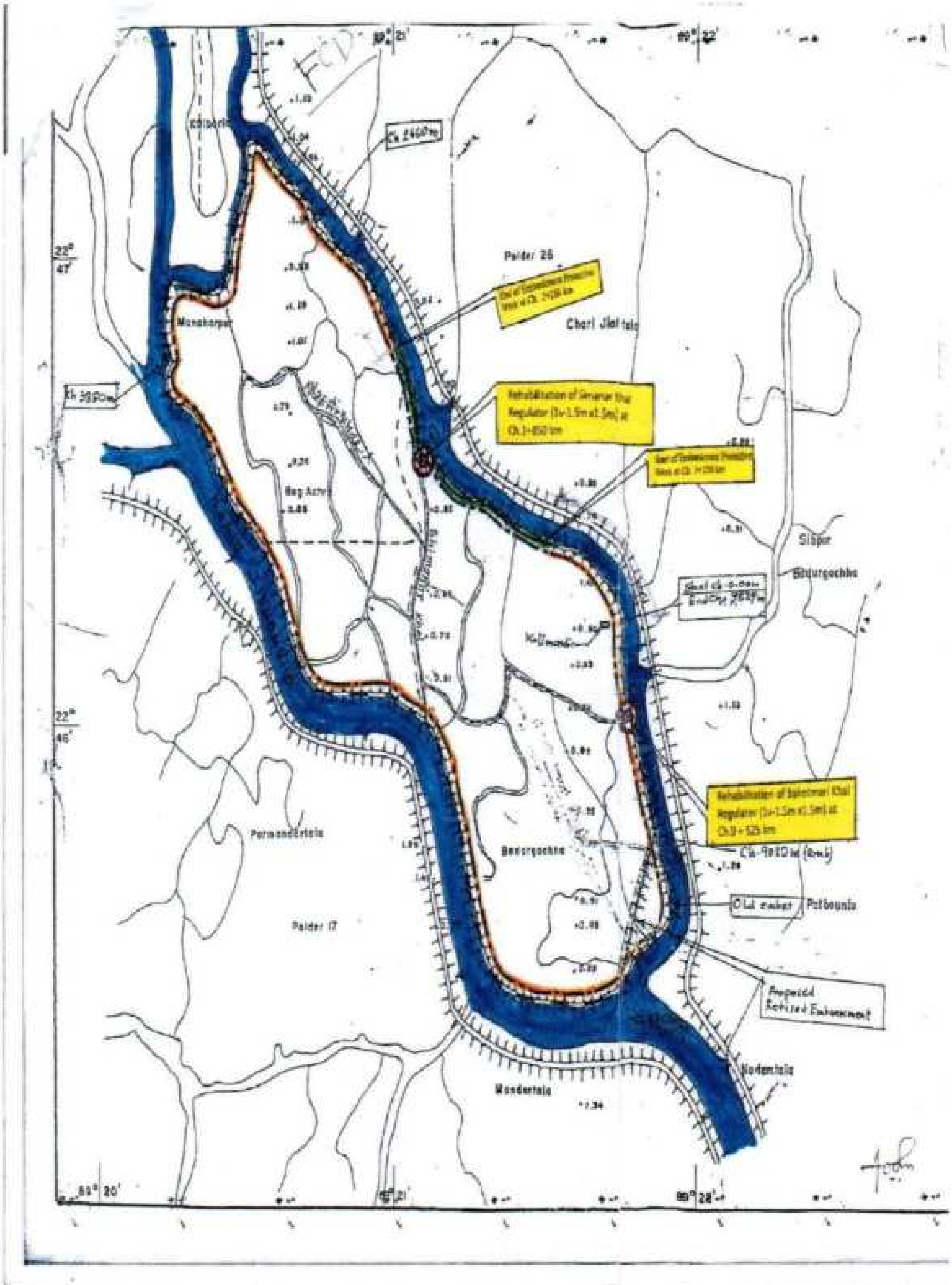

খ-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৩৭৫ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৩৫০ হেক্টর)

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) বাঁধ পুনঃনির্মাণ (চে: ০.০০মিঃ-৮৪০ মিঃ)	০.৮৪ কি:মি:	১৩.৪৪	১২.৫৭	১০০
ii) বাঁধ পুনঃনির্মাণ (চে: ১২৫০মিঃ-১৮৫০ মিঃ)	০.৯৭ কি:মি:	১৬.৩২	৮.৮৪	৭০
iii) বাঁধের স্লোপ প্রটেকশন কাজ (চে: ১২৫০মিঃ-১৮৫০ মিঃ)	০.৬০ কি:মি:	১৯৩.৬১	০	৩০
iv) বাঁধের স্লোপ প্রটেকশন কাজ (চে: ১৮৮০মিঃ-২২৬০ মিঃ)	০.৩৭০কি:মি:	৫৮.৮৪	০	৬০
vi) রেগুলেটর পুনর্বাসন	২টি			
	মোট=	২৯৪.৬২	২১.৪১	

(খ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
বাগআচড়া-বাদুরগাছা ১০-০৬-১৯৯৭	২৪-০২-১৯৯৮	৩১২	২৮৬	২৬৭	১৭১	৯৬

(গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ

(টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
৩,০০,০০০.০০	২,৯০,৬৫০.০০	৭,৮০,৭৭৮.০০	-

ক্ষুদ্রঋণ:

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
১৭১	৯৬	৪৪,২৪,৪৯৩.০০	৩১,৭৮,৫২১.০০	৩%	৯৫,৩৫৬.০০

খ-৪: উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ পরিদর্শন টিমের সদস্যবৃন্দ খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার বাগআচরা-বাদুরগাছা উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্যবৃন্দ, এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় বাগ আচরা-বাদুরগাছা উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, উপ-প্রকল্পটি ১৯৯৮ সালে এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। উপ-প্রকল্প এলাকা বেড়ীবাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বাঁধের পাশ দিয়ে তেলিগাতি নদী প্রবাহিত। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে নিয়মিত নদী ভাঙ্গনের কারণে বাঁধের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমিতির সদস্যবৃন্দ স্বেচ্ছাশ্রম এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে নিয়মিত বাঁধ পরিচর্যার কাজ অব্যাহত রাখলেও বর্ষা মৌসুমে প্রবাহিত নদীর পানির লেভেল উপ-প্রকল্প এলাকার জমির লেবেল থেকে উঁচু থাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মানুষ আতংকে থাকতো এবং উপ-প্রকল্প এলাকায় ভয়ে বসবাস করতে পারতো না। ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ পুনঃনির্মাণের জন্য উপ-প্রকল্প এলাকার উপকারভোগীগণ টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসনের আবেদন করলে উক্ত প্রকল্প কর্তৃক যাচাই বাছাই পূর্বক ১.৮১ কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ, ০.৯৭ কিঃ মিঃ বাঁধের স্লোপ প্রটেকশন এবং ২টি রেগুলেটর পুনর্বাসনের কাজ গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে বাঁধের প্রথম অংশের (০.৮৪ কিঃমিঃ) কাজ সমাপ্ত হয়েছে, অপর অংশের কাজ চলমান। স্লোপ প্রটেকশনের কাজও চলমান রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত অংশে বাঁধ দেয়ার পর এলাকাবাসী স্বস্তিতে বসবাস করছে, গৃহীত সকল কাজ শেষ হলে স্থায়ীভাবে নদী ভাঙ্গন রোধ হবে এবং এলাকাবাসী নির্ভয়ে বসবাস করতে পারবে বলে তারা জানান। পাবসস সদস্যদের মাঝে প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় ও উপ-প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু থাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে তারা জানান। তারা অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার অনুরোধ করেন এবং উপ-প্রকল্প এলাকার খাল বা জলাশয় সরকার কর্তৃক লিজ প্রদানকালে উপ-প্রকল্প এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ও পাবসসের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পাবসসকে লিজ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা উল্লেখ করেন। ভবিষ্যতে অবশিষ্ট বাঁধ সংস্কারের দাবী জানিয়ে উপকারভোগীগণ রক্ষণাবেক্ষণ গাইডলাইন অনুযায়ী পূর্বের মত ভবিষ্যতেও পরিচালন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পাবসস নিজ দায়িত্বে বাস্তবায়ন করবে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

সাইট পরিদর্শনঃ মতবিনিময়ের পর কমিটির সদস্যবৃন্দ বাগ আচরা-বাদুরগাছা উপ-প্রকল্পের আওতায় বাঁধ পুনর্বাসন ও Slope protection work সরেজমিন পরিদর্শন করেন। Slope protection এর ডিজাইন দেখে টিমের প্রধান জানান যে, স্বল্প খরচে এ ধরণের Protection কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং কাজটি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। পরিদর্শনকালে খুলনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ডুমুরিয়া, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে টিম প্রধান বলেন, সমিতি কর্তৃক নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ বাঁধে বৃষ্টিজনিত গর্ত, ইঁদুরের গর্ত মেরামত করা, বাঁধের ঢালে ঘাস লাগানো কাজ সম্পন্ন পূর্বক দীর্ঘ মেয়াদী সুফল ভোগ করার পরিকল্পনা করে পাবসস পরিচালনা করতে হবে।

খ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Bagachra-Badurgacha FCD Subproject, Dumuria, Khulna

Visit at Bagachra Badurgacha FCD Subproject, Dumuria, Khulna

Discussion Meeting at Bagachra -Badurgacha FCD Subproject, Dumuria, Khulna	Visit of Bagachra -Badurgacha FCD Subproject, Dumuria, Khulna

(গ) দীতভাঙ্গা উপ-প্রকল্প (নতুন), উপজেলা-সদর, জেলা-সাতক্ষীরাঃ

গ-১: উপ-প্রকল্প ম্যাপঃ

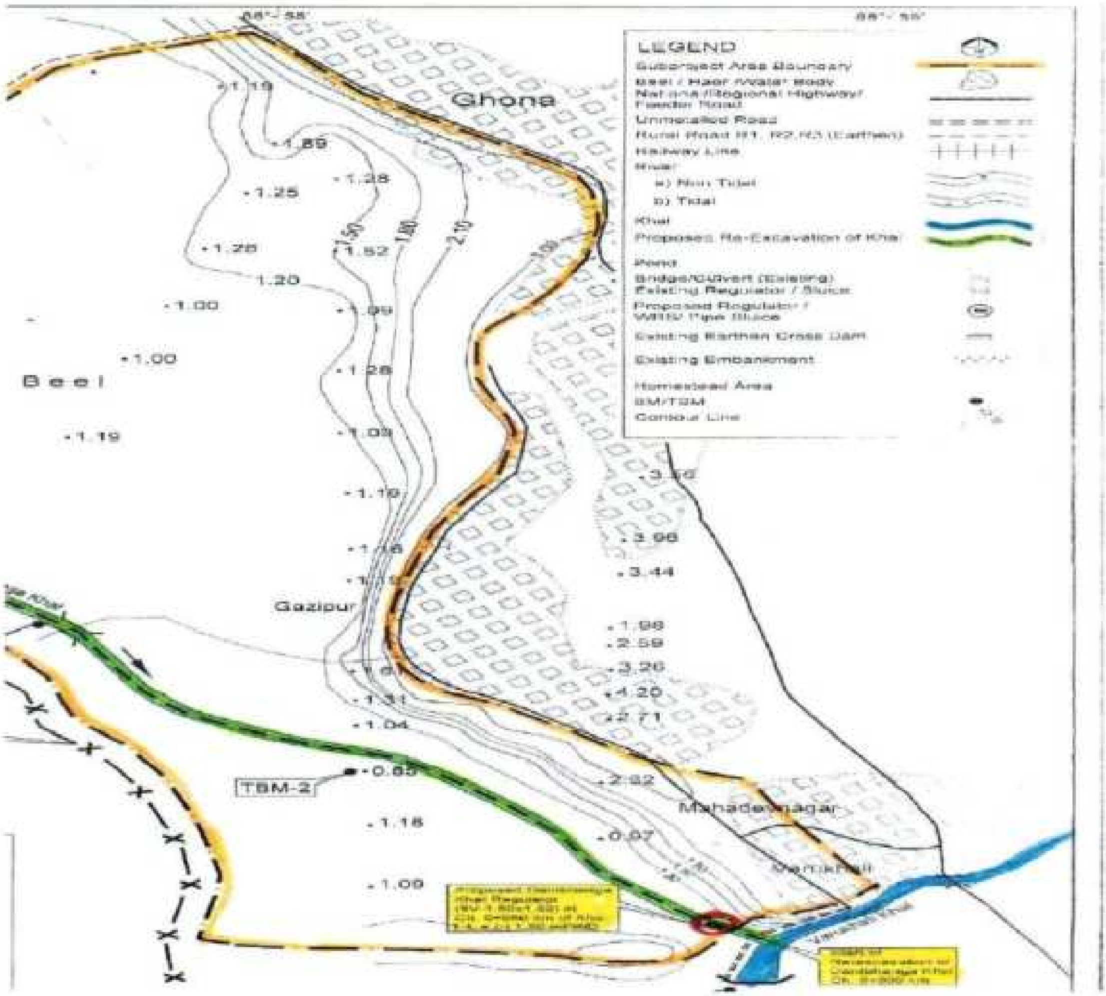

গ-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৭৯৬ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৬৬১ হেক্টর)

(খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়ন:

(লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) দাঁতভাঙ্গা খাল পুনঃখনন (চে: ০০মি:-৪৩০০ মি:)	৪.৩০ কি:মি:	১১১.৪১	৮২.৭৮	৯০
ii) রেফারেন্স লাইন সেকশন (৫টি) ও নির্দেশিকা সাইনবোর্ড (২টি)	৭ টি	৩.১৮	০.৩২	৬০
iii) রেগুলেটর নির্মাণ (৫ ভেন্ট-১.৫মি: x ১.৮০মি:)	১টি	২৬৫.২৪	২০৭.৫১	৮৫
iv) পাবসস অফিস ঘর নির্মাণ	১টি	২১.৪০		১০
	মোট=	৪০১.২৩	২৯০.৬১	

(গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
দাঁতভাঙ্গা খাল ০৫-১২-২০১৯	১৬-০৮-২০২০	৮১০	৭৫০	৬০১	৩৮৬	২১৫

(ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
৬৭০৯৩১.০০	৩০০৫০.০০	৬৩০৫০.০০	-

ক্ষুদ্রঋণ: সমিতিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এখনও চালু হয়নি।

গ-৩: সাইট পরিদর্শনঃ পরিদর্শন 'টিম-বি' এর সদস্যবৃন্দ ১২.১১.২০২২ তারিখ সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলার দাঁতভাঙ্গা উপ-প্রকল্পের আওতায় 5 Vent Regulator এবং পুনঃখননকৃত দাঁতভাঙ্গা খালের অংশবিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সাতক্ষীরা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী সদর, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। 5 Vent Regulator এর কাজ প্রায় ৮৫% সম্পন্ন হয়েছে এবং কাজ চলমান, খাল পুনঃখননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক স্থানীয়দের সহায়তায় খালের উচ্চতা, প্রশস্ততা, স্লোপ পরিমাপ করে সঠিক পাওয়া যায়।

গ-৪: উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ সাইট পরিদর্শন শেষে কমিটির সদস্যবৃন্দ দাঁতভাঙ্গা উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় দাঁতভাঙ্গা উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, এলজিইডি ২০২০ সালে উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। উপ-প্রকল্প এলাকায় বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতো আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতার কারনে ফসল উৎপাদন সম্ভব হতো না বা এক ফসল হতো। উপ-প্রকল্পটির আওতায় ৪.৩০ কিঃমিঃ খাল পুনঃখনন, ১টি 5 Vent Regulator ও ১টি অফিস ঘরসহ আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খাল পুনঃখননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং রেগুলেটরের কাজ চলমান রয়েছে যা প্রায় সমাপ্তির পথে। রেগুলেটর মেরামতের চলমান কাজ ও সমাপ্তকৃত খাল পুনঃখননের কাজের মান সন্তোষজনক বলে তারা সভায় অবহিত করেন। ফলে জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ফসলে ভিন্নতা আসছে। রেগুলেটর নির্মাণ সমাপ্ত হলে জোয়ার ভাটা ও বর্ষা মৌসুমে লবনাক্ত পানি উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রবেশ করে ফসলের যে ক্ষতি করে তা নিরসন হবে এবং বর্ষা পরবর্তী সংরক্ষিত পানি দ্বারা অধিক জমি আবাদ করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকার জনগনের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্পের আওতায় দেয়া প্রশিক্ষণ লব্দ জ্ঞান ও সমিতির মূলধন বৃদ্ধি সাপেক্ষে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে, বেকারত্ব হ্রাস পাবে বলে উপস্থিত উপকারভোগীগণ জানান। অফিস ঘরের জায়গা প্রদান সম্ভব না হওয়ায় উক্ত কাজ শুরু হয়নি তবে অচিরেই তারা উক্ত জায়গা প্রদান করবে বলে নিশ্চিত করেন। সভায় টিমের সদস্যবৃন্দ পাবসস'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পর্কে রেকর্ডপত্রাদি/রেজিষ্টারসমূহ পরিদর্শন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে অবগত হন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির জন্য তাগিদ দেন।

গ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Dathbanga Khal Subproject, Sadar, Satkhira.

On going Dathbanga Khal Regulator (5 Vents) , Sadar, Satkhira.

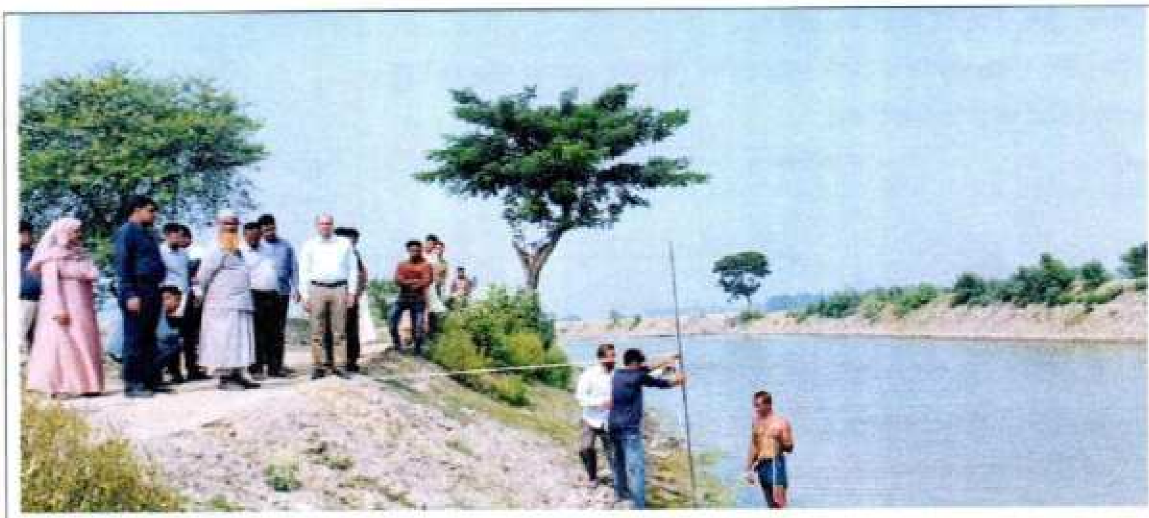

Dathbhanga Khal Sadar, Satkhira

(ঘ) বালিয়া-ভাঙ্গানকুল উপ-প্রকল্প (নতুন), তালা, সাতক্ষীরা।

ঘ-১: উপ-প্রকল্প ম্যাপঃ

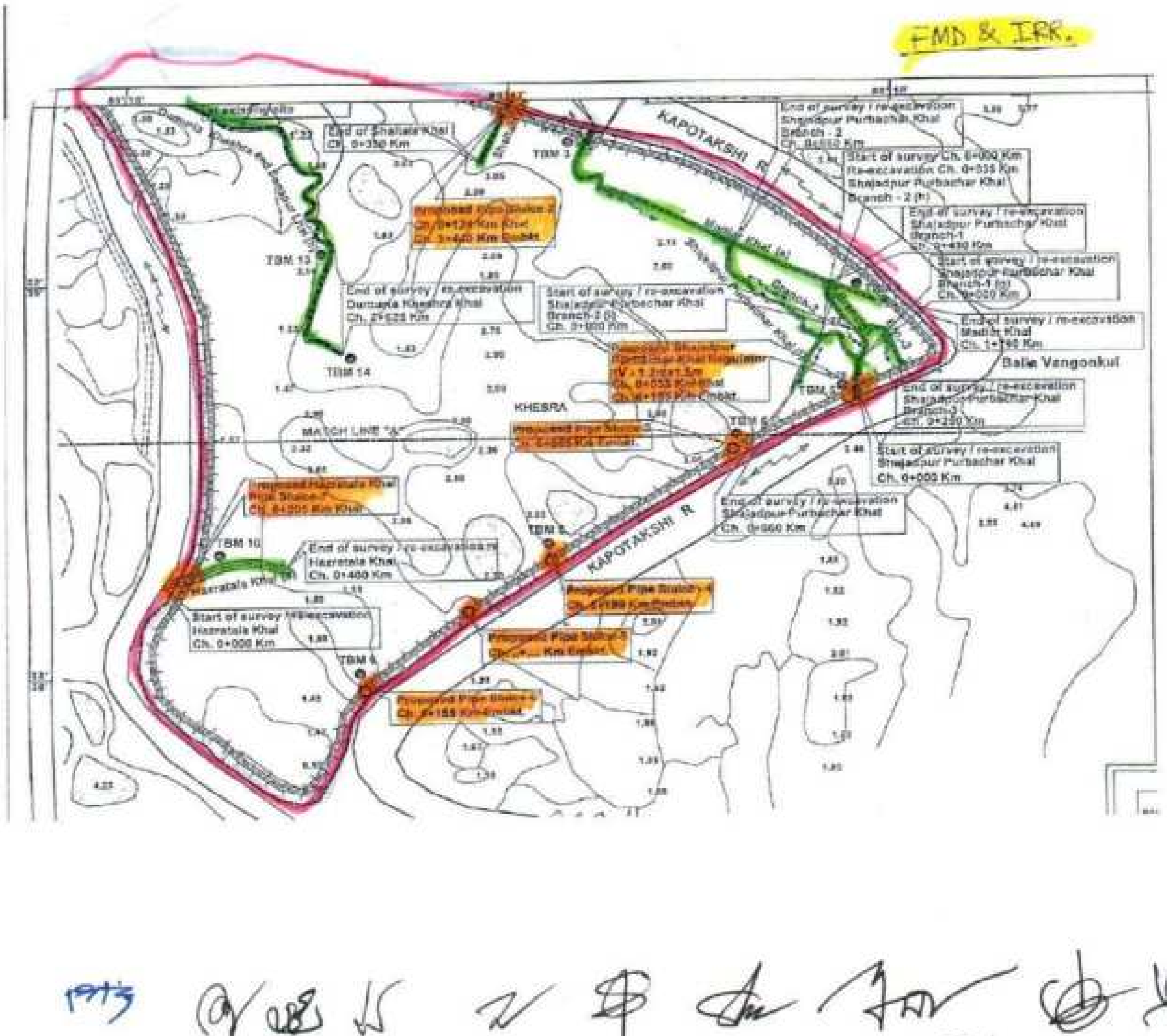

ঘ-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৮৪৯ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৭৪৪ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) বাঁধ পুনঃনির্মাণ	১১.৯৭ কি:মি:	১০৭.৮৬	৯৫.৭৮	১০০
ii) জুনা খাল পুনঃখনন (চে: ৭৩৫মি:)	০.৭৩৫ কি:মি:	৭.৯৭	৭.৫৯	১০০
iii) ডুমুরিয়া খেজ্রা খাল পুনঃখনন (চে: ০০মি:-২৬২৫ মি:)	২.৬৩ কি:মি:	৪৯.২০	৪৬.৯৩	১০০
iv) মাদিয়া খাল পুনঃখনন (চে: ০০মি: - ১৭৯০ মি:)	১.৭৯ কি:মি:	৩১.৭৯	৩০.২২	১০০
v) আমতলা খাল পুনঃখনন (চে: ০০মি: -১১০ মি:)	১.১০ কি:মি:	১৬.৪১	১৫.৫৯	১০০
vi) শাহজাদপুর-পুর্বাচর খাল পুন:খনন (চে: ০০মি: -৬৫০মি:)	০.৬৫কি:মি:	৯.৯০	৯.৪৬	১০০
vii) রেফারেন্স লাইন সেকশন	৩টি	১.৬৫	১.৬৫	১০০
viii) রেগুলেটর নির্মাণ ১ ভেন্ট-১.২মি: x ১.৫০মি:)	২টি	১০৫.৬৩	১০২.৭৭	১০০
ix) রেগুলেটর নির্মাণ ২ ভেন্ট-১.২মি: x ১.৫০মি:)	১টি	৮৪.০০	৮১.৭৫	১০০
x) পাইপ কালভার্ট নির্মাণ (১ ভেন্ট, ৪৫০মিমি: ডায়া)	২টি	১১.০০	৭.৪৫	১০০
xi) পাবসস অফিস ঘর নির্মাণ	১টি	২০.৩৫	১৭.৭৮	১০০
	মোট=	৪৪৫.৭৬	৪১৬.৯৬	

গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
বালিয়া ভাঙ্গনকুল ১২-০৩-২০১৫	১০-০৬-২০১৫	২২৭১	১৪২৫	১৩১৫	৮০৭	৫০৮

ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
১০,৯১,৫৩৫.০০	২,০৯,৫৮০.০০	৩,০৪,৪৫৫.০০	-

ক্ষুদ্রঋণ: সমিতিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এখনও চালু হয়নি।

ঘ-৩: উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ পরিদর্শন টিমের সদস্যবৃন্দ সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার বালিয়া ভাঙ্গনকুল উপ-প্রকল্প এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় বালিয়া ভাঙ্গনকুল উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, এলজিইডি ২০১৭ সালে উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে এলাকায় বর্ষা মৌসুমে দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকার কারণে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতো, জোয়ার ও জলোচ্ছাসের কারণে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল জমি পানিতে নিমজ্জিত থাকায় এলাকা বসবাসের অনুপযোগী ছিল। ফসল উৎপাদন সম্ভব হতনা, বছরে এক ফসল হতো। প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পে ১১.৫০কিঃমিঃ বাঁধ পুনঃনির্মাণ, ৬.৯০ কিঃমিঃ (৫টি খাল) খাল পুনঃখনন, ৩টি রেগুলেটর, ২টি পাইপ কালভার্ট, ৩টি রেফারেন্স লাইন সেকশন ও ১টি অফিস ঘরসহ যাবতীয় আনুষাঙ্গিক কাজ সমাপ্ত করে এলজিইডি পাবসসের নিকট ব্যবহারিক মালিকানা হস্তান্তর করেছে। সমাপ্তকৃত কাজের গুনগতমানে তারা সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, বাঁধ পুনঃনির্মাণের ফলে অধিক উচ্চতায়

জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাসের পানি এলাকায় প্রবেশ করতে পারে না ফলে জনগণ স্বস্তিতে বসবাস করছে, খাল পুনঃখননের ফলে দ্রুত পানি নিষ্কাশন হচ্ছে, জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে, খালের পানি ব্যবহার করে জমিতে সেচ প্রদান করায় ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী এবং দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে, উৎপাদন ব্যয় কমেছে, প্রাকৃতিক মৎস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, মৎস্য চাষ সম্ভব হচ্ছে, রেগুলেটর নির্মাণের ফলে বর্ষা পরবর্তী সংরক্ষিত পানি দ্বারা অধিক জমি আবাদ করা সম্ভব হচ্ছে ফলে বেকারত্ব কমেছে। এলাকায় কর্ম চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। পূর্বে এলাকার লোকজন কাজের জন্য অন্যত্র যেত এখন অন্য জায়গার লোকজন কাজের জন্য উপ-প্রকল্প এলাকায় আসে। তারা উপ-প্রকল্প এলাকার খাল বা জলাশয় সরকার কর্তৃক লিজ প্রদানকালে উপ-প্রকল্প এলাকার পানি ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে পরিচালন ও পাবসসের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পাবসসকে লিজ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা উল্লেখ করেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দিন দিন নদীর পানির লেভেল বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ভিতরে পানি ঢোকার আশংকা প্রকাশ করে বাঁধের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং কয়েকটি স্থানে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে বাঁধের কাছাকাছি চলে আসায় প্রটেকশনের ব্যবস্থা গ্রহন করা দরকার বলে উপকারভোগীগন সভায় উল্লেখ করেন। তারা রক্ষণাবেক্ষণ গাইডলাইন অনুযায়ী পরিচালন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিজ দায়িত্বে সমিতির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন।

ঘ-৪: সাইট পরিদর্শনঃ মতবিনিময়ের পর কমিটির সদস্যবৃন্দ বালিয়া ভাঙ্গনকুল উপ-প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত 1 Vent Regulator, Pipe Culvert এবং বাঁধের অংশবিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে সাতক্ষীরা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী তালা, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে টিম প্রধান পাবসস কর্তৃক নির্মিত অবকাঠামোসমূহ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষন, বাঁধে বৃষ্টিজনিত গর্ত, ইঁদুরের গর্ত মেরামত করা, বাঁধের ঢালে ঘাস লাগানো, খালের আগাছা ও কচুরিপানা পরিষ্কার এবং পলি অপসারণপূর্বক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার কথা বলেন।

ঘ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Balia Bhangunkul Subproject, Tala, Satkhira.

Regulator (1 Vent) of Balia Bhangunkul Subproject, Tala, Satkhira.

Embankment of Balia Bhangunkul Subproject, Tala, Satkhira

ঙ:বানিয়াল-ইলামদাহী উপ-প্রকল্প (সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন), উপজেলা-তানোর, জেলা-রাজশাহীঃ

ঙ-১: উপ-প্রকল্প ম্যাপঃ

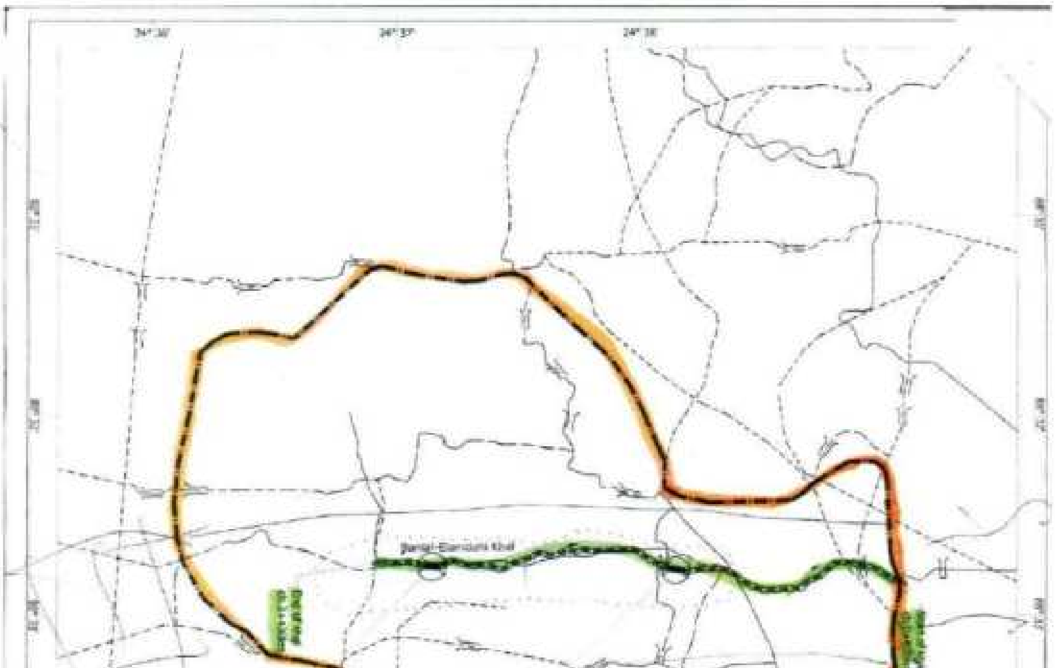

৬-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৮৪৯ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৭৪৪ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) বানিয়াল-ইলামদাহী উপ-প্রকল্প পুনঃখনন (চে: ০০মি: - ৩৩০০ মি:)	৩.৩০ কি:মি:	২৮.১৪	২৮.১০	১০০
ii) নির্দেশনা সাইনবোর্ড (২টি) ও রেফারেন্স লাইন সেকশন (৪টি)	৬ টি	১.৪৬	১.৪৫	১০০
	মোট=	২৯.৬০	২৯.৫৫	

গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
বানিয়াল-ইলামদাহী ২৫-০৫-২০০৩	১৮-১০-২০০৩	৪৫০	২১৫	৩২৭	২১৪	১১৩

ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
১৪১১৪৮.০০	২৭৯৯১৫.০০	২৪৯৩৫৮.০০	-

ক্ষুদ্রঋণ:

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
২৯০	২৪১	৩১০২৫০০.০০	২৪,৮৮,৮০৯.০০	১৫%	৩,৭৩,৩২১.০০

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ পরিদর্শন 'টিম-বি' কর্তৃক ১০.১২.২০২২ তারিখে রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার বানিয়াল ইলামদাহী উপ-প্রকল্পের স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় বানিয়াল ইলামদাহী উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, উপ-প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে খালের দুই পারের মাটি ও পলি পড়ে খালের তলা ভরাট হতে থাকে এবং ক্রমশ খালের গভীরতা কমে যায় ফলে বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা ও দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকার কারণে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতো আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতার কারণে ফসল উৎপাদন সম্ভব হতো না বা হলেও এক ফসল হতো। এ অবস্থায় টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে সম্প্রসারণ/পুনর্বাসনের আবেদন করলে উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৩.৩০ কিঃ মিঃ খাল পুনঃখননসহ গৃহীত যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। এখন উপ-প্রকল্প এলাকায় বর্ষায় পানি দ্রুত নিষ্কাশন হয় এবং খালের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ষা পরবর্তী সংরক্ষিত পানি দ্বারা অধিক জমি আবাদ করা যাচ্ছে এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্বে বিঘা প্রতি ফসল উৎপাদনের পরিমান ছিল বোরো ধান ৮ থেকে ১০ মন এবং বর্তমানে বিঘা প্রতি ফসল উৎপাদন হয় বোরো ধান ২০ থেকে ২৫ মন, আমন ধান ১৮ থেকে ২০ মন, সরিষা ৪ থেকে ৫ মন। খাল পুনঃখননের কাজ অনেক ভালো হয়েছে বলে

উপস্থিত জনগণ সভায় উল্লেখ করেন। তারা জানান খালের মোট দৈর্ঘ্য ৮.০০ কিঃ মিঃ যার মধ্যে ৩.৩০ কিঃ মিঃ পুনঃখনন করা হয়েছে। অবশিষ্টাংশ খাল পুনঃখনন করা হলে তারা আরো বেশী জমি আবাদ করতে পারবে এবং প্রাকৃতিক মৎস্যের পরিমান বৃদ্ধি পাবে বলে তারা উল্লেখ করেন। সভায় টিমের সদস্যবৃন্দ পাবসস'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পর্কে রেকর্ডপত্রাদি/রেজিষ্টারসমূহ পরিদর্শন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে অবগত হন। পাবসসের নারী সদস্যগন আরোও আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন বলে সভায় উল্লেখ করলে টিম প্রধান প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে প্রশিক্ষণ দেয়ার সুযোগ থাকলে তা দেয়া হবে এবং অবশিষ্টাংশ খাল পুনঃখনন করার বিষয়ে এলজিইডি যাচাই বাছাই পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে সভায় উল্লেখ করেন।

সাইট পরিদর্শনঃ মতবিনিময়ের পর কমিটির সদস্যবৃন্দ বানিয়াল ইলামদাহী উপ-প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত বানিয়াল ইলামদাহী খালের অংশবিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে রাজশাহী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী তানোর, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগন উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে টিম প্রধান বলেন, সমিতি কর্তৃক নিয়মিত খালের আগাছা ও কচুরিপানা পরিষ্কার এবং পলি অপসারন পূর্বক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৬-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Banial-Elamdahi Khal

Banial-Elamdahi Khal Subproject, Tanore, Rajshahi.

Banial-Elamdahi Khal Subproject, Tanore, Rajshahi.

চ: বালিয়াঘাট্টা উপ-প্রকল্প (পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ): গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

চ-১: উপ-প্রকল্প ম্যাপঃ

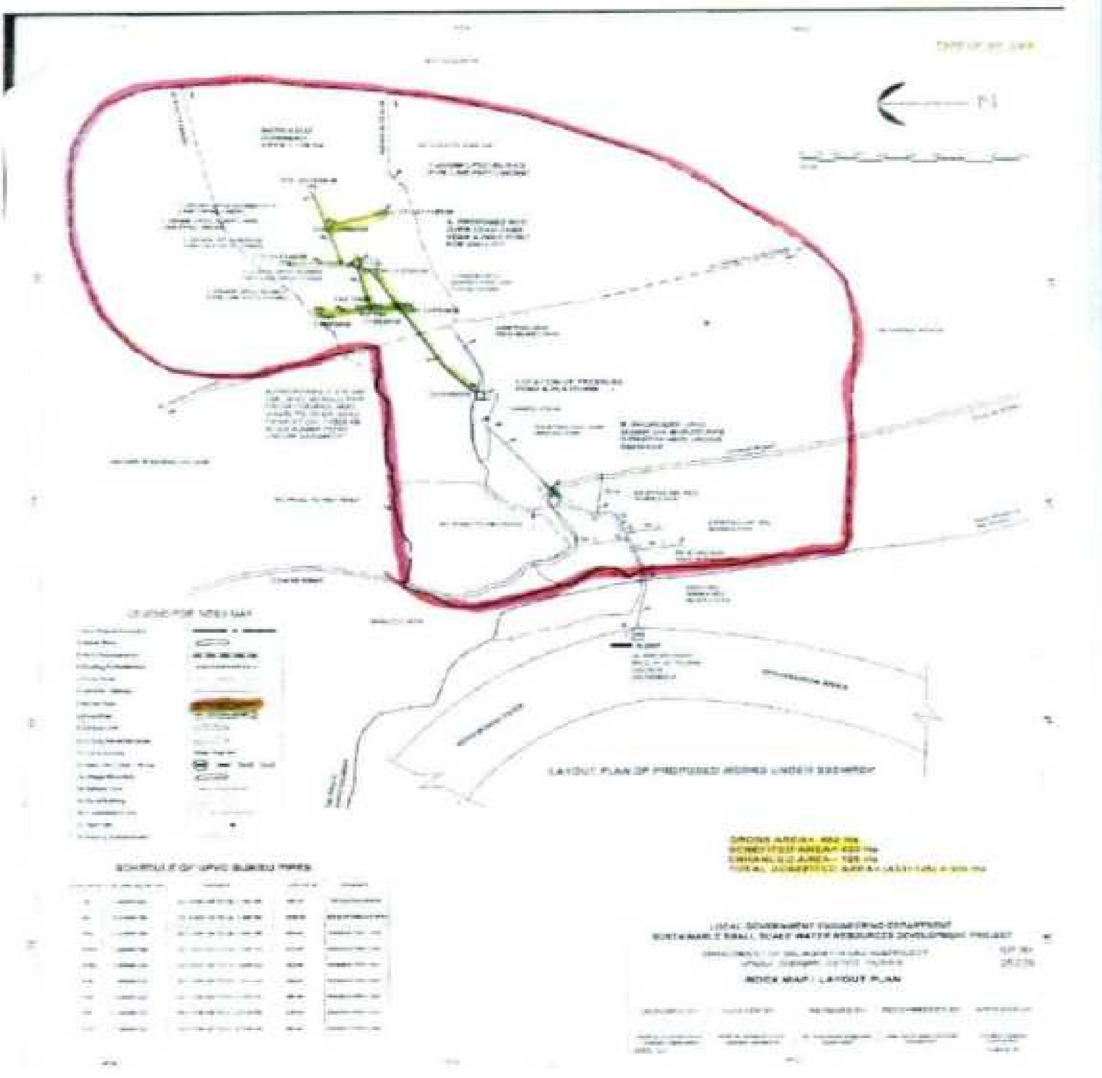

চ-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৪৮০ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৪৩৩ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) ৫০০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন (চে: ১৩৪৩মি: –১৪৮০মি:)	০.১৪ কি:মি:	১২.৫৪	১২.৫৪	১০০
ii) ৩১৫ মিমি ডায়া ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন (চে:০০ মি:– ১৫৫০মি:	১.৫৫ কি:মি:	৬৬.৫৪	৬৬.৫৪	১০০

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
iii)২৫০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন (চে: ১৫৫০মি: –১৯২০মি:	০.৩৭ কি:মি:	৯.২২	৯.২২	১০০
iv)২৫০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন (চে: ১৯২০মি: –২৭২০মি:)	০.৭৮০ কি:মি:	১২.২২	১২.২২	১০০
v)২৫০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন (চে: ১৫৫০মি: –১৮৭০মি:	০.৩২ কি:মি:	৯.৮৬	৯.৮৬	১০০
vi)২৫০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন (চে: ১৮৭০মি: –২৬৭০মি:	০.৮০ কি:মি: .	৪৭.৮৭	৪৭.৮৭	১০০
vii)আরসিসি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ	১ টি	১৩.৮০	১৩.৮০	১০০
viii) প্লাটফর্ম নির্মাণ	৩টি	৬.৩৫	৬.৩৫	১০০
	মোট=	১৭৮.৪০	১৭৮.৪০	

গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
বালিয়াঘাট্টা ২৬-০৬-২০০৬	১০-১১-২০০৬	৬৫০	৪৪১	৮৬২	৫৭১	২৯১

ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
২,০৩,২৭৭.০০	৪২,৩১,৮৪০.০০	৭,৩৫,৭০০.০০	-

ক্ষুদ্রঋণ:

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
৫২৫	২৯১	৯১,৮৮,৫০০.০০	৮০,৩৭,৯০০.০০	১২%	৯,৬৪,৫৪৮.০০

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ পরিদর্শন টিমের সদস্যবৃন্দ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার বালিয়াঘাট্টা উপ-প্রকল্প এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় বালিয়াঘাট্টা উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, উপ-প্রকল্পটি ২০০৬ সালে এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তখন আরসিসি বারিড পাইপ লাইন/সারফেস ড্রেন ও ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইনের মাধ্যমে মহানন্দা নদীর পানি ব্যবহার করে উপ-প্রকল্প এলাকার জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছিল। পরবর্তীতে কয়েক বছরের মধ্যে আরসিসি বারিড পাইপের সংযোগস্থল ও অন্যান্য অংশে ত্রুটি দেখা দেয়ায় প্রচুর পানির অপচয় ও সেচ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় উপ-প্রকল্পের কাঙ্খিত এলাকায় সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে এলাকাবাসী টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে উপ-প্রকল্প এলাকার আরও কিছু অংশে বারিড পাইপ স্থাপন করা হলে এলাকার আরও অনাবাদী জমি আবাদের আওতায় আসবে উল্লেখ করে সম্প্রসারণ/পুনর্বাসনের আবেদন করলে উক্ত প্রকল্প কর্তৃক যাচাই-বাছাই পূর্বক ৪৮৪০ মিটার ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন স্থাপন ও ০৩টি প্লাটফর্মসহ ০১টি আরসিসি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ কার্যক্রম সমাপ্ত করে। এখন পানির অপচয় হচ্ছেনা, সেচ ব্যয় কমেছে (পূর্বে ছিল সিঙ্গেল লিফট: ২৫০০-৩০০০ টাকা/বিঘা, এখন সিঙ্গেল লিফট: ৪০০-৪৫০ টাকা/বিঘা; ডাবল লিফট: ১১০০-১৫০০ টাকা/বিঘা) এবং অতিরিক্ত ১২৫ হেক্টর জমি নতুন করে সেচের আওতায় এসেছে, এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী এবং দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে, ফসলের ধরনে পরিবর্তন এসেছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে (পূর্বে বিঘা প্রতি ফসল উৎপাদনের পরিমান ছিল বোরো ধান ৮ থেকে ১০ মন এবং বর্তমানে বিঘা প্রতি ফসল উৎপাদন হয় বোরো ধান ২০ থেকে ২৫ মন, আমন ধান ১৮ থেকে ২০ মন, সরিষা ৪ থেকে ৫ মন)। কৃষকের মাঝে ফিরে এসেছে কর্মচাঞ্চল্য। পাবসস সদস্যদের মাঝে প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় ও উপ-প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ চালু থাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে তারা জানান। অবকাঠামো কাজের গুনগতমানে আমরা এলাকাবাসী সন্তুষ্ট উল্লেখ করে তারা মহানন্দা নদীর তীরে স্থাপিত পাম্প মেশিনের জন্য প্রটেকশন ওয়ালসহ ঘর নির্মান, পানি সংরক্ষণের জন্য চড়াই বিলের দিঘি খনন, টুপুর স্কীমের পাশ দিয়ে তালপুকুর পর্যন্ত এবং ঝিকরা স্কুলের পুকুর পর্যন্ত বারিড পাইপ সম্প্রসারনের জন্য সভায় অনুরোধ করেন। টিম প্রধান উপকারভোগী কৃষকগণের উদ্দেশ্যে বলেন, একই জমিতে তিনবার ধান নয়, দুইবার ধানের মধ্যে ডাল, সরিষা ইত্যাদি ফলানো হলে সার কম লাগে এবং মাটি ভালো থাকে। তিনি উপস্থিত সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে এবিষয়ে কৃষকগণকে পরামর্শ দেয়ার কথা বলেন।

সাইট পরিদর্শনঃ মতবিনিময়ের পর কমিটির সদস্যবৃন্দ বালিয়াঘাট্টা উপ-প্রকল্পের আওতায় RCC Pumping Plat Form, RCC Overhead Tank, Re-construction of 1-500mm dia UPVC কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে রাজশাহী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, গোদাগাড়ী, সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে টিম প্রধান বলেন, সমিতি কর্তৃক নিয়মিত অবকাঠামোসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সকলে যেন সমভাবে উপকৃত হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সচেতন থাকতে হবে।

চ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Baliaghata Subproejct, Godagari, Rajshahi.

Structure of Baliaghata Subproejct, Godagari, Rajshahi.

Paddy field & Cattle rearing of Baliaghata Subproejct, Godagari, Rajshahi.

ছ: কাশিমপুর উপ-প্রকল্প (পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ): গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

ছ-১: উপ-প্রকল্প ম্যাপঃ

ছ-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৩৭০ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৩২০ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) ৫০০ মিমি ডায়া ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন স্থাপন (চে: ০০মি: –১২৩৬মি:)	১.২৪ কি:মি:	৯৬.৯৫	৯২.৭৫	১০০
ii) আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ (চে:০০মি: – ৪৫০মি:)	০.৪৫ কি:মি:	২০.৮১	২০.৮১	১০০
মোট=		১১৭.৭৬	১১৩.৫৬	

গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
কাশিমপুর ক্যাড ১৩-০৭-২০০৬	১০-১১-২০০৬	৭০০	৩৫৫	৪৪১	৩২০	১২১

ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
১,২৫,৪৩১.০০	৫৪,১০০.০০	১,৬১,২২০.০০	-

ক্ষুদ্রঋণ:

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
৩১	১০	১,৩৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	১২%	৯,০০০.০০

সাইট পরিদর্শনঃ পরিদর্শন টিমের সদস্যবৃন্দ রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলার কাশিমপুর ক্যাড উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত Re-construction of 1-500mm dia UPVC Buried pipe, Const. of Open Branch Canal সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে রাজশাহী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, গোদাগাড়ী, সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে টিম প্রধান বলেন, দীর্ঘ মেয়াদী সুফল ভোগ করার লক্ষ্যে পাবসসকে অবকাঠামোসমূহের ছোট ছোট রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিয়মিত করে যেতে হবে। টিমের সদস্যবৃন্দ বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সরিষা আবাদ ও বক্সে মধু চাষ দেখে মুগ্ধ হন।

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ সাইট পরিদর্শন শেষে কমিটির সদস্যবৃন্দ কাশিমপুর ক্যাড উপ-প্রকল্প এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় কাশিমপুর ক্যাড উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, উপ-প্রকল্পটি ২০০৬ সালে এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তখন ৪৬০০ মিটার আরসিসি বারিড পাইপ লাইন, ০১টি হেডার ট্যাংক ও ১০০০ মিটার খালের পলি অপসারনের মাধ্যমে মহানন্দা নদীর পানি ব্যবহার করে উপ-প্রকল্প এলাকার জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছিল। পরবর্তীতে কয়েক বছরের মধ্যে আরসিসি বারিড পাইপের সংযোগস্থল ও অন্যান্য অংশে ত্রুটি দেখা দেয়ায় প্রচুর পানির অপচয় ও সেচ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় উপ-প্রকল্পের কাঙ্খিত এলাকায় সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছিলনা। ফলে এলাকাবাসী টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে সম্প্রসারণ/পুনর্বাসনের আবেদন করলে উক্ত প্রকল্প কর্তৃক যাচাই বাছাই পূর্বক ১২৩৬ মিটার ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন স্থাপন ও ৪৫০ মিটার আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ কার্যক্রম সমাপ্ত করে। এখন পানির অপচয় হচ্ছেনা, সেচ ব্যয় কমেছে (পূর্বে ছিল সিঙ্গেল লিফট: ২৫০০ টাকা/বিঘা, এখন সিঙ্গেল লিফট: ৬০০ টাকা/বিঘা; ডাবল লিফট: ১৩৫০ টাকা/বিঘা) এবং অতিরিক্ত ১৮৮ হেক্টর জমি নতুন করে সেচের আওতায় এসেছে, এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী এবং দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে, ফসলের ধরনে পরিবর্তন এসেছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে (পূর্বে বিঘা প্রতি ফসল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল বোরো ধান ৮ থেকে ১০ মন এবং বর্তমানে বিঘা প্রতি ফসল উৎপাদন হয় বোরো ধান ২২ থেকে ২৪/২৮ মন, সরিষা ৭ থেকে ৮ মন)। মিশ্র ফসল হচ্ছে এবং কৃষকগণ তিন ফসল করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করছে। পাবসস সদস্যদের মাঝে প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় ও উপ-প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু থাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে তারা জানান। সভায় টিমের সদস্যবৃন্দ পাবসস'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পর্কে রেকর্ডপত্রাদি/রেজিষ্টারসমূহ পরিদর্শন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে অবগত হন এবং প্রাতিষ্ঠানিক উন্নতির জন্য তাগিদ দেন। উপকারভোগীগণ উপ-প্রকল্প এলাকায় আরও ১৪০০ মিটার কাঁচা নালা, মাঠের মাঝে ১৫০০ মিটার খাল খনন, উৎপাদিত পণ্য পরিবহনের জন্য ১৫০০ মিটার রাস্তা ও মহানন্দা নদীর পানি প্রবাহের গতিপথ ঠিক রাখার জন্য ২০০ মিটার ড্রেজিং এর আবেদন করেন।

ছ-৫ পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Kashimpur CAD Sub-project. Godagari, Rajshahi

Mustard field of Kashimpur CAD Subproejct, Godagari, Rajshahi.

Kashimpur CAD Sub-project. Godagari, Rajshahi

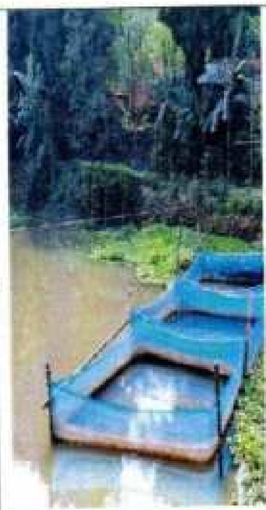

Beekeeping & Fishing with nets in Ponds of Kashimpur CAD Subproejct. Godagari, Rajshahi.

চাঁপাইনবাবগঞ্জের যৌথ সভাঃ

পরিদর্শন টিম-'বি' কর্তৃক ১১.১২.২০২২ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় "টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করার পূর্বে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশীর দপ্তরস্থ সভাকক্ষে সকাল ৯.০০ ঘটিকায় প্রকল্প সম্পর্কিত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশী, এলজিইডি ও তাঁর দপ্তরস্থ কর্মকর্তাগণ; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বিএমডিএ, রাজশাহী; জেলা প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, ডিএই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; সহকারী প্রকৌশলী; বিএডিসি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; সিনিয়র সহকারী পরিচালক, জেলা মৎস্য দপ্তর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত পরামর্শক ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও প্রণয়ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। নতুন উপ-প্রকল্প প্রণয়ন পদ্ধতি ও পুনর্বাসন/সম্প্রসারণ পদ্ধতি সভায় অবহিত করা হয়। দ্বৈততা পরিহার করার বিদ্যমান সিস্টেম সভায় জানানো হয়। সকল প্রকার দ্বৈততা পরিহার ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে উপ-প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার জন্য অনুরোধ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত করার ও প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় অনুরোধ জানানো হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে কৃষি, মৎস্য ও সমবায় অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং এ ধরণের সভা আহবান করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। সভাশেষে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়।

জ: শ্রীরামপুর উপ-প্রকল্প (পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ): সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ

জ-১: উপ-প্রকল্প ম্যাপ:

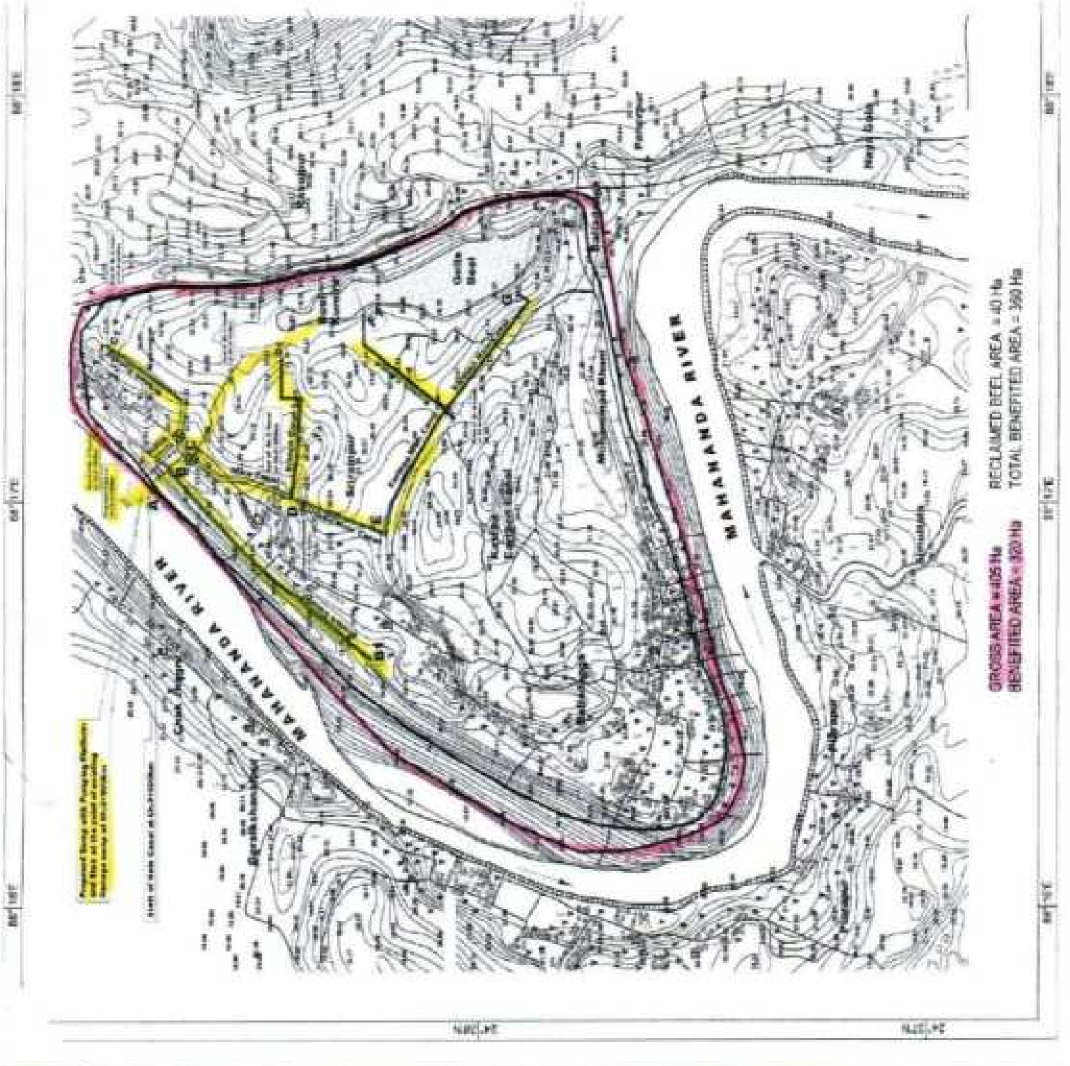

জ-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকা ঃ মোট ৪০৫ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৩২০ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়ন ঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ (চে:১২৫৪মি: – ১৫০০মি:	২৪৬ মি:	১৫.৮০	১৫.৮০	১০০
ii) আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ (চে:০০মি: –৪৪৫মি:	৪৪৫ মি:	২৪.৩৪	২৪.৩৪	১০০
iii) আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ (চে:০০মি: –৪৬০মি:	৪৬০মি:	২৫.৪২	২৫.৪২	১০০
iv) আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ (চে:১৫০০মি: –১৮০৫মি:	৩০৫ মি:	১৮.০৮	১৮.০৮	১০০
v) আরসিসি নিস্কাশন পাইপ লাইন নির্মাণ (চে:০০মি: –৬৮০মি:	৬৮০ মি:	৭৬.৩১	৭৬.৩১	১০০
vi) প্লাট ফর্ম নির্মাণ	১টি	৫.৩৬	৫.৩৬	১০০
vii) পাবসস অফিস ঘর নির্মাণ	১টি	২১.৫২	২১.৫০	১০০
	মোট=	১৮৬.৮৩	১৮৬.৮১	

গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
শ্রীরামপুর ১৯-০৩-২০১৫	১০-০৮-২০১৫	৫৪৩	৩৫৮	৩৮২	২২৭	১৫৫

ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
১,৫০,০০০.০০	৩,৯৮,৫৫০.০০	৬০,৭০,৫২২.০০	-

ক্ষুদ্রঋণ: (টাকায়)

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
১০২০	৫১০	৫,০৭,৬১,৩০০.০০	৪,৩৭,৬৩,৪০০.০০	১০%	৪৩,৭৬,৩৪০.০০

সাইট পরিদর্শনঃ পরিদর্শন টিমের সদস্যবৃন্দ ১১.১২.২০২২ তারিখ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার শ্রীরামপুর উপ-প্রকল্পের আওতায় আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মান (চে:০০মি: –৪৬০মিঃ), আরসিসি নিষ্কাশন পাইপ লাইন নির্মাণ (চে:০০মি: –৬৮০মি:) এর অংশ বিশেষ এবং প্লাট ফর্ম নির্মাণ কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী সদর, সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে টিম প্রধান প্রকল্পে আওতায় সম্প্রসারণ/পুনর্বাসন কাজের পর কি ধরণের উপকার পাচ্ছেন উপস্থিত উপকারভোগীদের জানতে চাইলে তারা জানান, পূর্বে মাটির নালা তৈরী করে সেচের পানি সরবরাহ করা হতো। জমি উঁচু নিচু থাকায় দূরের জমিতে সেচ দেয়া সম্ভব হতো না এবং প্রচুর পানি অপচয় হতো। সেচ ব্যয় বেশী হতো এবং অনেক জমি অনাবাদী থাকতো, সেচের অভাবে ধান ব্যতিত অন্য ফসল উৎপাদনের সুযোগ ছিল না। এখন সেচের পানির অপচয় হচ্ছে না, সেচ ব্যয় কমেছে, আবাদী জমির পরিমান বেড়েছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে (বর্তমানে বোরো ধানে একর প্রতি প্রায় ৮০-৯৫ মন এবং আমন ধানে একরপ্রতি ৬৫-৭৫ মন করে ফলন পাওয়া যাচ্ছে), এলাকায় গম ও সব্জি, বিশেষতঃ টমেটো, পেয়ারা উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। টিম প্রধান দীর্ঘ মেয়াদী সুফল ভোগ করার লক্ষ্যে পাবসসকে অবকাঠামোসমূহের ছোট ছোট রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিয়মিত করে যেতে হবে বলে পরামর্শ দেন।

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ সাইট পরিদর্শন শেষে কমিটির সদস্যবৃন্দ শ্রীরামপুর উপ-প্রকল্প এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় শ্রীরামপুর উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, উপ-প্রকল্পটি ২০১৫ সালে এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তখন ১১০০ মিটার আরসিসি সেচ নালা ও ১৮০০ মিটার কাঁচা সেচ নালা তৈরী করে মহানন্দা নদীর পানি ব্যবহার করে উপ-প্রকল্প এলাকার জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছিল। প্রয়োজন অনুযায়ী আরসিসি নিষ্কাশন পাইপ লাইনের অভাবে কুমিড়ার বিলে প্রায় ৪৫০ বিঘা জমি ১২ (বার) মাস জলাবদ্ধতার কারণে অনাবাদী থাকতো। বাকি অংশে সেচের অভাবে ধান ব্যতিত অন্য ফসল উৎপাদনের সুযোগ না থাকা, সেচ ব্যয় অধিক হওয়া ও পাবসস অফিস ঘরের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে এলাকাবাসী টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে সম্প্রসারণ/পুনর্বাসনের আবেদন করলে উক্ত প্রকল্প কর্তৃক যাচাই বাছাই পূর্বক ১৪৫৬ মিটার আরসিসি সেচ নালা, ৬৮০ মিটার আরসিসি পানি নিষ্কাশন পাইপ ও একটি পাবসস অফিস ঘর নির্মাণ কার্যক্রম সমাপ্ত করে। কাজের গুণগতমানে উপস্থিত উপকারভোগী জনগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন বর্তমানে জলাবদ্ধতা দূর হয়ে অনাবাদী জমি আবাদের আওতায় এসেছে, সেচ ব্যয় কমেছে, উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী এবং দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে এবং মিশ্র ফসল হচ্ছে। উপ-প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু থাকায় ও প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে তারা জানান। টিমের সদস্যবৃন্দ ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে উপকারভোগীগণ কে কি করেছেন তা জানেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। উপস্থিত উপকারভোগীগণ বালিয়া ভাঙ্গা স্কুলের পার্শ্বে ১৫০০ মিটার, কাগমারী মাঠে ১০০০ মিটার বারিড পাইপ স্থাপন ও পলশা মাঠের পার্শ্বে ৩০০ মিটার আরসিসি সেচ নালা নির্মাণ এবং কুমিরা বিলে ৫০০ মিটার পানি নিষ্কাশন পাইপ স্থাপন করলে আরও ২০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে বলে জানান এবং আরও আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যও অনুরোধ করেন।

জ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Sreerampur Subproject. Sadar. Chapai Nawabgonj.

A view of crops field of Sreerampur SP. Sadar. Chapai Nawabgonj.

Structure of Sreerampur Subproject, Sadar, Chapai Nawabgonj.

A view of Corn field

ঝ: মহম্মদখালী উপ-প্রকল্প (পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ): সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ

ঝ-১: উপ-প্রকল্প ম্যাপঃ

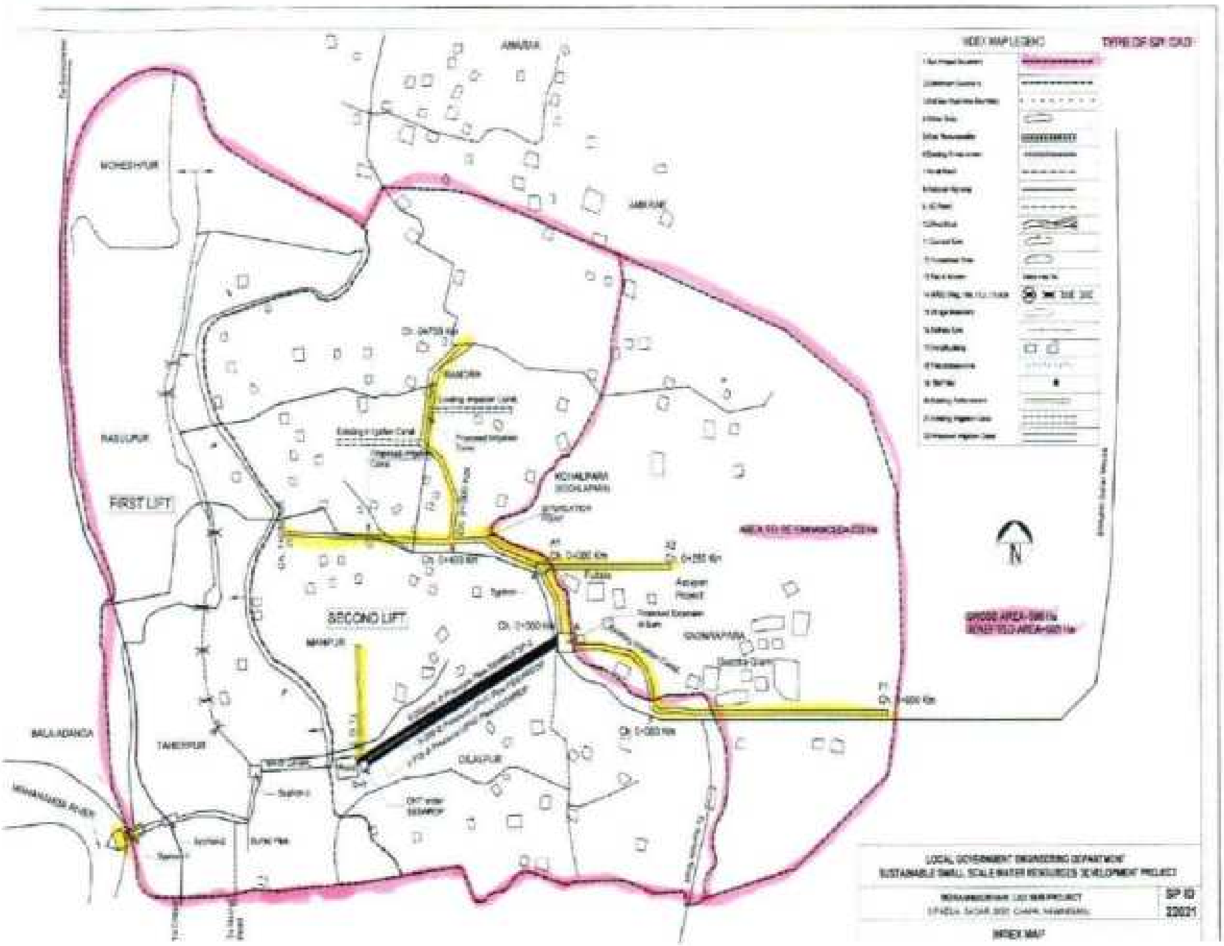

ঝ-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৫৯৬ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৫৬৩ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/ পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) আরসিসি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ ও ২-৩০০ মিঃমিঃ ডায়া বারিড পাইপ নির্মাণ (১১৮৫ মি:)	১টি ও ১১৮৫মিঃ	৯১.০১	৯০.৯৬	১০০
ii) আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ (চে:০০মি: – ৪০০মি:)	৪০০ মি:	৩২.৮০	০.০০	০.০০
iii) আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ (চে:০০মি: –৭৫০মি:)	৭৫০ মি:	৪৮.৪১	০.০০	০.০০
iv) আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ (চে:০০মি: –১০৫০মি:)	১০৫০মি:	৬৭.৩৫	০.০০	০.০০
v) আরসিসি ওপেন ক্যানেল নির্মাণ (চে:০০মি: –৯০০মি:)	৯০০মি:	৫৪.৩৩	০.০০	০.০০
vi) আরসিসি নিষ্কাশন পাইপ লাইন নির্মাণ (চে:০০মি: –২৫০মি:)	২৫০মি:	১৫.১৯	০.০০	০.০০
vii) আরসিসি নিষ্কাশন পাইপ লাইন নির্মাণ (চে:০০মি: –৫০০মি:)	৫০০মি:	৩০.২১	০.০০	০.০০
viii) আরসিসি সাম্প নির্মাণ	২টি	৬.৫১	০.০০	০.০০
	মোট=	৩৪৫.৮১	৯০.৯৬	

গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
মহম্মদখানী ১০-০৯-২০০২	১০-০২-২০০৩	১৫০০	১৩০০	১০৫০	৭৫০	৩০০

ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
৫,২০,০০০.০০	২,৪৮,৯০৩.০০	৩২,০৯,০১৫.০০	-

ক্ষুদ্রঋণ:

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
৪৭৩	৪৮৭	২,৭১,৮০,০০০.০০	২,৫১৮১,০০০.০০	৯%	২২,৬৬,২৯০.০০

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ পরিদর্শন টিমের সদস্যবৃন্দ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার মহম্মদখানী উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় মহম্মদখানী উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, উপ-প্রকল্পটি ২০০৩ সালে এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তখন আরসিসি সেচ নালা নির্মাণ, প্রেসার পাইপ স্থাপন, কাঁচা সেচ নালাসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করে মহানন্দা নদীর পানি ব্যবহার করে উপ-প্রকল্প এলাকার জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছিল কিন্তু উপ-প্রকল্প এলাকার পুরোজমি সেচের আওতায় না আসায় এলাকাবাসী টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে সম্প্রসারণ/পুনর্বাসনের আবেদন করলে উক্ত প্রকল্প কর্তৃক যাচাই বাছাই পূর্বক ৩৮৫০ মিটার আরসিসি ওপেন ক্যানেল, ১২২০ মিটার প্রেসার পাইপ স্থাপন, ০২টি প্লাটফর্ম ও ০১টি আরসিসি ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ কাজ গ্রহণ করে। কাজগুলো সমাপ্ত হলে পুরো উপ-প্রকল্পে সেচ সুবিধা পাবে এবং ৩য় লিফটে ১৭৫ হেক্টর অনাবাদী জমি নতুন করে সেচের আওতায় আসবে। এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী এবং দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হবে এবং মিশ্র ফসল ফলানো সম্ভব হবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। । উপ-প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু থাকায় ও প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে বলে তারা জানান। উপকারভোগীগণ সভায় শরাতলা পুকুর (২য় লিফট) হতে ফুলতলা (৩য় লিফট) পর্যন্ত ইউপিভিসি প্রেসার পাইপ পুনঃস্থাপন, তাহিরপুর থেকে মহানন্দা নদী পর্যন্ত ৫৫০ মিটার পানি নিষ্কাশন পাইপ স্থাপন করা হলে ঐ এলাকার জলাবদ্ধতা দূর হবে এবং আরও ৩৫ হেক্টর অনাবাদী জমি আবাদ করা সম্ভব হবে বলে জানান। উপকারভোগীগণ বীজ উৎপাদনে উৎসাহ প্রকাশ করলে টিম প্রধান সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে বিএডিসি, বরেন্দ্র এর সাথে সমন্বয় করে এ বিষয়ে কৃষকগণকে সহযোগীতা করার জন্য বলেন। টিমের সদস্যবৃন্দ পাবসস'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পর্কে রেকর্ডপত্রাদি/রেজিষ্টারসমূহ পরিদর্শন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে অবগত হন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

সাইট পরিদর্শনঃ মতবিনিময়ের পর কমিটির সদস্যবৃন্দ মহম্মদখানী উপ-প্রকল্পের আওতায় Overhead Tank. Const. of RCC Open Irrigation Canal এর কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী, সদর, সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে টিম প্রধান বলেন, সমিতি কর্তৃক নিয়মিত অবকাঠামোসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সকলে যেন সমভাবে উপকৃত হয় সে বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সচেতন থাকতে হবে।

ঋ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting with the officials of different offices of the District at XEN office.LGED. Chapai Nawabgonj.

Discussion Meeting at Mohammadkhani Subproject. Sadar. Chapai Nawabgonj.

Structure of Mohammadkhani Subproject. Sadar. Chapai Nawabgonj.

A view of Field of Mohammadkhani Subproject. Sadar. Chapai Nawabgonj.

ঞ: দ্বারিয়াপুর উপ-প্রকল্প (পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ): সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ

ঞ-১: উপ-প্রকল্প এলাকার ম্যাপঃ

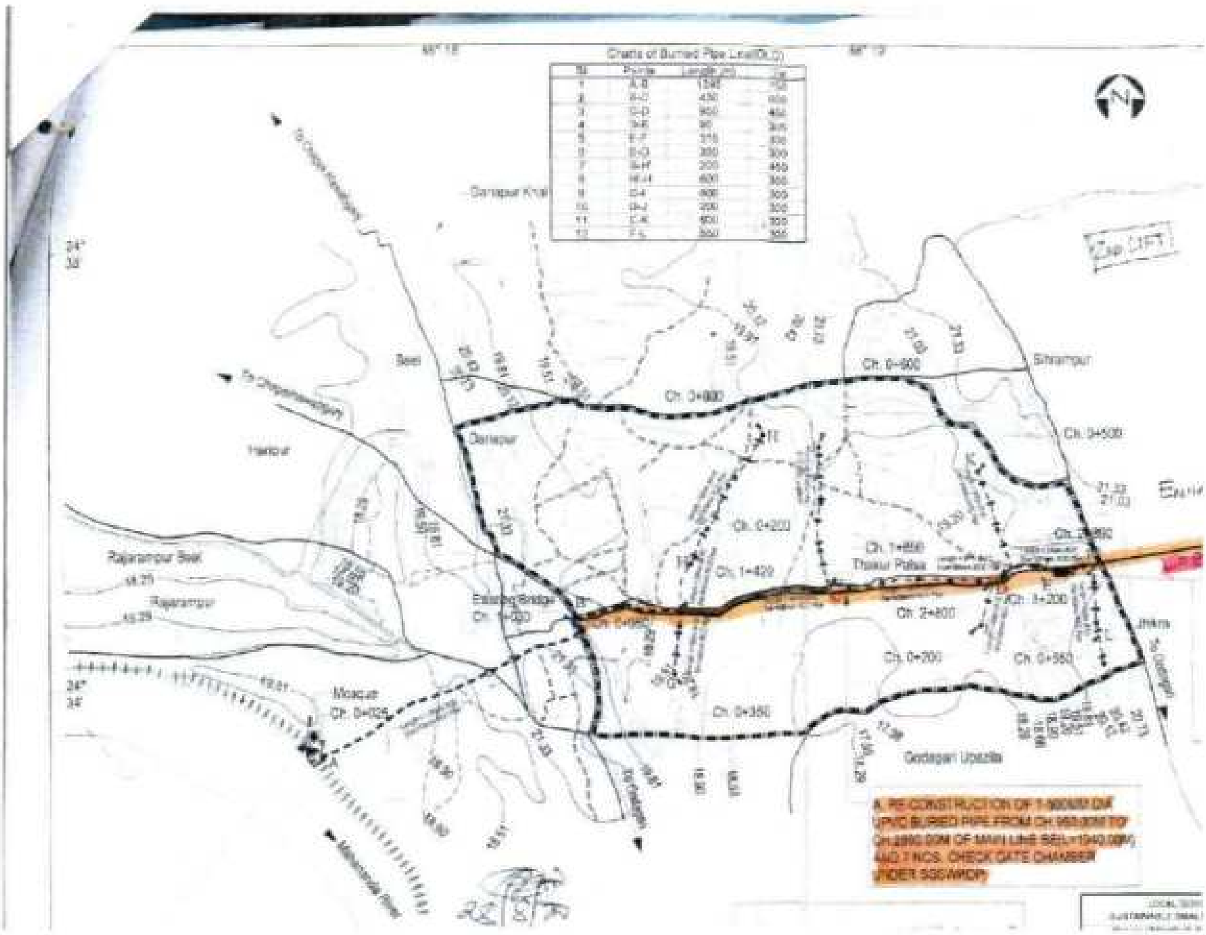

ঞ-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৫৯৬ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৫৬৩ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) ৫০০ মিমি: ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন পুন:স্থাপন (চেই: ৯৫০মি: থেকে ২৮৯০মি:	১৯৪০ মি:	১৪৬.০৭	১৪৬.০৭	১০০
ii) ৪০০ মিমি: ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন স্থাপন (চেই:২৮৯০মি: থেকে ৩৬৯০ মি:	৮০০ মি:	৪৪.৮৪	৪৪.৮৪	১০০
iii) আরসিসি ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণ	১টি	১৩.৭১	১৩.৭১	১০০
iv) প্ল্যাট ফর্ম নির্মাণ	১টি	০.৭৯	০.৭৯	১০০
v) অন্যান্য অবকাঠামো	৯টি	৯.৩৯	৯.৩১	১০০
	মোট=	২১৪.৮০	২১৪.৭২	

গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
দ্বারিয়াপুর ০২-১০-২০০৭	০৪-১২-২০০৭	১৩৩৬	১০৫৭	১৬৩৬	৭৯৬	৮৪০

ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
১০,৮৩,৭১৪.০০	১,০০,২৭,৯৭৫.০০	৪,২৭,০৪,৭০৯.০০	৪৭,৮০,০৯৯.০০

ক্ষুদ্রঋণ: (টাকায়)

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
২৮১২	২৩৭	৪৩,৫৩,১২,০০০.০০	৩৮,৭৪,৩১,০০০	৯%	৩,৪৮,৬৮,৭৯০.০০

সাইট পরিদর্শনঃ পরিদর্শন টিমের সদস্যবৃন্দ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার দ্বারিয়াপুর উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মিত Re-laying 1-500mm dia. Const. of Overhead Tank (2nd Lift) সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী সদর, সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে টিম প্রধান দীর্ঘ মেয়াদী সুফল ভোগ করার লক্ষ্যে পাবসসকে অবকাঠামোসমূহের ছোট ছোট রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নিয়মিত করার পরামর্শ দেন।

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ সাইট পরিদর্শন শেষে কমিটির সদস্যবৃন্দ দ্বারিয়াপুর উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় দ্বারিয়াপুর উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, উপ-প্রকল্পটি ২০০৭ সালে এলজিইডির মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তখন আরসিসি বারিড পাইপ, ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন স্থাপন, পাকা সেচ নালা ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ করে মহানন্দা নদীর পানি ব্যবহার করে উপ-প্রকল্প এলাকার জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছিল। পরবর্তীতে কয়েক বছরের মধ্যে আরসিসি বারিড পাইপের সংযোগস্থল ও অন্যান্য অংশে ত্রুটি দেখা দেয়ায় প্রচুর পানির অপচয় ও সেচ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় উপ-প্রকল্পের কাঙ্খিত এলাকায় সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব হচ্ছিলনা। ফলে এলাকাবাসী উপ-প্রকল্প এলাকার আরও কিছু অংশে নতুন ইউপিভিসি বারিড পাইপ স্থাপন ও ওভারহেড ট্যাংক নির্মাণের কথা উল্লেখ করে টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে সম্প্রসারণ/পুনর্বাসনের আবেদন করলে উক্ত প্রকল্প কর্তৃক যাচাই বাছাই পূর্বক ২৭৪০ মিটার ইউপিভিসি বারিড পাইপ লাইন স্থাপন, ০১টি ওভারহেড ট্যাংক ও প্লাটফর্মসহ অন্যান্য ০৯টি অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম সমাপ্ত করে। এখন পানির অপচয় হচ্ছেনা, সেচ ব্যয় কমেছে, অতিরিক্ত ১২০ হেক্টর জমি নতুন করে সেচের আওতায় এসেছে, সেচের পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত হওয়ার ফলে বর্তমানে বোরো ধানে একরপ্রতি প্রায় ১২০-১৩০ মন এবং আমন ধানে একরপ্রতি ৬৫-৭৫ মন করে ফলন পাওয়া যাচ্ছে। সেচ অবকাঠামোর উন্নয়ন, পানি সরবরাহ বৃদ্ধি ও উন্নত কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে এলাকায় গম ও সব্জি, বিশেষতঃ টমেটো উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী এবং দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে। পাবসস সদস্যদের মাঝে প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করায় ও উপ-প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু থাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে তারা জানান। তারা জিরো পয়েন্ট থেকে র‍্যাব ক্যাম্প পর্যন্ত ত্রুটিপূর্ন ৫০০ মিটার বারিড পাইপ পুনঃস্থাপন ও মোড়াহাট মৌজায় নিমপুকুর পর্যন্ত নতুন ইউপিভিসি বারিড পাইপ স্থাপনের কথা উল্লেখ করেন। সভায় টিমের সদস্যবৃন্দ পাবসস'র প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম সম্পর্কে রেকর্ডপত্রাদি/রেজিষ্টারসমূহ পরিদর্শন ও পর্যালোচনার মাধ্যমে অবগত হন। সমিতির হিসাব ব্যবস্থাপনা নিজস্ব Software এ পরিচালিত হওয়ায় এবং তাদের বর্তমান মূলধন ৫,৭৫,১২,৭৮৩ টাকা হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

ঞ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Dariapur Subproject, Sadar, Chapai Nawabgonj.

Visit WMCA office at Dariapur Subproject, Sadar, Chapai Nawabgonj

Structure of Dariapur Subproject, Sadar, Chapai Nawabgonj.

পরিদর্শন টিম-এ কর্তৃক পরিদর্শনকৃত এলাকার কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের বিবরণ নিম্নরূপঃ

পরিদর্শনকৃত এলাকাঃ বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি ও বরিশাল জেলা।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও কর্মস্থলঃ

১। জনাব স্মৃতি কর্মকার, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

২। জনাব এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৩। জনাব জেসমিন পারভীন, উপসচিব (উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ।

৪। জনাব মোঃ নাজমুল হসেইন খাঁন, উপ-পরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব), পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-৩, আইএমইডি।

৫। জনাব শারমিন সুলতানা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশন।

৬। জনাব মেহেদী হাসান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা।

এ ছাড়াও পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেনঃ

ক) জনাব শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিএন্ডডি), আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

খ) জনাব আবু সালেহ মোঃ হানিফ, প্রকল্প পরিচালক, ''টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প, এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

পরিদর্শনের সময়কালঃ ০৬-০৮ফেব্রুয়ারি'২০২৩ (বরিশাল বিভাগ)।

পরিদর্শিত উপ-প্রকল্পঃ

ক) পূর্ব সোনাখালী উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৬১০১১) (নতুন), উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনা।

খ) রায়ভোগ উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৬১০১৬) (নতুন), উপজেলা-সদর, জেলা-বরগুনা।

গ) দক্ষিন আমড়াগাছিয়া উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৬১০১৩) (নতুন), উপজেলা-মির্জাগঞ্জ, জেলা-পটুয়াখালী।

ঘ) বোয়ালিয়া-বাখরকাঠি উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৬১০২৪) (নতুন), উপজেলা-বাকেরগঞ্জ, জেলা-বরিশাল।

ঙ) কুলকাঠি ড্রেনেজ উপ-প্রকল্প (এসপি নং-৬১০০৩) (নতুন), উপজেলা-নলছিটি, জেলা-ঝালকাঠি।

উপ-প্রকল্পওয়ারি পরিদর্শন বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক: পূর্ব সোনাখালী উপ-প্রকল্প (নতুন): উপজেলা-আমতলী, জেলা-বরগুনাঃ

ক-১: উপ-প্রকল্প এলাকার ম্যাপঃ

(ক) ২. উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকাঃ মোট ৫৫৮ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৪৬০ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) সিম্মির খাল পুনঃখনন (চেই: ০.০০মি: - ৩৭৫৩মি:)।	৩৭৫৩ মি:	৪৬.৮০	৪৬.৭১	১০০
ii) কৃষ্ণরামের খাল পুনঃখনন (চেই: ০.০০মি: - ২১০৫মি:)।	২১০৫ মি:	২৮.০৪	২৬.৭০	১০০
iii) ভেদির খাল পুনঃখনন (চেই: ০.০০মি: - ৯২৯মি:)।	৯২৯ মি:	১৪.১২	১৪.০৩	১০০
iv) ববের খাল পুনঃখনন (চেই: ০.০০মি: - ৬৪৩মি:)।	৬৪৩মি:	৫.০০	৪.৭০	১০০
v) Const. of Reference lined section.	৯টি	৩.১৬	২.৮৪	১০০
vi) WMCA Office building	১টি	১৮.৫৪	১৮.৫৪	১০০
	মোট=	১১৫.৬৬	১১৩.৫২	

গ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
পূর্ব সোনাখালী ২৭-০২-২০২০	২০-০৯-২০২০	৩৯৯	৩৯৭	৩০৬	১৯৪	১১২

ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
৩,৫১,৩৯৮.০০	৩৫,১৪০.০০	১,৩১,৭৮০.০০	-

ক্ষুদ্রঋণ: (টাকায়)

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
২	৩	৫০,০০০.০০	১৯,৫৭৫.০০	১৫%	২৯৩৬.০০

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ পরিদর্শন 'টিম-এ' এর সদস্যবৃন্দ ০৬.০২.২০২৩ তারিখ বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার পূর্ব সোনাখালী উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় পূর্ব সোনাখালী উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, এলজিইডি ২০২০ সালে উপ-প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বর্ষা মৌসুমে এলাকায় জলাবদ্ধতা ও দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকার কারনে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতো আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতার কারনে শুধু মাত্র আমন ধানের চাষ হতো। ফলন ছিল শতাংশ প্রতি মাত্র ১০/১২ কেজি। উপ-প্রকল্পটির আওতায় ৭৪৩০ মিঃ খাল পুনঃখনন (০৪টি খাল), একটি অফিস ঘরসহ আনুষাঙ্গিক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অফিস ঘরের জমি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতেকে দান করা হয়েছে বলে তারা জানান। উপকারভোগীগণ খাল পুনঃখনন ও নির্মাণ কাজের গুনগতমানে সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, উপ-প্রকল্পের জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে, বর্ষায় পানি দ্রুত নিষ্কাশন হওয়ায় এবং খালের গভীরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্ষা পরবর্তী সংরক্ষিত পানি দ্বারা অধিক জমি আবাদ করা যাচ্ছে এবং ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী এবং দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে, ফসল উৎপাদনে ভিন্নতা আসছে, উপ-প্রকল্প এলাকা জুড়ে তরমুজের আবাদ হচ্ছে, সেচ ব্যয় কমেছে, প্রাকৃতিক মৎস্যের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে, পাবসস সদস্যদের মাঝে প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করায় ও উপ-প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু থাকায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে তারা জানান। উপকারভোগীগণ ভবিষ্যতে অধিকতর সুবিধা পাওয়ার জন্য উপ-প্রকল্প এলাকার কেষ্টরাম শাখা খাল ও সিম্মি শাখা খাল পুনঃখননের কথা সভায় উল্লেখ করেন।

সাইট পরিদর্শনঃ মতবিনিময়ের পর কমিটির সদস্যবৃন্দ পূর্ব সোনাখালী উপ-প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত ভেদির খাল ও সিম্মি খালের অংশবিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বরগুনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী আমতলী, প্রকল্পের স্বতন্ত্র পরামর্শক, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে খালে স্যালো মেশিনের মাধ্যমে পাইপ দ্বারা বিস্তীর্ণ এলাকার তরমুজ ক্ষেতে সেচ দিতে দেখা যায়। স্থানীয় উপকারভোগীগণ জানান যে, পূর্বে এ সময় খালে পানি না থাকায় তরমুজ উৎপাদন সম্ভব হতো না এবং জমি পতিত থাকতো। বর্তমান বছরে অত্র উপ-প্রকল্প এলাকায় প্রায় ১ কোটি টাকার মরমুজ উৎপাদন হবে বলে তারা

আশা ব্যক্ত করেন। টিমের সদস্যবৃন্দ পাবসস কর্তৃক নিয়মিত খালের আগাছা ও কচুরিপানা পরিষ্কার এবং পলি অপসারন পূর্বক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

ক-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

A discussion Meeting at WMCA Office of East Sonakhali SP, Amtali, Barguna	A view of WMCA Office Building of East Sonakhali SP, Amtali, Barguna
A view of drawing water from the canal at East Sonakhali Subproject, Amtali, Barguna	A view of canal inspection at East Sonakhali Subproject, Amtali, Barguna

খ: রায়ভোগ উপ-প্রকল্প (নতুন), উপজেলা-সদর, জেলা-বরগুনাঃ

খ-১: উপ-প্রকল্প ম্যাপঃ

খ-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য ঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকা ঃ মোট ৯৯০ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৭৫০ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) রায়ভোগ খাল পুনঃখনন (চেই: ০০মি: - ৮২২ মি:)।	৮২২ মি:	৭.০৫	৭.০২	১০০
ii) রায়ভোগ ব্রাঞ্চ খাল পুনঃখনন (চেই:০০মি: -৫৩৫মি:)।	৫৩৫ মি:	৪.৯৫	৪.৯৪	১০০
iii) নলী চরগাছিয়া খাল পুনঃখনন (চেই: ২০০মি: - ৪৩৪০:মি)	৪১৪০ মি:	৪০.৩৬	৪০.২৮	১০০
iv) নলী চরগাছিয়া ব্রাঞ্চ খাল পুনঃখনন (চেই: ০০মি:-২৮৫০ মি:)।	২৮৫০ মি:	১৮.৪২	১৮.৩৭	১০০
v) কদমতলা খাল পুনঃখনন (চেই: ০০মি: - ৩১০০ মি:)।	৩১০০মি:	৩১.৩১	৩১.২৩	১০০
vi) উত্তর খাকবুনিয়া খাল পুনঃখনন (চেই: ০০মি: - ১০৪৫ মি:)।	১০৪৫ মি:	৯.৮৩	৯.৮১	১০০
vii) রেফারেন্স লাইন সেকশন নির্মাণ।	১৩টি	৪.০৪	৪.০০	১০০
viii পাবসস'র অফিস ঘর নির্মাণ।	১টি	১৭.৮৪	১৭.৮৪	১০০
	মোট=	১৩৩.৭৯	১৩৩.৪৯	

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
রায়ভোগ ২২-০২-২০২১	০৮-০৪-২০২১	৫১৭	৫১১	৩৭৩	২১৭	১৫৬

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
৩,৭৭,৫৮২.০০	৬৩,২৪০.০০	১,৯৪,৭২০.০০	-

ক্ষুদ্রঋণ: (টাকায়)

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
২	৬	৪০,০০০.০০	১৭,৩৫২.০০	১৫%	২৬০৩.০০

খ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Roybhoge Subproject, Sadar, Barguna

WMCA Office Building of Roybhoge Subproject, Sadar, Barguna

Visiting Roybhoge Subproject, Sadar, Barguna.

Visiting Roybhoge Subproject, Sadar, Barguna.

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ পরিদর্শন টিমের সদস্যবৃন্দ বরগুনা জেলার সদর উপজেলার রায়ভোগ উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় রায়ভোগ উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, এলজিইডি ২০২১ সালে উপ-প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বর্ষা মৌসুমে এলাকায় জলাবদ্ধতা ও দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকার কারনে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতো আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতার কারনে শুধু মাত্র এক ফসল হতো। উপ-প্রকল্পটির আওতায় ১২৪৯২ মিঃ খাল/ব্রাঞ্চ খাল পুনঃখনন (০৪টি খাল/২টি ব্রাঞ্চ খাল), একটি অফিস ঘরসহ আনুষাঙ্গিক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উপকারভোগীগণ খাল পুনঃখনন ও নির্মাণ কাজের গুনগতমানে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা বলেন, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, ফসলে ভিন্নতা আসছে, এলাকা জুড়ে বিভিন্ন শাকসব্জি, তরমুজ ও সূর্যমুখী চাষ হচ্ছে, পানি স্বল্পতা দূর হওয়ায় একই জমিতে এখন দুই তিন ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে যা পূর্বে হতো না। খালে পর্যাপ্ত পানি থাকায় দেশীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উপ-প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ চালু হওয়ায় এবং প্রকল্প কর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করায় সদস্যদের মাঝে সচেতনতা বেড়েছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে বলে উপস্থিত উপকারভোগীগণ সভায় উল্লেখ করেন। তারা উৎপাদিত তরমুজ ও মৌসুমী ফসল পরিবহনে সমস্যা হওয়ায় এলাকার রাস্তা পাকা করণ, পুনঃখননকৃত খালে ফুটব্রীজ না থাকায় পারাপারে সমস্যার কারনে ফুটব্রীজ নির্মাণ, অধিকতর সুবিধা পাওয়ার জন্য উপ-প্রকল্প এলাকার হাকিম খাঁয়ের বাড়ী সংলগ্ন রায়ভোগ শাখা খাল-২, ইদ্রীস খন্দকারের বাড়ী সংলগ্ন রায়ভোগ শাখা খাল-৩, নলি চরকগাছিয়া শাখা খাল-২, মোল্লা বাড়ী সংলগ্ন নলী চরকগাছিয় শাখা খাল-৩ খালগুলি পুনঃখননের আবেদন জানান।

সাইট পরিদর্শনঃ মতবিনিময়ের পর কমিটির সদস্যবৃন্দ রায়ভোগ উপ-প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত চরগাছিয়া খাল ও নলি চরকগাছিয়া শাখা খালের অংশবিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বরগুনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী সদর, প্রকল্পের স্বতন্ত্র পরামর্শক, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত উপকারভোগীগণ জানান, পূর্বে খালের পাশে অল্প পরিমাণ মরিচ, বাদাম, মিষ্টি আলু আবাদ করা যেত। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে ঐ সকল জমিতে মুগডাল, মরিচ, বাদাম ও বিভিন্ন ধরণের সবজি অধিক পরিমাণে উৎপাদন হচ্ছে। টিমের সদস্যবৃন্দ পাবসস কর্তৃক নিয়মিত খালের আগাছা ও কচুরিপানা পরিষ্কার এবং পলি অপসারন পূর্বক পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

গ: দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া উপ-প্রকল্প (নতুন), উপজেলা-মির্জাগঞ্জ, জেলা-পটুয়াখালীঃ

গ-১: উপ-প্রকল্প ম্যাপঃ

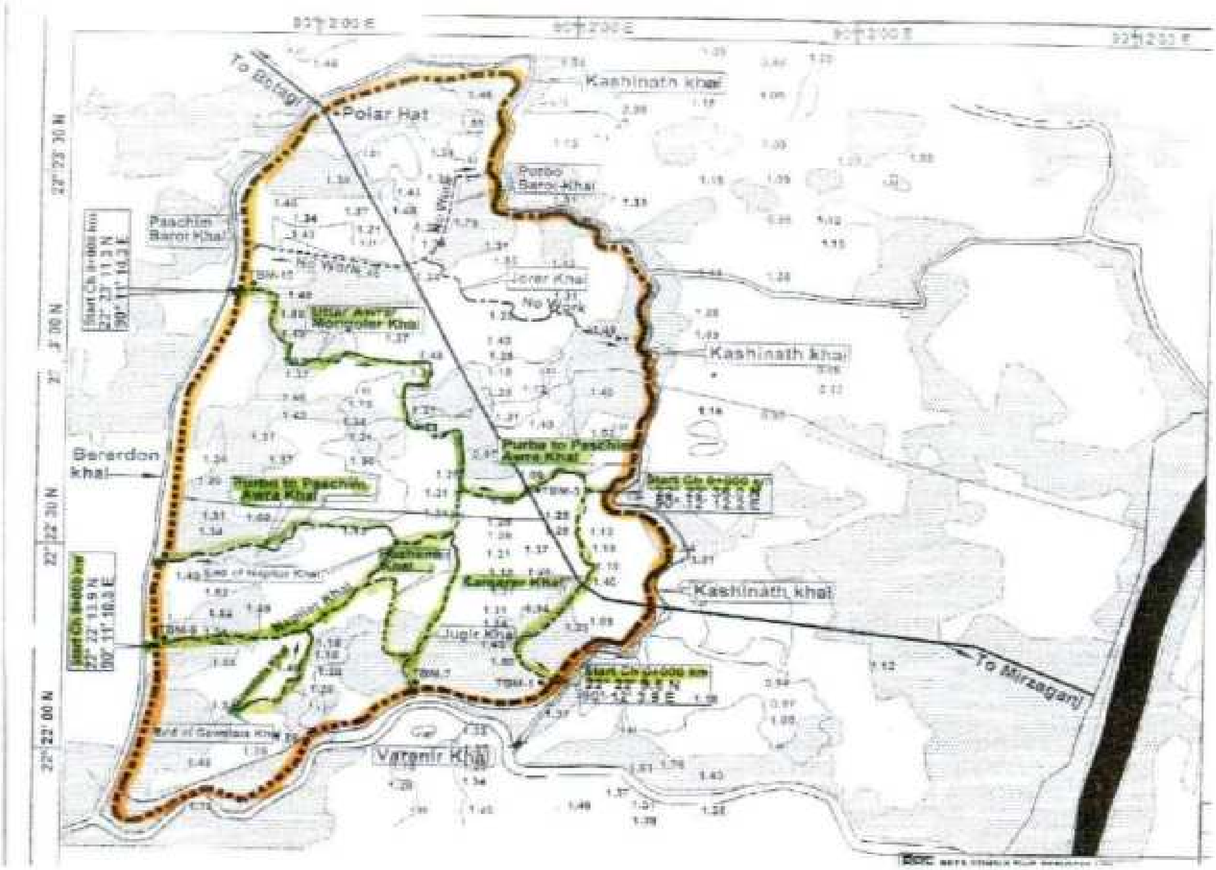

গ-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য ঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকা ঃ মোট ৫৫০ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৪৫৭ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) নাপিতের খাল পুনঃখনন (চেই: ০০মি: -১৪৪০ মি:)।	১৪৪০ মি:	১০.৯৩	১০.৮৪	১০০
ii গাওয়াতলা খাল পুনঃখনন (চেই:০০মি: -৯৩০মি:)।	৯৩০ মি:	৪.৮৬	৪.৮২	১০০
iii) হাসেমের খাল পুনঃখনন (চেই: ০০মি:-৬১৫ মি:)।	৬১৫ মি:	৪.১৬	৪.১২	১০০
iv) যুগির খাল পুনঃখনন (চেই: ০০মি:-৯১৫ মি:)।	৯১৫ মি:	৪.৪৬	৪.৪২	১০০
v) কামারের খাল পুনঃখনন (চেই: ০০মি:-১৩৭৪ মি:)।	১৩৭৪মি:	৭.৫৬	৭.৪৯	১০০
vi) পূর্ব আওরা থেকে পশ্চিম আওরা খাল পুনঃখনন (চেই: ০০-২৮০০ মি:)।	২৮০০ মি:	২০.১২	১৯.৯৮	১০০
vi) উত্তর আওরা মঙ্গলের খাল পুনঃখনন (চেই: ০০-২৭৭৫মি:)।	২৭৭৫	৩১.২০	২৮.৯২	১০০
viii) রেফারেন্স লাইন সেকশন	১৩টি	৩.৮৪	২.০৭	১০০
ix পাবসস'র অফিস ঘর নির্মাণ।	১টি	১৭.৯২	০.০০	৭০
	মোট=	১০৫.০৫	৮২.৬৬	

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া ০৩-০১-২০২১	১৮-০৩-২০২১	৭৩৭	৫৮০	৪৭২	২৭০	২০২

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিলঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
২,৯২,০০০.০০	৪৭,৬০০.০০	৩,৭২,৩০০.০০	৯২৮০.০০

উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়ঃ পরিদর্শন 'টিম-এ' এর সদস্যবৃন্দ ০৭.০২.২০২৩ তারিখ পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ উপজেলার দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা করেন। সভায় দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া উপ-প্রকল্পের উপকারভোগীগণ জানান যে, এলজিইডি ২০২১ সালে উপ-প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজ শুরু করে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে বর্ষা মৌসুমে এলাকায় জলাবদ্ধতা ও দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকার কারনে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতো আবার শুষ্ক মৌসুমে পানি স্বল্পতার কারনে শুধু মাত্র আমন ধানের চাষ হতো। ফলন ছিল শতাংশ প্রতি মাত্র ১০/১২ কেজি। উপ-প্রকল্পটির আওতায় ১০৮৪৯ মিঃ খাল পুনঃখনন (০৭টি খাল), একটি অফিস ঘরসহ আনুষাঙ্গিক যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন হওয়ায় জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে, ফসল উৎপাদনে ভিন্নতা এসেছে। স্থানীয় জাতের পরিবর্তে বর্তমানে উচ্চ ফলনশীল/হাইব্রিড/ভিন্ন জাতের ফসল চাষ করা সম্ভব হওয়ায় উৎপাদন বেড়েছে ২/৩ গুণ। এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী এবং দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে, সেচ ব্যয় কমেছে ফলে প্রকল্প এলাকার কৃষকদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রাকৃতিক মৎস্যের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রকল্পের আওতায় দেয়া বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপ-প্রকল্পের সদস্যদের সচেতন করে তুলছে, কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে উপস্থিত উপকারভোগীগণ সভায় উল্লেখ করেন। তারা খাল পুনঃখনন ও নির্মাণ কাজের গুনগতমানে সন্তোষ প্রকাশ করে স্থানীয় জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে আমড়াগাছিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে সুবিদখালি উপজেলা সংলগ্ন সংযোগ সড়ক পাকা করার আবেদন করেন।

সাইট পরিদর্শনঃ মতবিনিময়ের পর কমিটির সদস্যবৃন্দ দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া উপ-প্রকল্পের আওতায় পুনঃখননকৃত যুগির খাল ও পূর্ব আওড়া থেকে পশ্চিম আওড়া খালের অংশবিশেষ সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে বরগুনা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী আমতলী, প্রকল্পের স্বতন্ত্র পরামর্শক, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, ফ্যাসিলিটেটরগণ, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ/উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন।

গ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

A view of south Amaragachia Subproject, Mirzaganj, Patuakhali.

Discussion Meeting at south Amaragachia Subproject, Mirzaganj, Patuakhali.

ঘ: বোয়ালিয়া-বাখরকাঠি উপ-প্রকল্প (নতুন): বাকেরগঞ্জ, বরিশালঃ

ঘ-১: উপ-প্রকল্প এলাকার ম্যাপঃ

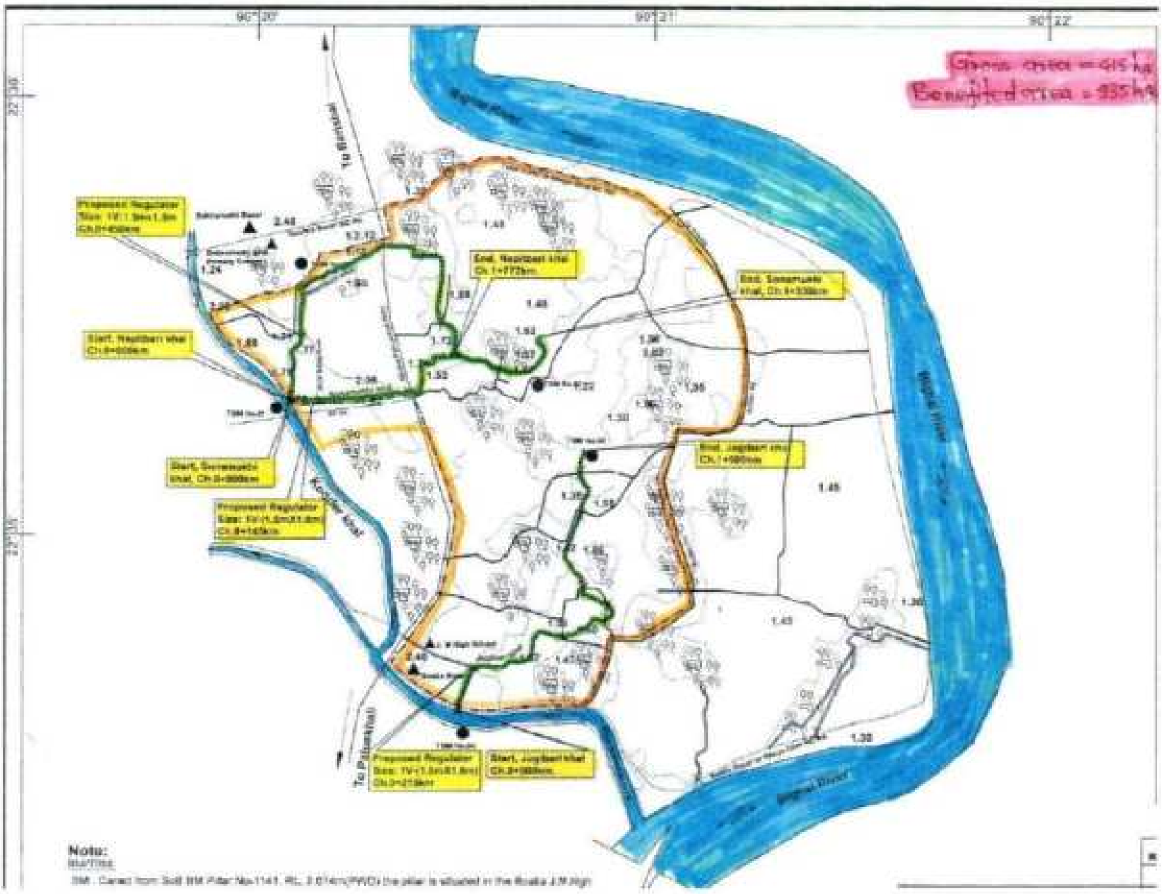

ঘ-২ উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য ঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকা ঃ মোট ৩২০ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ২৪৪ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্য	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) সোনামুখি খাল পুনঃখনন (চেই: ১০০০মি: - ১৫৩০ মি:)।	৫৩০ মি:	৪.৬১	০.০০	৪০
ii) নাপিতবাড়ী খাল পুনঃখনন (চেই: ০০মি: - ১৭৭২মি:)।	১৭৭২ মি:	১২.৪৬	০.০০	৪০
iii) জুগিবাড়ী খাল পুনঃখনন (চেই: ১০০০মি: - ১৫০০মি:)।	৫০০ মি:	৩.৩৩	০.০০	৪০
iv) রেফারেন্স লাইন সেকশন (৪টি), উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ সাইনবোর্ড (২টি)	৬টি	১.৬৫	০.০০	০.০০
v) সোনামুখি খাল রেগুলেটর নির্মাণ।	১টি	৫৮.১০	০.০০	০
vi) নাপিতবাড়ী খাল রেগুলেটর নির্মাণ	১টি	৬১.৮৪	০.০০	৩০
vii) জুগিবাড়ী খাল রেগুলেটর নির্মাণ	১টি	৫৬.৪০	০.০০	৩০
viii) WMCA Office নির্মাণ	১টি	১৭.৮৬	০.০০	৪০
	মোট=	২১৬.২৭		

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
বোয়ালিয়া-বাখরকাঠী ২১-১০-২০২১	২৩-১২-২০২১	১২৭৫	৮৬০	৬০২	৩৯৮	২০৪

ঘ) পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
৩,৮৯,৮৬৯.০০	৪৯,১০০.০০	২,৪০,২০০.০০	০.০০

ক্ষুদ্রঋণ: (টাকায়)

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
১৪	১৫	৩,০০,০০০.০০	১৫,০০০.০০	১০%	১,৫০০.০০

উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময়ঃ উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন। উপকারভোগীগণ জানান যে, উপ-প্রকল্প এলাকায় বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা থাকতো ও দীর্ঘ সময় পানি জমে থাকায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতো। আবার শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতা থাকায় জমিতে চাহিদা মোতাবেক আবাদ করা যেত না। উপ-প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হলে উপ-প্রকল্প এলাকায় আমন ধান, বোরো ধান ও উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল অধিক হারে আবাদ করা যাবে। তা ছাড়া ব্যাপকহারে তরমুজ, সরিষা, সূর্যমুখীও আবাদ করা যাবে মর্মে উপকারভোগীগণ সভায় জানান। উপ-প্রকল্পের কার্যক্রমে ন্যূনতম এক তৃতীয়াংশ নারীর অন্তর্ভূক্ত করায় নারীরা মাসিক সভায় তাদের মতামত প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাবসস সভাপতি আরো জানান যে, ভবিষ্যতে খননকৃত খালের পলি অপসারণ, কচুরিপানা/আর্বজনা দূরীকরণ ও রেগুলেটর পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির মাধ্যমে রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ করা হবে। প্রকল্প হতে পাবসস এর অফিস ঘর নির্মিত হলে সমিতির মাসিক সভা, বার্ষিক সভা, নির্বাচন অনুষ্ঠান ও অন্যান্য সকল কার্যক্রম পরিচালনয় সুবিধা হবে এবং ভবিষ্যতে স্থানীয় প্রশিক্ষণসমূহ সমিতির নিজস্ব অফিস ঘরে আয়োজন করে পাবসস'র সদস্যদের জীবনমানের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটবে।

আলোচনা পরবর্তী পরিদর্শন টিম সমিতির পরিদর্শন বহিতে নিম্নেবর্ণিত পরামর্শ/মন্তব্য করেছেন :

১। পাবসস এর ব্যবস্থাপনা কমিটিকে মাসিক সভা কমপক্ষে মাসে একবার করতে হবে;

২। উপ-কমিটির সভা কমপক্ষে দুইমাসে একবার করতে হবে;

৩। প্রতি বছর বর্ষার পূর্বে ও বর্ষার পরে যৌথ পরিদর্শন করতে হবে;

৪। বার্ষিক পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্ল্যান তৈরী করতে হবে;

৫। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্ল্যান অনুসারে সার্ভিস চার্জ আদায় করতে হবে:

৬। খাল, রেগুলেটর এর রুটিন মেইনটেনেন্স নিজেদের টাকায় করতে হবে;

৭। পাবসসকে লাভজনক করতে হবে। তাই আয়বর্ধক মূলক কাজ করতে হবে;

৮। সমবায় আইনানুযায়ী সমিতি পরিচালনা করতে হবে;

৯। পাবসস এর ভিতর এক ইঞ্চি জায়গাও খালি রাখা যাবে না। সব জায়গাতেই ফল,ফসল ইত্যাদি চাষ করতে হবে;

১০। সকল রাস্তা, বাঁধ এর পাশে নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপন করতে হবে;

১১। প্রতি মাসে উপজেলা প্রকৌশলীর সাথে ব্যবস্থাপনা কমিটি সভা করবেন;

১২। উপজেলা কৃষি, মৎস্য, সমাজসেবা ও মহিলা অধিদপ্তর ইত্যাদি অফিসারের সহিত যোগাযোগ করে লাইন ডিপার্টমেন্টের ট্রেনিং হারভেস্ট করতে হবে;

১৩। খাল, পুকুরে সব স্থানে মাছ চাষ করতে হবে।

ঘ-৪: সাইট পরিদর্শনঃ পরিদর্শন টিম কর্তৃক ০৮.০২.২০২৩ তারিখে বোয়ালিয়া-বাখরকাঠি উপ-প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে বরিশাল জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, বাকেরগঞ্জ উপজেলা প্রকৌশলী, প্রকল্পের স্বতন্ত্র পরামর্শক, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কৃষি ও সাধারণ ফ্যাসিলিটেটর, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। উপ-প্রকল্পের খননকৃত নাপিতবাড়ী খালের অংশবিশেষ পরিদর্শন করেন। নাপিতবাড়ী খাল পুন:খনন কাজ পরিদর্শনকালে খালের পার্শ্ব ঢাল সংলগ্ন বাড়ী-ঘর যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। নাপিতবাড়ী খালে নির্মাণাধীন রেগুলেটর ও সোনামুখি খালে নির্মাণাধীন রেগুলেটরের কাজ পরিদর্শনকালে কাজের গুণগতমান পরীক্ষা করেন। কাজের গড় অগ্রগতি ৩০%। পাবসস এর অফিস ঘর নির্মাণ কাজ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, ঠিকাদারকে দ্রুত কাজ সমাপ্তির জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এলাকার সেচের সুবিধা বৃদ্ধি পাবে, জলাবদ্ধতা হ্রাস পাবে এবং ধান ও অন্যান্য কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে মর্মে এলাকাবাসী অভিমত ব্যক্ত করেন। উপস্থিত এলাকাবাসী, উপ-প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রেগুলেটর সংলগ্ন ২০০ মিটার দীর্ঘ মাটির রাস্তা পাকা করার জন্য অনুরোধ জানান। তারা নদীর পাশে একটি বাঁধও চান।

ঙ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Discussion Meeting at Boalia-Bakharkathi Subproject, Bakerganj, Barishal	Visiting the Cannel at Boalia-Bakharkathi Subproject, Bakerganj, Barishal

A view of Cannel at Boalia-Bakharkathi Subproject, Bakerganj, Barishal	Visit of Ongoing WMCA Office at Boalia-Bakharkathi Subproject, Bakerganj, Barishal

ঙ: কুলকাঠি ড্রেনেজ উপ-প্রকল্প (নতুন), উপজেলা-নলছিটি, জেলা-ঝালকাঠিঃ

ঙ-১: উপ-প্রকল্প ম্যাপঃ

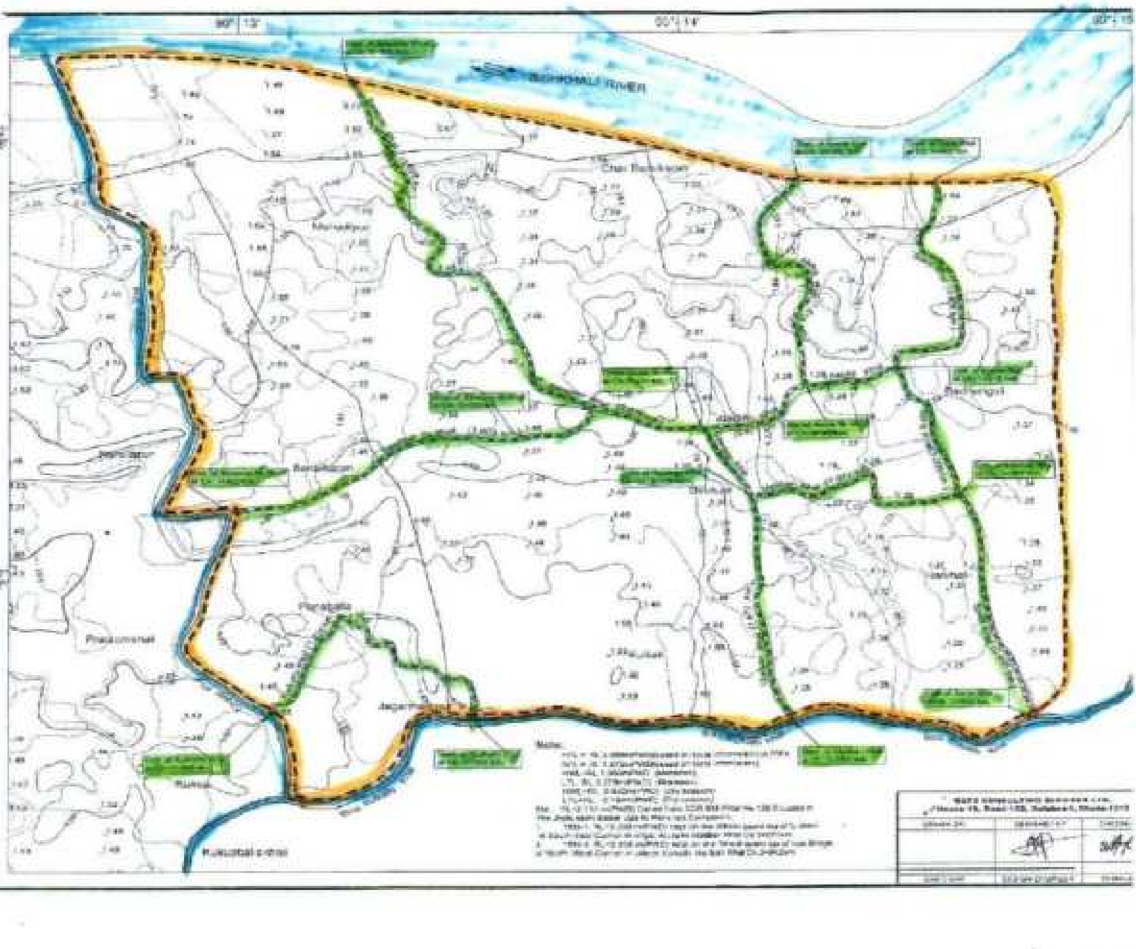

৬-২: উপ-প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যঃ

(ক) উপ-প্রকল্প এলাকা ঃ মোট ৮২৫ হেক্টর (উপকৃত এলাকা ৫৬০ হেক্টর)

খ) ভৌত কাজের বাস্তবায়নঃ (লক্ষ টাকায়)

কাজের বর্ণনা	সংখ্যা/ পরিমাণ	অনুমোদিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত বাস্তবায়ন	
		আর্থিক	আর্থিক	বাস্তব (%)
i) বাউরের খাল পুনঃখনন (চেই: ৫০০মি: হতে ৩০৭৮মি:)।	২৫৭৮ মি:	১৮.৮৭	১৮.৭২	১০০
ii) বাউরের শাখা খাল পুনঃখনন (চেই: ০০মি: হতে ১৮০৩মি:)।	১৮০৩ মি:	৯.৮০	৯.৭৭	১০০
iii) একতা খাল পুনঃখনন (চেই: ০০ মি: হতে ১৬১৮ মি:)।	১৬১৮মি:	১১.৪২	১১.৪০	১০০
iv একতা শাখা খাল পুনঃখনন (চেই: ০০ মি: হতে ৪৭১ মি:)।	৪৭১ মি:	২.৯৮	২.৯৬	১০০
v) মালিবাড়ী খাল পুনঃখনন (চেই: ০০ মি: হতে ১৬৭৭ মি:)।	১৬৭৭ মি:	৮.৮৭	৮.৮৪	১০০
vi) সরল খাল পুনঃখনন (চেই: ০০ মি: হতে ৩০০৮ মি:।	৩০০৮ মি	২২.৬০	২২.৫১	১০০
vii) কুলকাঠি খাল পুনঃখনন (চেই: ০০ মি: হতে ১০৪০ মি:)।	১০৪০ মি:	৯.৩৪	৯.২৯	১০০
viii) রেফারেন্স লাইন সেকশন নির্মাণ	১৪ টি	৪.৩৫	৪.৩৫	১০০
i) WMCA Office নির্মাণ	১টি	১৯.৭১	৬.৮১	৯৫
	মোট=	১০৭.৯৩	৯৪.৬৫	

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনঃ

পাবসস গঠন	নিবন্ধনের তারিখ	খানা (Household) সংখ্যা		সদস্য সংখ্যা		
		মোট	উপকারভোগী	মোট	পুরুষ	নারী
কুলকাঠী ০৫-০৩-২০২০	২৩-০৮-২০২০	৭২০	৫০৫	৩৫৮	২৩৩	১২৫

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির তহবিল ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমঃ

তহবিলঃ (টাকায়)

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	শেয়ার	সঞ্চয়	অন্যান্য
২,৯৪,৪১৭.০০	১৭,৯০০.০০	১,৫৯,১০০.০০	৭,১৬০.০০

ক্ষুদ্রঋণ: (টাকায়)

ঋণ গ্রহিতার সংখ্যা		ঋণ		সার্ভিস চার্জ	
পুরুষ সদস্য	নারী সদস্য	প্রদান	আদায়	আদায় হার	মোট আদায়
৮	৪	৮৫,০০০.০০	৬,৭০০.০০	১২%	৮০৪.০০

উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময়ঃ উপকারভোগীগণ জানান যে, খালগুলি পলি পড়ে ভরাট হয়ে যাওয়ায় শুষ্ক মৌসুমে পানির স্বল্পতায় জমিতে আবাদ করা কষ্ট হতো। আবার বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতায় ফসল উৎপাদন ব্যাহত হতো, ফলে অনেক জমি অনাবাদি থেকে যেত। টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প হতে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে পূর্বের তুলনায় আবাদি জমির পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে। খাল পুনঃখননের পূর্বে যেসব জমিতে শুধুমাত্র আমনের চাষাবাদ হত, খাল পুনঃখননের ফলে সেই একই জমিতে আউশ ধানের পুনরায় চাষাবাদ করা সম্ভব হয়েছে। সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশনের কারণে মাঠের জলাবদ্ধতা নিরসন হয়েছে, ফলশ্রুতিতে কৃষকদের উচ্চফলনশীল বোরো চাষের আবাদে আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে একর প্রতি ফসল উৎপাদনের পরিমান- আউশ ধান ৩৫-৪০ মন, আমন ৬৫-৭০ মন, বোরো ৮০-৯০ মন (প্রায়) যা পূর্বের তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। খাল পুনঃখননের ফলে রবি ফসল ব্যাপক আবাদ হয়েছে ও এলাকায় জলাবদ্বতার পানি নিষ্কাশনের ফলে ডাল জাতীয় যেমন-মুসুরী, মুগ, ছোলা, খেসারী ইত্যাদি ফসলের চাষাবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও সরিষা, তিল, বাদামের চাষাবাদ বেড়েছে অনেকাংশে। খাল পুনঃখনন পরবর্তী প্রয়োজনীয় পানি সু-প্রাপ্যতায় বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি ও মসল্লা জাতীয় শস্য জমিতে আবাদ হচ্ছে। এক ফসলী জমি দুই ফসলী জমিতে, দুই ফসলী জমি তিন ফসলী জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। এতে ফসলের নিবিরতা বৃদ্ধি পেয়ে পতিত জমির পরিমাণ কমছে, ফলশ্রুতিতে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ও কৃষি শ্রমিকের সারাবছরই কাজের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। সর্বোপরি এলাকায় কৃষি উৎপাদনে ব্যাপক সম্ভাবনার সৃষ্টি হচ্ছে। এতে করে এলাকাবাসীর কৃষি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হচ্ছে। তা ছাড়াও খাল পুনঃখননের ফলে মাছের অভয় আশ্রম সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। ফলে দেশীয় প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। খালের গভীরতা বৃদ্ধির কারণে খালে সারা বছরই পানি পাওয়া যাচ্ছে যার জন্য দেশীয় প্রজাতির মাছ বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। ফলত: উপকারভোগী পরিবারের আমিষের চাহিদা পূরনের পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে আর্থিক উপার্জন বৃদ্ধি পাচ্ছে ফলে দারিদ্র্যতা হ্রাস পাচ্ছে।

সাইট পরিদর্শনঃ পরিদর্শন টিম কর্তৃক ০৮.০২.২০২৩ তারিখে কুলকাঠি ড্রেনেজ উপ-প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ঝালকাঠি জেলার সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী, নলছিটি উপজেলার উপজেলা প্রকৌশলী, প্রকল্পের সহকারী প্রকৌশলী, সোসিওলজিষ্ট, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, কৃষি ও সাধারন ফ্যাসিলিটেটর, পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও উপকারভোগীগণ উপস্থিত ছিলেন। উপ-প্রকল্পের আওতায় সমাপ্তকৃত ১.৮০ কি:মি: বাউরের শাখা খাল ও সমিতির নির্মিত অফিস ঘর পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে পাবসস'র সদস্যবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের সাথে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদিত কাজের মান সন্তোষজনক বলে উপকারভোগীগণ জানান।

ঙ-৫: পরিদর্শনকালীন ছবিঃ

Kulkathi WMCA Office Building, Nalchity, Jhalokathi	Discussion Meeting at Kulkathi WMCA Office Building, Nalchity, Jhalokathi
Visiting at Kulkathi SP nearby Khal, Nalchity, Jhalokathi	Visiting at Kulkathi SP nearby Khal, Nalchity, Jhalokathi

অধ্যায়-৪

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম মুল্যায়নঃ

সমিতি গঠন ও কার্যক্রম

পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও এলজিইডি'র মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী প্রকল্পের আওতায় নির্মিত প্রতিটি উপ প্রকল্পের উপকারভোগীগণ যাবতীয় ভৌত অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকেন। উল্লেখ্য, ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই ও বিস্তারিত কারিগরি ডিজাইন সম্পন্ন হওয়ার পর কারিগরি, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে উপযোগিতা সাপেক্ষে এবং জেলা পর্যায়ে আন্তঃসংস্থা প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি ছাড়পত্র দেয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী প্রতিটি পরিবার থেকে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ/নারীদেরকে সদস্যভূক্ত করে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) গঠন করা হয়। সমবায় আইন মোতাবেক সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সমিতি পরিচালিত হয়। উপকারভোগীদের সরাসরি ভোটে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি পানি ব্যবস্থাপনা নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করা হয় এবং এই কমিটিতে কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ নারী সদস্য থাকেন। সমবায় বিধি অনুসারে সমিতির সদস্যদের কাছে শেয়ার বিক্রি ও সঞ্চয় বাবদ দেয়া অর্থ দ্বারা সমিতি নিজস্ব তহবিল গঠন করে থাকেন এবং এ তহবিল ব্যবহার করে স্থানীয়ভাবে উপযোগী বিভিন্ন উপার্জনশীল ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। এ সমস্ত কার্যক্রমের মধ্যে সমিতির দরিদ্র সদস্যদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালন অন্যতম। সমবায় অধিদপ্তর প্রতি বছর সমিতির হিসাব নিরীক্ষা করে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে প্রতিবেদন দিয়ে থাকে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যগণ অবকাঠামোর দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহার, টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দীর্ঘ উপযোগী ও পরিবেশ অনুকূল ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। সমিতির কার্যক্রম পরিচালনয় সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা পেয়ে থাকেন। শুরু থেকে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে একটি আত্মনির্ভরশীল স্থানীয় বহুমুখী সংস্থা হিসাবে গড়ে তোলার জন্য উৎসাহিত করা হয়। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক এ প্রকল্পের আওতায় ১৫টি উপ-প্রকল্পে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির বর্তমান অবস্থার ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি উপ-প্রকল্পের সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট থেকে তাদের কার্যক্রমের ওপর বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

উপ-প্রকল্পভিত্তিক সমিতির নিবন্ধন ও সদস্য সংখ্যা ঃ

উপ-প্রকল্পের নাম	জেলার নাম	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি		সদস্য সংখ্যা		
		গঠনের তারিখ	নিবন্ধনের তারিখ	মোট	পুরুষ	নারী
জলমা	খুলনা	০৫-০৫-২০২১	০৭-১১-২০২১	২৬৮	১৪৬	১২২
বাগ-আচরা বাদুরগাছা	খুলনা	১০-০৬-১৯৯৭	২৪-০২-১৯৯৮	২৬৭	১৭১	৯৬
দাঁত ভাঙ্গা খাল	সাতক্ষীরা	০৫-১২-২০১৯	১৬-০৮-২০২০	৬০১	৩৮৬	২১৫
বালিয়া-ভাঙ্গনকুল	সাতক্ষীরা	১২-০৩-২০১৫	১০-০৬-২০১৫	১৩১৫	৮০৭	৫০৮
বানিয়াল-ইলামদাহী	রাজশাহী	২৫-০৫-২০০৩	১৮-১০-২০০৩	৩২৭	২১৪	১১৩
বালিয়াঘাট্টা	রাজশাহী	২৬-০৬-২০০৬	১০-১১-২০০৬	৮৬২	৫৭১	২৯১
কাশিমপুর ক্যাড	রাজশাহী	১৩-০৭-২০০৬	১০-১১-২০০৬	৪৪১	৩২০	১২১
শ্রীরামপুর	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৯-০৩-২০১৫	১০-০৮-২০১৫	৩৮২	২২৭	১৫৫
মহম্মদখানি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১০-০৯-২০০২	১০-০২-২০০৩	১০৫০	৭৫০	৩০০
দ্বারিয়াপুর	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	০২-১০-২০০৭	০৪-১২-২০০৭	১৬৩৬	৭৯৬	৮৪০
পূর্ব সোনাখালী	বরগুনা	২৭-০২-২০২০	২০-০৯-২০২০	৩০৬	১৯৪	১১২
রায়ভোগ	বরগুনা	২২-০২-২০২১	০৮-০৪-২০২১	৩৭৩	২১৭	১৫৬
দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া	পটুয়াখালী	০৩-০১-২০২১	১৮-০৩-২০২১	৪৭২	২৭০	২০২
বোয়ালিয়া বাকরকাঠী	বরিশাল	২১-১০-২০২১	২৩-১২-২০২১	৬০২	৩৯৮	২০৪
কুলকাঠী	ঝালকাঠী	০৫-০৩-২০২০	২৩-০৮-২০২০	৩৫৮	২৩৩	১২৫

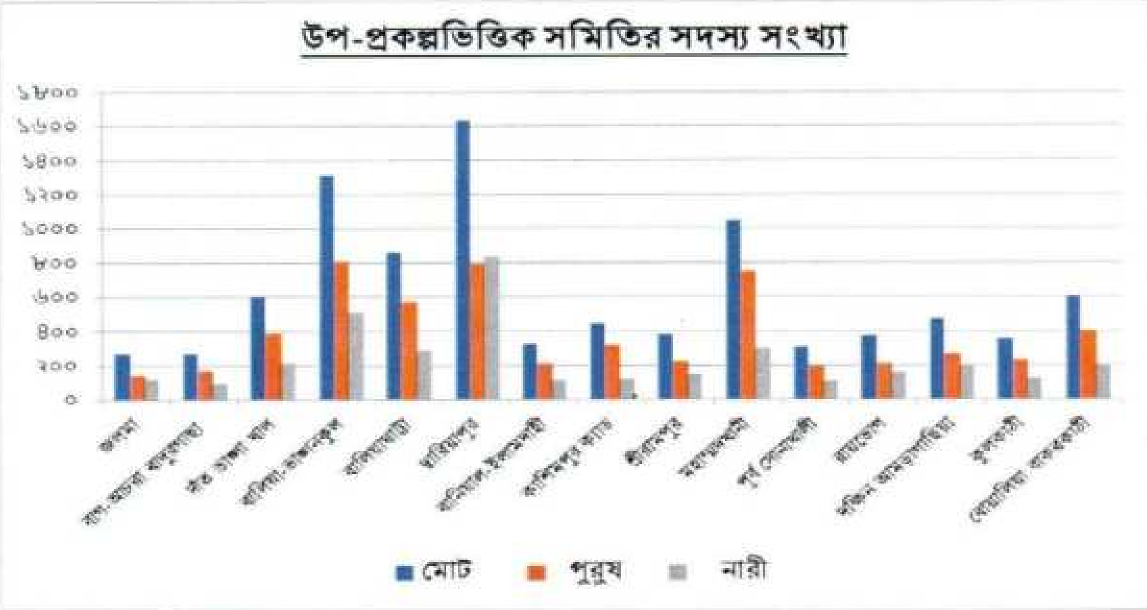

উপ-প্রকল্পভিত্তিক সমিতির সদস্য সংখ্যা
১৮০০
১৬০০
১৪০০
১২০০
১০০০
৮০০
৬০০
৪০০
২০০
০
মোট
পুরুষ
নারী

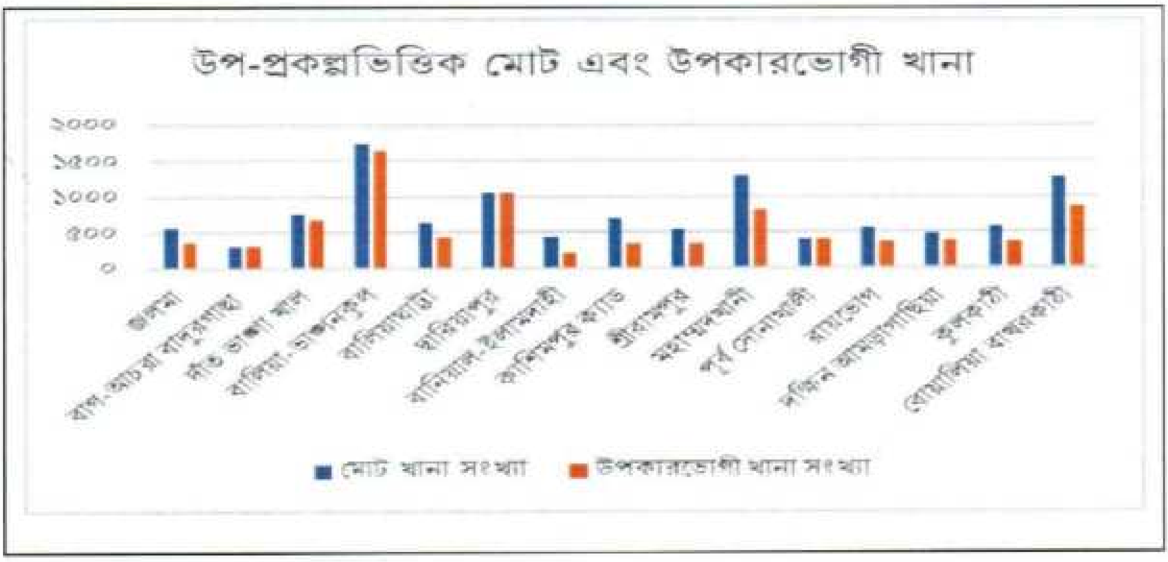

উপ-প্রকল্পভিত্তিক মোট এবং উপকারভোগী খানা
২০০০
১৫০০
১০০০
৫০০
০
মোট খানা সংখ্যা
উপকারভোগী খানা সংখ্যা

উপর্যুক্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠনের পর ১৫টি সমিতির মধ্যে ১৫টি সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ২৬৭ জন থেকে সর্বোচ্চ ১৬৩৬ জন এর মধ্যে এবং গড় সদস্য সংখ্যা ৬১৭ জন পাওয়া যায়। সমিতিগুলোতে গড় নারী সদস্য সংখ্যা ২৩৭ জন এবং পুরুষ সংখ্যা ৩৮০ জন। নারী সদস্য সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার ৩৮ শতাংশ এবং পুরুষ সদস্য সংখ্যা মোট সদস্য সংখ্যার ৬২ শতাংশ। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দ্বারিয়াপুর উপ-প্রকল্পে সদস্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ উপ-প্রকল্পটিতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠিত হয়েছে ২০০৭ সালে। সদস্য সংখ্যার দিক থেকে পিছিয়ে আছে খুলনা জেলার বাগআছড়া-বাদুরগাছা উপ-প্রকল্প। এই সমিতি ১৯৯৭ সালে গঠিত হয়েছে। সমিতির কার্যকাল বৃদ্ধি ও কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃতির সাথে সাথে সদস্য সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকবে বলে আশা করা যায়। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দায়িত্ব পালনে সহায়তার জন্য বিভিন্ন উপ-কমিটি যেমন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটি, কৃষি উপ-কমিটি, মৎস্য উপ-কমিটি, ক্ষুদ্রঋণ উপ-কমিটি, জেন্ডার উন্নয়ন উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে।

মূলধনঃ

পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রয় এবং সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব তহবিল গঠন করা হয়েছে। পরিদর্শনকৃত উপ-প্রকল্পে সমিতির তহবিলের পরিমাণ ৯৩১০০ টাকা থেকে ৫,২৭,৩২,৬৮৪.০০ টাকা পর্যন্ত দেখা যায় (গড়ে ৪৭,৭৯,৯১৬.০০ লক্ষ টাকা), যার মধ্যে ৭৭ শতাংশের উৎস সঞ্চয় এবং ২৩ শতাংশ শেয়ার বিক্রি। উপ-প্রকল্প ভিত্তিক সঞ্চয়, শেয়ার ও ক্ষুদ্রঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

উপ-প্রকল্পের নাম	সঞ্চয় (টাকা)	শেয়ার (টাকা)	মোট তহবিল (টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ (টাকা)	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল (টাকা)	অডিট সংখ্যা
জলমা	২,৯৬,৯০০.০০	৪৯,৯০০.০০	৩,৪৬,৮০০.০০	-	৩,৭৫,০০০.০০	১টি
বাগ-আচরা বাদুরগাছা	৭,৮০,৭৭৮.০০	২,৯০,৬৫০.০০	১০,৭১,৪২৮.০০	৪৪,২৪,৪৯৩.০০	৩,০০,০০,০০	২৩টি
দাঁত ভাঙ্গা খাল	৬৩,০৫০.০০	৩০,০৫০.০০	৯৩,১০০.০০	-	৬,৭০,৯৩১.০০	২টি
বালিয়া-ভাজনকুল	৩,০৪,৪৫৫.০০	২,০৯,৫৮০.০০	৫,১৪,০৩৫.০০	-	১০,৯১,৫৩৫.০	৭টি
বানিয়াল-ইলামদাহী	২,৪৯,৩৫৮.০০	২,৭৯,৯১৫.০০	৫,২৯,২৭৩.০০	৩১,০২,৫০০.০০	১,৪১,১৪৮.০০	১৮টি
বালিয়াঘাট্টা	৭,৩৫,৭০০.০০	৪২,৩১,৮৪০.০০	৪৯,৬৭,৫৪০.০০	৯১,৮৮,৫০০.০০	২,০৩,২৭৭.০০	১৫টি
কাশিমপুর ক্যাড	৫৪,১০০.০০	১,৬১,২২০.০০	২,১৫,৩২০.০০	১,৩৫,০০০.০০	১,২৫,৪৩১.০০	১৫টি
শ্রীরামপুর	৬০,৭০,৫২২.০০	৩,৯৮,৫৫০.০০	৬৪,৬৯,০৭২.০০	৫,০৭,৬১,৩০০.০০	১,৫০,০০০.০০	০৭টি
মহাম্মদখালী	৩২,০৯,০১৫.০০	২,৪৮,৯০৩.০০	৩৪,৫৭,৯১৮.০০	২,৭১,৮০,০০০.০০	৫,২০,০০০.০০	২০টি
দ্বারিয়াপুর	৪,২৭,০৪,৭০৯	১,০০,২৭,৯৭৫	৫,২৭,৩২,৬৮৪.০	৪৩,৫৩,১২,০০০.০০	১০,৮৩,৭১৪.০	১৬টি
পূর্ব সোনাখালী	১,৩১,৭৮০.০০	৩৫,১৪০.০০	১,৬৬,৯২০.০০	৫০,০০০.০০	৩,৫১,৩৯৮.০০	২টি
রায়ভোগ	১,৯৪,৭২০.০০	৬৩,২৪০.০০	২,৫৭,৯৬০.০০	৪০,০০০.০০	৩,৭৭,৫৮২.০০	২টি
দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া	৩,৭২,৩০০.০০	৪৭,৬০০.০০	৪,১৯,৯০০.০০	-	২,৯২,০০০.০০	১টি
বোয়ালিয়া বাকরকাঠী	২,৪০,২০০.০০	৪৯,১০০.০০	২,৮৯,৩০০.০০	৩,০০,০০০.০০	৩,৮৯,৮৬৯.০০	১টি
কুলকাঠী	১,৫৯,১০০.০০	১৭,৯০০.০০	১,৭৭,০০০.০০	৮৫,০০০.০০	২,৯৪,৪১৭.০০	২টি

ক্ষুদ্রঋণঃ সমবায় সমিতির সদস্যদের শেয়ার ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত পুঁজি হতে স্থানীয়ভাবে উপযোগী ও অর্থনৈতিকভাবে ফলপ্রসু খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে সমিতির নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বিশেষভাবে বিধবা ও হতদরিদ্র/নির্যাতিত মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ঋণ কার্যক্রম প্রক্রিয়ায় সরকারি/প্রকল্পের কোন অর্থ নেই বিধায় ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার প্রকল্প থেকে নির্ধারণ করার অবকাশ নেই। ঋণের সুদের হার সমিতি কর্তৃক উপবিধিতে উল্লেখিত পরিমাণ অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। পরিদর্শনকৃত উপ-প্রকল্পসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম চালু রয়েছে ১১টি উপ-প্রকল্পে। ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪০,০০০.০০ টাকা থেকে ৪৩,৫৩,১২,০০০.০০ টাকা। উপ-প্রকল্প এলাকায় আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ড ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণে এই ঋণ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা প্রাপ্তিঃ

উপ-প্রকল্পের নাম	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি	অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা
জলমা	আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ)। টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (সেলাই), নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণ প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
বাগ-আচরা বাদুরগাছা	সমবায় মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, জেন্ডার, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ)।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
দাঁত ভাঙ্গা খাল	আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ)। টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, কৃষি, জেন্ডার, সমবায় মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণ প্রশিক্ষণ, প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দের অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
বালিয়া-ভাঙ্গনকুল	আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ,হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ), আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ (সেলাই), টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধদিপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
বালিয়াঘাট্টা	আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাক সবজি চাষ), সমবায় মৌলকি ব্যবস্থাপনা প্রশক্ষিণ, সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচী।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
রায়ভোগ	আয় বৃদ্ধিমূলক (সেলাই) প্রশিক্ষণ, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ), টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, নির্মাণ পরিবীক্ষণ প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া	আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ), টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, নির্মাণ কাজ পরিবীক্ষণ প্রশিক্ষণ, জেন্ডার প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।

উপ-প্রকল্পের নাম	প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি	অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা
কুলকাঠী	প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দরে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ, টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার প্রশিক্ষণ।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, এলজিইডি।
বোয়ালিয়া বাকরকাঠী	আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ), টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, নির্মাণ পরিবীক্ষণ প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
বানিয়াল-ইলামদাহী	আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁসমুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ), সদস্য শিক্ষণ কর্মসূচী,.সমবায় মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
কাশিমপুর ক্যাড	আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ), সমবায় মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রশক্ষিণ, সমবায় মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবক্ষেণ প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
শ্রীরামপুর	আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ), সমবায় মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবক্ষেণ প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
মহাম্মদখানী	আয়বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ), সমবায় মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, সমবায় মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবক্ষেণ প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রানসিম্পদ অধদিপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।
দ্বারিয়াপুর	টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, সমবায় মৌলিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, পরিচালন ও রক্ষণাবক্ষেণ প্রশিক্ষণ।	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, এলজিইডি।
পূর্ব সোনাখালী	প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দকে অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ। আয় বৃদ্ধমিূলক (সেলাই) প্রশিক্ষণ, আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (প্রাণিসম্পদ, হাঁস-মুরগী পালন, মাছ চাষ এবং শাকসবজি চাষ), টেকসই কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ।	পল্লী উন্নয়ন একাডমেী, সমবায় অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, এলজিইডি।

উপকারভোগীগণ সমবায়, উপ-প্রকল্প পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ, কৃষি, মৎস্য, আয়-বর্ধন এবং জেন্ডার ও উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। নারী উপকারভোগীগণ সেলাই বিষয়ে আরো বেশি প্রশিক্ষণ দেয়ার অনুরোধ জানান। বেশিরভাগ উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো টেকসই পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। সবকটি উপ-প্রকল্পেই সমবায় অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর সহযোগিতা করে বলে উপকারভোগীগণ জানান। সমবায় অধিদপ্তর সমিতির হিসাবপত্র নিরীক্ষা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রদর্শনী, প্রশিক্ষণ ও কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং মৎস্য অধিদপ্তর প্রশিক্ষণ প্রদান ও পোনা সরবরাহে সহায়তা করছে। এ সব সংস্থার সাথে সমিতি নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণঃ উপ-প্রকল্প পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাবদ সকল উপ-প্রকল্পেই তহবিল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী পরিদর্শনকৃত ১৫ (পনেরো) টি উপ-প্রকল্পে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের স্থিতি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	উপ-প্রকল্পের নাম	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলে স্থিতি
১.	জলমা	৩,৭৫,০০০.০০
২.	বাগ-আচরা বাদুরগাছা	৩,০০,০০০.০০
৩.	দাঁত ভাঙ্গা খাল	৬,৭০,৯৩১.০০
৪.	বালিয়া-ভাঙ্গনকুল	১০,৯১,৫৩৫.০০
৫.	বালিয়াঘাট্টা	২,০৩,২৭৭.০০
৬.	বানিয়াল-ইলামদাহী	১,৪১,১৪৮.০০
৭.	কাশিমপুর ক্যাড	১,২৫,৪৩১.০০
৮.	শ্রীরামপুর	১,৫০,০০০.০০
৯.	মহম্মদখানী	৫,২০,০০০.০০
১০.	দ্বারিয়াপুর	১০,৮৩,৭১৪.০০
১১.	পূর্ব সোনাখালী	৩,৫১,৩৯৮.০০
১২.	রায়ভোগ	৩,৭৭,৫৮২.০০
১৩.	দক্ষিণ আমড়াগাছিয়া	২,৯২,০০০.০০
১৪.	কুলকাঠী	২,৯৪,৪১৭.০০
১৫.	বোয়ালিয়া-বাকরকাঠী	৩,৮৯,৮৬৯.০০

সূত্রঃ প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, এলজিইডি।

সংগৃহীত তহবিলের পরিমাণ ১,২৫,৪৩১.০০ টাকা হতে ১০,৯১,৫৩৫.০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যায়। উপ-প্রকল্পের এলাকা ও অবকাঠামোর পরিমাণের উপর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের অর্থের পরিমাণ নির্ভর করে। সেচ বা পানি সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পে তহবিল আদায়ের পরিমাণ বেশি লক্ষ্য করা যায়।

অডিট/নিরীক্ষাঃ সমবায় অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা কর্তৃক পাবসস'র হিসাব পত্র অডিট/নিরীক্ষা করে থাকে। পরিদর্শিত উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে সমিতি গঠনের পর ১৫টি উপ-প্রকল্পে এক বা একাধিক নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। উপ-প্রকল্পে সমিতির অডিট/নিরীক্ষা কার্যক্রম একটি চলমান প্রক্রিয়া।

অধ্যায়-৫

SWOT Analysis

Strength:

১। এক ফসলী জমি দুই/তিন ফসলী জমিতে উন্নীত হয়েছে ফলে খাদ্য উৎপাদন বহগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে;

২। কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থান, মানবসম্পদ ও জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;

৩। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্যদের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় প্রকল্প এলাকায় জনগণ ও উপকারভোগীদের মধ্যে অংশগ্রহণ ভিত্তিতে কাজ করার মনোভাব তৈরি হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষম ব্যবহার/রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে;

৪। এক তৃতীয়াংশ (ন্যূনতম) নারী পানি ব্যবস্থাপনা সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত থাকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ড (কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, ক্ষুদ্রঋণ) নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;

৫। উপ-প্রকল্প এলাকার ভূ-উপরিস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমে যাচ্ছে যা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করছে;

৬। উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের সরাসরি (উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, অনুদান প্রদান, ডিজাইন চূড়ান্তকরণ) অংশগ্রহণ থাকায় তাদের মধ্যে Ownership develop করেছে।

Weaknesses:

১। পাবসস সদস্যদের প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব;

২। Command Area'র বিস্তীর্ণ এলাকা হতে উৎপাদিত ফসল পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব;

৩। পুনঃখননকৃত খালের দুই পাড়ে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব;

৪। নতুন উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে নির্মিতব্য অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় উপকারভোগীদের নিকট থেকে মাটির কাজের ক্ষেত্রে মোট প্রাক্কলিত মূল্যের ৩% এবং পাকা কাজের ক্ষেত্রে ১.৫% হারে পাবসস কর্তৃক ভবিষ্যতের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের জন্য স্থানীয় অনুদান সংগ্রহ করা হয় যা আদায়ে অনেক ক্ষেত্রেই বিলম্ব হয়;

৫। পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য সময় কম পাওয়া যায় (সাধারণত ডিসেম্বর থেকে মে পর্যন্ত);

৬। পাবসস কর্তৃক সকল উপ-প্রকল্পের অবকাঠামোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না;

৭। প্রকল্প এলাকা ম্যানুয়ালি সার্ভে করার জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সময়ক্ষেপণ হয়;

৮। পাবসস'র অফিস ঘর নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয়।

Opportunities:

১। প্রকল্পের আওতায় IGA Training গ্রহণের ফলে সমিতির সদস্যদের আয়বৃদ্ধির সুযোগ তৈরী হয়েছে;

২। সমিতির নিজস্ব তহবিলের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সদস্যদের আয়বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে;

৩। খাল খননের ফলে By-product হিসেবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা প্রোটিন চাহিদা মিটানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে;

৪। প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামো নির্মাণের ফলে ফসল উৎপাদনে সেচ, জলাবদ্ধতা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ নিরসন হওয়ায় শস্যবহুমূখীকরণের সুযোগ তৈরী হয়েছে;

৫। উপকারভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি চলমান রাখার প্রক্রিয়া হিসেবে বিভিন্ন অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারক থাকায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করা সম্ভব হচ্ছে।

Threats:

১। পাবসস সদস্যদের মধ্যে সামাজিক ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব;

২। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের পর পাবসস কর্তৃক সদস্যদের পরিচালন ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না করা;

৩। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল প্রয়োজন অনুযায়ী সংগ্রহ করতে না পারা;

৪। নির্মিত বাঁধ/খালের ব্যবহারিক মালিকানা হিসেবে প্রকল্পের আওতাধীন জলাশয়/খাল মাছ চাষের ইজারা/লিজ সংশ্লিষ্ট সমিতি বরাদ্দ না পাওয়া।

অধ্যায়-৬

পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশঃ

মুল্যায়ন কমিটির সার্বিক পর্যবেক্ষণ:

১. স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে উপ-প্রকল্প নির্বাচন ও প্রণয়ন করা হয়েছে;

২. উপ-প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ বাস্তবায়নে উপকারভোগীদের সরাসরি অংশগ্রহণ থাকায় তাদের মধ্যে মালিকানা (ownership) সৃষ্টি হয়েছে;

৩. প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন ধরণের সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে সেচের পানি সংরক্ষণ/সররবাহ, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা হ্রাস ও বন্যা ব্যবস্থাপনার উন্নতির ফলে প্রকল্প এলাকায় ধানসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং প্রকল্প এলাকায় কর্মসংস্থান ও জীবনমান উন্নয়নের ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে;

৪. পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস'র) সদস্যদের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় প্রকল্প এলাকার জনগণ ও উপকারভোগীদের মধ্যে অংশগ্রহণ ভিত্তিতে কাজ করার মনোভাব তৈরী হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে সরকারী সম্পদের (খাল-বিল) ব্যবহার/রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে;

৫. পাবসস সদস্যদের সঞ্চয়ের মাধ্যমে গঠিত তহবিল হতে দরিদ্র সদস্যদের আয়বর্ধকমূলক কাজে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান কার্যক্রম চালু থাকায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পেয়েছে;

৬. সমিতির সদস্যদের কৃষি, মৎস্য, সমবায়, জেন্ডার, সেলাই এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে সদস্যদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয়বৃদ্ধি পেয়েছে;

৭. এক তৃতীয়াংশ (ন্যূনতম) নারী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিতে (পাবসসে) অন্তর্ভুক্ত থাকায় বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে (কৃষি, মৎস্য, পশুপালন, সেলাই ইত্যাদি) নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে যা নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে;

৮. উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সংস্থা (সমবায় অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড ইত্যাদি) সম্পৃক্ত থাকায় উপকারভোগীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে একটি টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে;

৯. কয়েকটি ক্ষেত্রে খাল-বিল সংশ্লিষ্ট পাবসস সদস্যদের বাইরে অন্যদেরকে লিজ দেয়ার ফলে উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা দেখা গিয়েছে;

১০. খাল-বিল পুনঃখননের ফলে মাছের বিচরণ ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হওয়ায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে;

১১. উপ-প্রকল্প এলাকায় ভূ-উপরস্থ পানি সেচ কাজে ব্যবহারের ফলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমে যাচ্ছে, ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকছে;

১২. রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার বিভিন্ন Command Area Development (CAD) উপ-প্রকল্পে নদীর পানি ব্যবহার করে সারফেস ড্রেন অথবা ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন (RCC/Upvc) সম্প্রসারণ করে ২/৩ লিফটের মাধ্যমে উঁচু ও দূরবর্তী জমিতে পানি সরবরাহ পূর্বক সেচ কার্যক্রম পরিচালন করা হচ্ছে-যা অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে প্রতিয়মান হয় এবং এক্ষেত্রে কৃষকের সেচ খরচ কম হচ্ছে;

১৩. পাবসস সদস্যদের মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নেয়ার আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে;

১৪. উপ-প্রকল্প এলাকায় উৎপাদিত পণ্য পরিবহন/বাজারজাত করা ও খালের দুই পাড়ে যাতায়াতের জন্য Road connectivity'র অপ্রতুলতা রয়েছে;

১৫. প্রকল্পটি জানুয়ারি'২০১৭ হতে ডিসেম্বর'২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন আছে। ফেব্রুয়ারি'২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫০.৪৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০.৮৯%। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকল্পটির কাঙ্খিত অগ্রগতি অর্জিত হয়নি;

১৬. প্রকল্পটির কার্যক্রম প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক।

সুপারিশঃ

১. উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যয় প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে বাস্তবায়নকালের মধ্যে যাতে সবগুলো উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা যায়, সে লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন;

২. বর্ষা মৌসুমে নৌযান এবং সবসময় মাছের অবাধ চলাচলের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে খাল/বিলে পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করা এবং খালের উভয় পাড়ের জমির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য অবকাঠামো নির্মাণ করা প্রয়োজন;

৩. উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ফলে উপ-প্রকল্প এলাকার উৎপাদিত ফসল বাজারজাত করণের সুবিধার্থে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা Farmers Road নির্মাণ এর বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন;

৪. উপ-প্রকল্প নির্বাচনের সময়েই উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির অফিস ভবন নির্মাণের নিমিত্ত জমি নির্ধারণ নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন;

৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ (বাপাউবো) অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রমের সাথে এ প্রকল্পের দ্বৈততা পরিহার ও সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন;

৬. উপ-প্রকল্পের নির্মিত অবকাঠামো সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকাল শেষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা ইউনিট (আইডব্লিউআরএম) অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক প্রতিটি উপ-প্রকল্প নিয়মিত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে;

৭. উপ-প্রকল্প হস্তান্তরের পর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্যদের চাহিদামত নতুন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বা প্রযুক্তির উপর নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করে নির্মিত অবকাঠামোর কার্যকারিতা অধিকতর বৃদ্ধি এবং অবকাঠামোর টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ করা যেতে পারে;

৮. এডিপি'তে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা/প্রতিবন্ধকতা এবং বাস্তবতার আলোকে প্রকল্পের সমুদয় কাজ ডিসেম্বর'২০২৩ এর মধ্যে সম্পাদন করা সম্ভব নয় বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ বিবেচনা করতে পারে;

৯. বিদ্যমান Command Area Development (CAD) উপ-প্রকল্পের সম্প্রসারণ কাজ অত্যন্ত ফলপ্রসূ হওয়ায় পাবসস এর সদস্য/সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী এ ধরণের উপ-প্রকল্পে অধিক কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন;

১০. বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীগণের অতিরিক্ত কাজ বাস্তবায়নের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাস্তব যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে;

১১. নতুন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে জিওবি অর্থায়নের পরিবর্তে বৈদেশিক অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

১২. প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারকল্পে প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেই সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও নতুন উপ-প্রকল্পের কাজের ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ পূর্বক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা প্রয়োজন;

১৩. প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পর উপ-প্রকল্পসমূহের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর কার্যক্রম সমবায় আইন ও সংশ্লিষ্ট উপবিধি অনুযায়ী পরিচালনা করা প্রয়োজন;

১৪. যে সমস্ত উপ-প্রকল্পে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম এখনো শুরু হয়নি তা দ্রুত শুরু করা প্রয়োজন;

১৫. উপ-প্রকল্প সমূহের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে উপ-প্রকল্পভুক্ত লীজ উপযোগী খাল-বিল ও অন্যান্য জলাশয় সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে লীজ দেয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে;

১৬. উপজেলার সমবায়, কৃষি, মৎস্য, প্রাণিসম্পদ, মহিলা বিষয়ক ইত্যাদি অধিদপ্তরের লাইন ডিপার্টমেন্টের প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য সেবা ও সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সমিতিকে সহায়তা করতে হবে;

১৭. প্রতিটি সমিতি/পাবসস-কে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়নে বেশি বেশি সেলাইসহ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

28.03.23
মোঃ মেহেদী হাসান খান
নির্বাহী প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28.03.2023
আবু সালেহ মোঃ হানিফ
প্রকল্প পরিচালক
টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা ও সদস্য সচিব, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28/03/2023
শেখ মোহাঃ নুরুল ইসলাম
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা ও ডিজাইন), আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি সদর দপ্তর, ঢাকা ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28/03/2023
শারমিন সুলতানা
সিনিয়র সহকারী প্রধান, সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশন ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28/03/23
মোঃ নাজমুল হুসেইন খাঁন
উপপরিচালক (সিনিঃ সহকারী সচিব)
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-৩, আইএমইডি ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28/03/23
মোছাঃ জেসমুন নাহার
উপপ্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28/03/2023
মোঃ নুরে আলম
উপসচিব (পরিকল্পনা-১ শাখা), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28/03/2023
জেসমিন পারভীন
উপসচিব (উন্নয়ন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28/3/23
রত্না শারমীন রত্না
উপপ্রধান, সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশন ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28/03/2023
মহাঃ এনামুল হক
যুগ্মপ্রধান (যুগ্মসচিব)
সেচ উইং, পরিকল্পনা কমিশন ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28/03/2023
এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান
যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।

28/03/2023
স্মৃতি কর্মকার
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সভাপতি, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি।